ISBN 984 8700 18 8

B
MILA

কালাকাল | ইমদাদুল হক মিলন

কালাকাল

ইমদাদুল হক মিলন

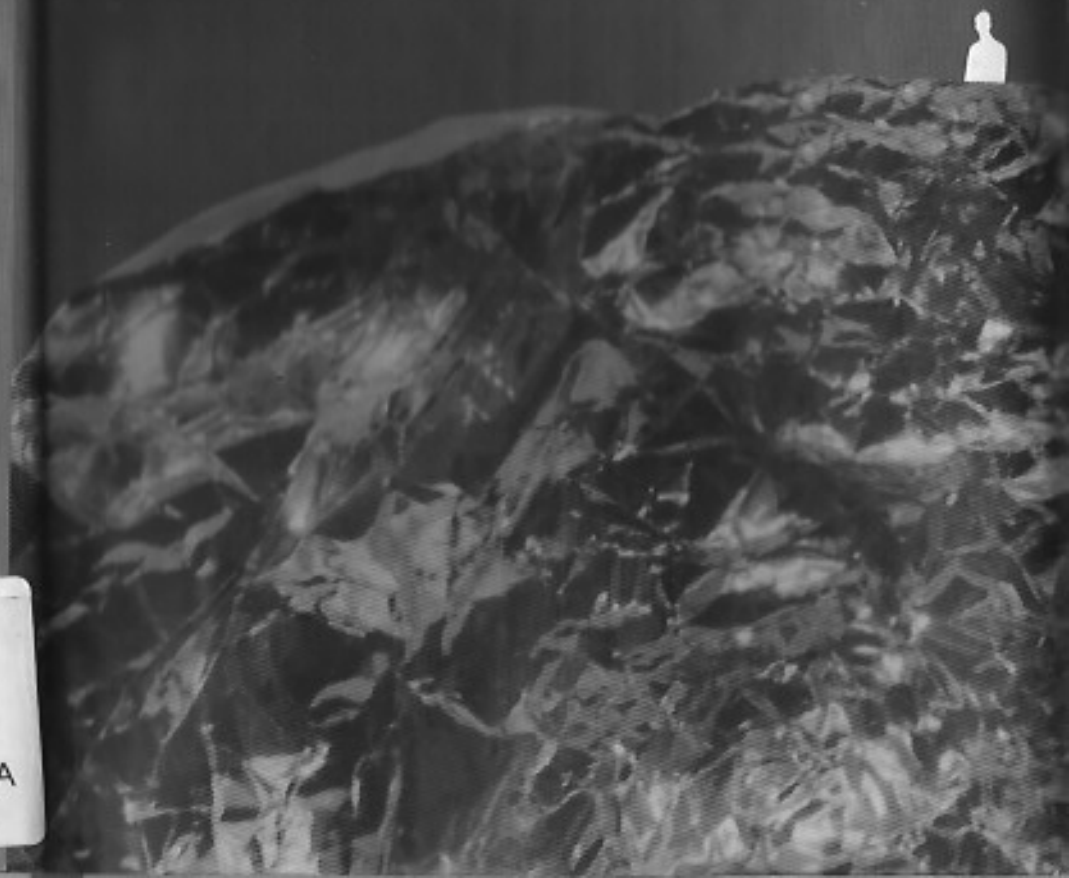

প্রকাশক

লায়ন আ. ন. ম. মিজানুর রহমান পাটওয়ারী

মিজান পাবলিশার্স

৩৮/৪, বাংলাবাজার (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১২৩৯১, ৭১১১৪৩৬, ৭১১১৬৪২
মোবাইল ঃ ০১১-৮৬৪৩২৬, ০১৭১-৪০০২১৮
ফ্যাক্স ঃ ০৮৮-০২-৭১১২৩৯১

প্রথম মিজান পাবলিশার্স সংস্করণ

একুশে বইমেলা ❒ ২০০৬
প্রথম প্রকাশ ❑ ১৯৮৫

স্বত্ব

লেখক

প্রচ্ছদ

ধ্রুব এষ

বর্ণবিন্যাস

লাভলী কম্পিউটার
৩৮, বাংলাবাজার (৪র্থ তলা), ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ

লাভলী প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিমিটেড
২৪, শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১২৩৯৫

মূল্য

৭৫ টাকা

ISBN

984-8685-53-7

Kalakal, Written by Imdadul Haq Milan
Published By : Lion A. N. M. Mizanur Rahman Patoary,
Mizan Publishers, 38/4 Banglabazar (2nd Floor), Dhaka- 1100.
Printed By : Lovely Printers & Packaging Industries (Pvt.) Limited
24, Srish Das Lane, Dhaka- 1100.

উৎসর্গ

সৈয়দ শামসুল হক

অগ্রজপ্রতিমেষু

বইতে কইলেন কত্তারা! হ হ বহি, বহি। বমু না ক্যা! আপনেরা কত্তা বেক্তি, মান্যিগন্যি বেক্তি, আপনেরা দয়া ধম্ম না করলে আমরা গরীব গুরবারা যামু কই! থামু কি! আপনেগ বাইত আইজ বহুত বড় মেজবানী। দুইফরথন দফায় দফায় মাইনষে খাইতাছে। চোক্‌কে ভালা দেহি না। ছানি পড়ছে। পদ্দা। কানে ভালা হুনি না। দিনে দিনে বয়রা অইয়া যাইতাছি। মাতার চুলডি দেহেন, আগোন পোষমাসে গাঙ্গের পাড়ে কাইস্যা ফুল ফোডে না, শাদা, লাম্বা লাম্বা, হেমুন শাদা অইয়া গেছে। পাতলা অইয়া গেছে। বাঐলা বাতাসে উইড়া উইড়া যায় বেবাক চুল, উদিসও পাই না। মাতাখান দেহেন খানে খানে চোয়া অইয়া গেছে। পদ্মায় চর পড়তে দেকছেন নি কত্তারা! না দেকলে কই। পানির নিচের বাইল্যা মাডি দিনে দিনে ভাইসা উডে। শাদা ফকফইক্‌কা। রৈদে ঝকমকায়। চুল পইড়া যাওনের পর আমার মাতাখানও গাঙ্গের চরের লাহান ফকফইক্‌কা অইয়া গেছে। টুপিখান মাতায় দিয়া রাকি দেইক্‌কা মাতাখান অহনও নতুন চরের লাহান শাদা রইছে। নাইলে হারাদিন রইদে রইদে ঘুইরা বেড়াই, শইলখান দেহেন, খেতখোলার পোম বাড়ানোর লেইগা গেরস্তরা ধান কাডোনের পর নাড়ার মইদ্যে আগুন দেয় না, আপনেররা তো দেখছেনঐ কত্তারা, আপনেরা অইলেন বড় গেরস্ত, আপনেরা দেখবেন না ক্যা! হারা রাইত নাড়া পুইরা খেতখোলার যেমন রং অয়, আমার শইল্লের রংখান অমুন। আপনেগ দোরে দোরে ঘুইরা বেড়াই, রইদে হুগাই মেগে বিষ্টিতে ভিজি, শইল্লের রং এমন অইব না ক্যা! আর আপনেগ দোরে দোরে না ঘুইরা বেড়াইলে পেডের ভাত আইব কই থিকা! দিন চলব কেমনে! আপনেরা দয়া ধম্ম করেন। ভিক্‌কা দেন, থাকলে দুইডা ভাত

দেন, সালুন দেন, দাদা নাতীনে হেই খাইয়া বাচি। লগে এই যে মাইয়াখান দেখতাছেন, হ ডাঙ্গর ডোঙ্গর অইছে, গেল সন তের বচ্ছর পার অইছে, এইডা আমার নাতীন। মাজারো পোলার ঘরের নাতীন। আমার লগে অহন খালি এই মাইয়াডাঐ আছে। আর বেবাকতে গেছে। এইডাও কুনদিন ছাইরা যাইব, কেডা জানে। নাতীনডার নাম জিগাইলেন নি কত্তারা? হ নাম একখান আছে, ঐ ছেমড়ি ক, নিজের নামখান নিজের মুকেই ক কত্তাগ কাছে। হ অর নাম অইল পরী। পরীবানু। আর আমার নাম অইল সেরু। সেরু হাজাম। হ জাতে হাজাম আমরা। নাপিতগ লাহান। অচ্ছুত। হাজাম কাগ কয় হেইডা তো আপনেরা জানেনঐ কত্তা। ডাকের কথা আছে না, সুন্নত করাইয়া নাম বুলাইল হাজাম। হেই হাজাম আমরা। সুন্নত করাই। মুসলমানী। তয় আইজকাইল আর করাই না। করাইলে কি আর নাতীন লইয়া আপনেগ দোরে দোরে ঘুইরা বেড়াই! ভিক্কা করি! হুনবেন কি বেবাক বিত্তান্ত? কমুনে। মেজবানীর খাওনডা খাইয়া লই। খিদায় আর বাচি না। নাতীনডাও না খাইয়া রইছে আমার লগে কাইল রাইতথন। কি করুম কন কত্তারা, আইজকাইল মাইনষে ফকির ফাকরাগ ভিক্কাও দিতে চায় না। কিরপিন অইয়া গেছে। দুনিয়া আর দুনিয়া নাই। বইদলা গেছে। মাইনষে মাইনষেরে দেখতে পারে না। দুর দুর কইরা খেদাইয়া দেয়। রাইতে দাদা নাতীনে না খাইয়া রইছি। আছিলাম কলমা বাজারে। নিজেগ তো ঘর বাড়ি নাই। বাজারখোলার মাউচ্ছা ঘরে হুইয়া থাকি। চাইরদিক খোলা, মাতার উপরে নাড়ার চাল, হেইডারে তো ঘরঐ কয়। হেই ঘরে থাকি। যেদিন ধারে কাছে বাজার না পাই হেদিন আপনেগ লাহান গেরস্তের কাছে গিয়া আরজি করি। আপনেগ গোয়াল ঘরে, নাইলে খেড় ডাডি রাখনের ঘরে থাকতে দেন। হেইডা না থাকলে কন ঘরের ছেমায় হুইয়া থাকতে। থাকি। যেদিন কুনো হানে জাগা না পাই, বিলবাঐরে রাইত অইয়া যায়, হেদিনি থাকি গাচতলায়। তয় গাচতলায় থাকতে বড় ডর করে। বুকখান কাপে। হারা রাইত গুমাইতে পারি না। নাতীনডা লগে আছে। ডাঙ্গর মাইয়া। জঙ্গলের পশুরে ডরাই না। ডরাই মাইনষেরে। নাতীনডারে কুনসুম খাবলাইয়া খাইব। হারারাইত জাইগা বইয়া থাকি। নাতীনডা নিদ যায়। আমি বইয়া বইয়া চকি দেই। মাইয়াডার দোষ কি কন, আমার লগে হারাদিন আডে। গুমাইব না করব কি! মাইনষের শইল তো! ডাকের কতা আছে না, নাড়া হুগায় ঘাডায় মানুষ হুগায় আডায়। নাতীনডা পোলাপান মানুষ! দুনিয়াদারির প্যাচঘোচ অহনতরি বোজে না। যেহেনে হোয় হেহেনেঐ নিদ যায়। ডর ভয় নাই, ভাবনা চিন্তা নাই। লগে দাদায় তো আছেঐ।

কাইল রাইতে কলমা বাজারে হুইয়া রইছি। খিদায় দাদা নাতীন কেঐরঐ গুম আহেনা। দুইফরে এক গেরস্তে ইট্টুহানি ফেন দিছিল। দুইজনে ভাগ কইরা হেই খাইছি হারাদিনে। ফেন অইল পানি। হেই জিনিস পেডে থাকে কতক্ষুণ! খিদায় তো গুম আহেনা। পরী খালি আপুর ঝাপুর করে। কি করুম। পোলাপান মানুষ, ভুলানের লেইগা হারারাইত হুইয়া হুইয়া কিচ্ছা কইলাম। পরীরে ও পরী, মোনে আছেনি তর বেবাক কতা, আ? হ থাকব না ক্যা! বেবাকঐ তো নিজেগ কিচ্ছা। নিজেগ কিচ্ছা নি নিজেরা ভুইল্লা যায়! কিচ্ছা হুইনা পরী খিদা ভুইল্লা গেছিল। কইতে কইতে আমিও খিদা ভুলছিলাম। কিচ্ছা যহন খতম তহন বিয়ান অইয়া গেছে। বাজার খোলায় কাউয়া ওড়ে। কা কা করে। কান্দে বোচকাখান লইয়া পরীর আত ধইরা আমি চকে নামলাম। হুনছিলাম বেজগাও বড় এক গেরস্তবাড়ি মেজবানী আছে। হুইনাঐ আইছি। পরীরে কইছি দেখবি কেমুন খাওনডা খাই আইজ, তরে খাওয়াই। হেই মেজবানী খাইয়া তিনদিন আর না খাইলেও চলব। খিদা লাগব না।

কি কইলেন কত্তারা! নিজেগ কিচ্ছা! পরীরে কাইল রাইতে যেই কিচ্ছা কইছি! আপনেরা কত্তা বেক্তি, হেই কিচ্ছা আপনেরা হুনবেন নি! হুনলে কমু। তয় বহুত বড় কিচ্ছা। ম্যালা বিত্তান্ত। পুরা রাইত লাগব। হুনবেন! আইচ্ছা কমুনে। খাইয়া লই। ও পরী, ল বইয়া যাই। খিদায় আর বাচিনা। কি কচ? অহন তরি দেরি আছে। হায় হায়রে! ক্যা দেরি ক্যা? কত্তা বেক্তিগ বেবাকতের খাওন দাওন অয় নাই অহন তরি! না অইলে আমরা বমু কেমনে! আইচ্ছা, আইচ্ছা। এই বাঐলেঐ বেবাক কত্তাগ খাওন শ্যায অইব। তাইলে আর কি। এতক্ষুণ সইতে পারছি আর ইট্টু পারুম না ক্যা! খাওন থাকব তো! না থাকলেও অইয়া যাইব। বড় মেজবানীতে জুডা আইষ্টা যা থাকে হেই খাইতে পারে শ মাইনষে। মুসাফির আছে কয়জন? শ অইব নি? আইচ্ছা, না অইলে ঐ ভালা। পেড ভইরা খাওন পামু।

হ শইল্লের কতা কইতাছিলাম। শইলখান কালাকোলা। আতপাওগুনি ধইনচা গাছের লাহান চিকন চাকন। মুকখান দাড়িমোছে জঙ্গল অইয়া রইছে। বেবাকঐ পাকা। শাদা ফকফইক্কা। চক্কু দুইখান গদে হাইন্দা গেছে। ছানি পড়ছে দেইক্কা চোক্কে ভালা দেহিনা। আবছা, খুয়া খুয়া লাগে বেবাক কিছু। কানে হুনি কম। বহুত জোরে চিল্লাইলে মোনে অয় খুব আস্তে কতা কইতাছে মাইনষে। নিজে কতা কই চিল্লাইয়া চিল্লাইয়া। বয়রা মাইনষে কইলাম চিল্লাইয়াঐ কতা কয়। ক্যান কয় জানেন নি কত্তারা? নিজের কান তো বয়রা। কানের সামনে বহুত জোরে চিল্লাইলে মোনে অয় আস্তে কতা কইতাছে

মাইনষে। মোনে অয় নিজে জোর না কইলে মাইনষে বেবাক কতা হুনব না, বুজব না। এর লেইগাঐ বয়রারা জোরে কতা কয়, চিল্লাইয়া কতা কয়। আপনেরা, কত্তা বেক্তিরা জোরে কতা হুনলে রাগ করেন। মোনে করেন বেডা বাজাইরা কুত্তা। খালি খেউক্‌কায়। কি করুম কন! এইডা তো আর আমার দোষ না। আমার কপালের দোষ। বয়েসের দোষ।

বয়েস জিগাইলেন নি কত্তারা? বয়েস অইল তিন কুড়ি উন্নিশ বচ্ছর। ছাব্বিশ সনের বউন্নার সময় আমার বয়েস আছিল পোনর বচ্ছর। জুয়ান মন্দ অইয়া উটছি। ছাব্বিশ সনের বউন্নার কতা আপনেগ মোনে আছে নি কত্তারা? ঐ যে চৈতমাসে বউন্না অইছিল! মোনে নাই? তয় পনচাশ সনের কালাকালের কতা তো মোনে আছে আপনেগ। থাকনের কতা। দুই পয়সা সের চাইলের দাম অইছিল দুই টেকা। দুনিয়ার বেবাক মানুষ না খাইয়া মইরা গেল। আমরা মরি নাই। আমাগ তহন বিরাট অবস্তা। ধান চাইলের আকাল নাই। যাউগগা, হেই হগল ম্যালা বিত্তান্ত। পরে সুময় সুযুগ অইলে, আপনেরা হুনতে চাইলে কমু। তয় পনচাশ সনের আকালের দুই তিনখান ঘটনার কতা কই। একদিন আমাগ বাইত এক জুয়ান মন্দ মুসাফির আইয়া কাইন্দা পড়ল। আমার বাজানে তহন জীবিত। হের পাও প্যাচাইয়া ধইরা মুসাফিরে কাইন্দা পড়ল, হুজুর না খাইয়া আমার সোংসারের বেবাক মানুষ মরছে। হের লেইগা অহন আমার পরান কান্দে না। পরানডা খালি কান্দে নিজের লেইগা। নিজের বাচনের লেইগা। আইজ আষ্টদিন ধইরা না খাইয়া রইছি। আপনেগ আল্লায় দয়া করব। আমারে পেড ভইরা চাইট্টা খাওয়ান। জানডা বাচান আমার। সোংসারের বেবাক মানুষ মরছে। হের লেইগা আমার মোনে কুনো দুখ নাই। দুখ খালি নিজের লেইগা। নিজের জানডার লেইগা। হুইনা বাজানের আমার মোন গইলা গেল। হের মোনডা খুব মুলাম আছিল। মাইনষের দুখ হেয় দেকতে পারত না। মারে কইল বেডারে এক থাল ভাত দেও। হুইনা মায় ইট্টু রাগ করল। এই আকালের দিনে মুসাফির খাওয়ান যায়নি! পরে তো নিজেগ আহার জোটব না। ঘরের ধান চাইল দিনে দিনে ফুরাইয়া আইতাছে। আর পেত্যেকদিন শয়ে শয়ে মুসাফির আহে। আপনে তো বেবাকতেরেঐ খাওয়াইতে চান। কয়দিন বাদে নিজেরা যে না খাইয়া মরুম হেই খেল আছে নি!

মাইয়ামানুষ অইল সোংসারের লক্ষী। সোংসারের ভালা মন্দ বেবাক হের দেখতে অয়। হের অত দরদী অইলে সোংসার চলে না। আর মন্দরা অইল বেখেলি। সোংসারের কুনহানে কি অয় বেবাক হেরা জানতে পারে না। মার কথা হুইন্না বাজানে কইল, আইচ্ছা আর কে-ঐরে খাওয়ামু না। এই বেডারে

খাওয়াইয়া দেও।

মায় কইল, ভাত যা রানছি বেবাকতের অইব না। আকাল কয়দিন থাকে কইব কেডা। হের লেইগা আমি অহন কম কম ভাত রান্দি।

বাজানে কইল, তয় আমার ভাগেরডা দিয়া দেও। আমি আইজ খামু না। দুনিয়ার কত মানুষ না খাইয়া মরতাছে। এক ওক্ত না খাইয়া থাকলে আমি মরুম না। না খাইয়া যুদি দুনিয়ার বেবাক মানুষঐ মইরা যায় তাইলে আর আমাগ বাইচা থাইকা লাব কি! মানুষ ছাড়া দুনিয়ায় বাচন যায় না। মরণ থাকলে বেবাকতেঐ মরুম।

কতাডি মার ভালা লাগল না। মুখ ঝাইমটা হেয় গিয়া ভাত বাড়তে বইল। আমি বাসন ভরা ভাত আইন্না মরদডারে দিলাম। ইট্টুহানি নুন আর সালুন দিছিল মায়। বেডা ঘপঘপ কইরা চোক্‌কের পলকে একথাল ভাত সাফা কইরা হাল-ইল। দেইক্‌কা বাজানে কয়, আর চাইট্টা দিমুনি?

দেন কত্তা। আমার আষ্টদিনের ভুকা পেড। একথাল ভাতে পেডের এককে-ণাও ভরে নাই।

মায় আরেক থাল ভাত বাইরা দিল বেডারে। মুকখান বেজার কইরাঐ দিল। বেডায় হেই একথালও চোক্‌কের পলকে খাইয়া হালাইল। দেইক্‌কা বাজানে আর আমি আটাস অইয়া গেলাম। হায় হায় এত ভাত নি মাইনষে খাইতে পারে!

মায় খাড়াইয়া রইছিল ঘরের ছেমায়। খাড়াইয়া দেকতাছিল উডানে বইয়া বেডায় কেমনে ভাত খায়।

দুইথাল শ্যাষ অওনের পর বাজানে আর আমি কুনো কতা কই না। ঘরের ছেমাতথন মায় কইল, ও মুসাফির আরেক থাল দিমুনি? মুক দেইখা মোনে অয় পেড ভরে নাই।

মার মুকের মিহি চাইয়া বেডায় শরমে শরমে ইট্টু হানি আসল। দেন মা জনুনী, দেন। আরেক থাল দিলে পেডখান পুরা ভরব আমার। মায় কইল, ও সেরু বাসোনডা লইয়া আয় দিহি। খাওয়াইছি যখন ভালা কইরা ঐ খাইয়াই। নিজেরা নাইলে আইজ না খইয়া থাকলাম। একওক্ত না খাইলে কি অয়!

আমাগ সোংসারডা ছোড আছিল। বাজানে মায় আর আমি। আমার বড় দুইখান বইন আছিল। চানপুরের বড় হাজাম বাড়ি বিয়া অইছে একজনের, আরেকজনের বিয়া অইছে মানিকগুইঞ্জে। হাজামগ তো হাজাম ছাড়া বিয়া অয়না। তয় দুই বইনের অবস্থাঐ ভালা। হেগ চিন্তা আমাগ করতে অইত না। বিলবাঐরে নিজেগ ম্যালা জমিজিরাত আছিল আমাগ। ধান যা অইতো নিজেগ বচ্ছরের খাওনডা রাইখা বাকিডি দিগলীর আড়ে নিয়া বেইচা আইতাম।

বাড়ির কতা জিগাইলেন কি কত্তারা। বাড়ি আছিল রানাইদ্যা। পদ্মার পাড়ে। রানাইদ্যা একবার গাঙ্গে ভাইঙ্গা নিছিল। আবার ফিরাইয়া দিছে। হ রানাইদ্যা মিহি চর পড়ছে আবার। মাইনষের বসতি অইছে। আমাগ বাড়ি কুন সীমানায় আছিল, কুন মৌজায়, চর দেইক্কা অহন চিনন যায় না। পরীরে লইয়া পেরায় পেরায়ঐ রানাইদ্যার চরে যাই আইজকাইল। ভিক্কা করতে। কি কমু কত্তারা, তহন মোনডা বড় কান্দে। নিজেগ গেরামে নিজেরা ভিক্কা করি। বেবাকঐ কপালের দোষ। ভাইগ্য। গেরামের কিচ্ছা পরীরে কইতে কইতে যাই, কইতে কইতে ফিরে আহি। কুনো মাইনষে আমাগ চিনতে পারে না। চিনব কেমনে! আগের দিনের মানুষ তো আর নাই। বেবাক অইল নতুন মানুষ। নতুন জাগা অইছে রানাইদ্যা, নতুন ঘরবাড়ি অইছে। ছানিপড়া চোক্কে, পরীর আত ধইরা রানাইদ্যার চরে আডি আর চাইয়া চাইয়া নতুন মাইনষের নুতন ঘরবাড়ি দেহি। তহন, বুজলেন কত্তারা, কেমুন জানি একখান ঘটনা ঘটে আমার চোক্কের ভিতরে। খুয়ার মইদ্যে দেহি নতুন রানাইদ্যার চরখান নাই, নতুন মানুষজন নাই, তাগো ঘরবাড়ি নাই। হেই জাগায় পুরানা দিনের রানাইদ্যা। পুরানা দিনের ঘরবাড়ি, মানুষজন। বয়রা অইয়া গেছে কান, তাও হুনি স্বজনরা জিগাইতেছে, কেডা যায়রে? সেরু নি? হাজামের পো সেরু ভালা আছোছ নি?

হুইনা মোনডা আনচান কইরা ওডে। চোক্কে পানি আইয়া পড়ে। পরী পোলাপান মানুষ অইলে কি অইব, মাইয়া মানুষ তো! মা বইনের জাত। বেবাক খেল করে। কইরা আমারে জিগায়, কান্দ ক্যান দাদা? মোন খারাপ নি তুমার?

পরীরে বেবাক কতা কওন যায় না। পোলাপান মানুষ। বুজব না। মিছা কতা কই। নারে বইন কান্দি না। চোক্কে জানি কি পড়ছে। পিরপিরায়। হাচা কতা কইলে পরীর মোনে দুখ অইব। আমার কান্দন দেকলে পরীও কানব। পোলাপান মানুষ। মুলাম মোন। দুখ সইতে পারব না। অরে আমি দুখ দিতে চাই না। নিজে হারাজীবন দুখ পাইছি, দুখের জ্বালাখান বুজি। এর লেইগা পারতিকে পরীরে আমি দুখ দেই না। কাইল হারারাইত কলমা বাজারে হুইয়া কিচ্ছা কইছি পরীরে। নিজেগ কিচ্ছা। তয় বেবাক কতা কইলাম কই নাই। পরীর বাপের কতা, মার কতা। হুনলে মোনে দুখ পাইব মাইয়াডা। কায়দা কইরা কিচ্ছার অমুক তমুক দুখের জাগাডি বাদ দিছি। পরী কিচ্ছু বোজতে পারে নাই।

ও পরী, দেহচ না কত্তাগ খাওন দাওন শ্যাষ অইছেনি! বিয়াল অইয়াইল। খিদায় তো আর বাচি না! অয় নাই! ও ফিন্নি জদ্দা দিতাছে! আইচ্ছা, আইচ্ছা। তাইলে তো অহনেঐ শ্যাষ অইব।

তয় কি জানি কইতাছিলাম। পনচাশ সনের আকালের কতা। হেই যে এক মুসাফির আইছিল আমাগ বাইত। দুই বাসোন ভাত খাইয়া আরেক বাসোন চাইছে। আমি বাসোনডা লইয়া ঘরে গেছি। গিয়া দেহি মাইট্টা আড়ি উপ্তা কইরা বেবাক ভাত বাসোনে ঢাইল্যা দিল মায়। তিনজোন মাইনষের বেবাক খাওন একলা খাইল বেডায়। আমাগ উডানে বইয়া বইয়া। দুইফরে হেইদিন আমাগ খাওন অইল না। মায় কইছিল আবার ভাত চড়াই। বাজানে কইল কাম নাই আর রাইন্দা। রাইতে একবারে খাইলেঐ অইব। মাইনষে আষ্ট দশদিন ধইরা না খাইয়া থাকে আর আমরা একওক্ত না খাইয়া থাকতে পারুম না! সেরু তুই পারবি না? না তর খিদা লাগব?

আমি কইলাম, তুমরা পারলে আমি পারুম না ক্যা!

তিন বাসোন ভাত খাইয়া মুসাফিরে হেই বাসোনে কইরা তিন বাসোন পানি খাইল। তারবাদে বাজানরে কইল, আপনেগ গোয়াল ঘরের ছেমায় আমি ইট্টু হুইয়া থাকি কত্তা। বিয়ালে যামুগা। রাইতে আর আপনেগ আহার নষ্ট করুম না।

বাজানে কইল, আইচ্ছা হুইয়া থাক।

মুসাফির উইট্টা খাড়াইতে চাইল। দুইবার তিনবার, কিন্তুক খাড়াইতে পারল না। বাজানে কইল, ঐ সেরু ইট্টু ধইরা খাড়া করা। ম্যালা খাইছে। অহন পেডের ভারে খাড়াইতে পারে না।

আমি বেডারে ধরতে গেছি, কয়, না ধরনের কাম নাই। ইট্টু হানি জাগা আমি হেউচরাইয়া যামুগা। তারবাদে হেউচরাইয়া হেউচরাইয়া গোয়াল ঘরের ছেমায় গিয়া মাডির মইদ্যে হুইয়া রইল। আমাগ গোয়াল ঘরডা তহন খালি। গাইগুরু নাই। কেমনে থাকব? পালব কেডা? বাজানে একলা মানুষ। ম্যালা জাগা জমিন দেকতে অয় হের। গাইগরু থাকলে হেইডি দেকব কেমনে। এক পোলা আমি। বিয়াসাদী কইরা ম্যালাদিন আগে বাড়ি ছাড়ছি। ছোড একখান বাড়ি পাইছি মেদিনমোন্ডল। হৌর বাড়ি। আমার হৌরের আছিল খালি একখান মাইয়া, হেরে বিয়া কইরা হৌর বাড়িঐ থাকি আমি। হৌর বুড়া মানুষ। কাম কাইজ করতে পারে না। যন্তর ধরলে আত কাপে। মেদিনমোণ্ডলের দিকে একখান-ঐ আছিল হাজামবাড়ি। আপনেরা কত্তা বেক্তি বেবাকঐ জানেন। পাচ দশ গেরাম মিল্লা একখানঐ থাকে হাজামবাড়ি। একজন হাজামেঐ বেবাক কাম করায়। হৌর বুড়া অইয়া গেছে হের কাম আমিঐ করাই। অল্প বিস্তর জাগা জমিন আছিল হের, হেইডি চাষবাস করি। দুই পোলা দুই মাইয়া অইছে আমার। দিন ভালাঐ যায়। গাও গেরামে খাতনার কাম অয় শীতের দিনে। গোলায় নতুন ধান উডাইয়া পোলাপানের সুন্নত করায় মাইনষে। আমাগ ডাক পড়ে

তহন। কাম করাইয়া নগদ আড়াইখান টেকা পাই, আড়াই সের চাইল পাই। আর সাত দিনের দিন, মাতায় পানি, আপনেগ এই গাওয়ে মাতায় পানিরে কি কয়, ধোয়ানী, হ ঐ এক কতাঐ, এক দেশের গাইল আরেক দেশের বুইল। পোলার মাতায় পানির দিন বড় মেজবানী দিতো আগে গেরস্তরা। হেদিন বিরাট খাওন পাইতাম আমরা। তয় একখান কতা আছে, কত্তা বেক্তিগ খাওন দাওন অইয়া যাওনের পর, অনাথ ফকির ফাকরা মুসাফিরগ লগে খাওন দিতো মাইনষে আমাগ। ধম্মের কাম করি আমরা, সুন্নতের কাম করি। অইলে কি অইব, সমাজে আমাগ কইলাম কুনো দাম নাই। নাপিত দোপাগ লাহান মোনে করে মাইনষে আমাগ। গেরস্তর কুনো কাম কাইজে আমাগ ডাক দেয় না। খাওন দাওন মেজবানীতে ডাক দেয় না। গেরস্তবাড়িতে গেলে ঘরে বইতে দেয় না, বইতে দেয় উডানে। খাইতে দেয়, গেরস্তে যেই বাসোনে খায় না। পানি দেয়, গেরস্তে যেই গেলাসে পানি খায় না। আমাগ পোলাপানের লগে গেরস্তের পোলাপানে খেলে না। হাজাম ছাড়া হাজামবাড়ির মাইয়া কেঐ বিয়া করে না। ধম্মের কাম কইরাও আমরা অইলাম অচ্ছুত। সমাজের খালি একখান কামে আমাগ দরকার। ধম্মের কামে। সুন্নতের কামে। আর ঐ একখান মেজবানীতে আমাগ ইট্টু কদর। ফকির ফাকরাগ লগে খাইতে দিলে কি অইব, খাওনডা দিত ভালা। যতডি ইচ্ছা অতডি খাওন যাইত। কুনো কুনো দয়ালু গেরস্তে আবার মেজবানী খাওয়াইয়া বাড়ির বউ পোলাপানের লেইগা গাট্টি বাইন্দা মেজবানীর খাওন দাওন দিয়া দিত। তয় খাতনার মেজবানীতে ফকির ফাকরা মুসাফিরগ লগে খাইতে দিলেও মোনে দুখ লাগত না আমাগ। ছোডকাল থন জাইনা আইছি হাজামরা অইল অচ্ছুত। হেগো আতেরডা গেরস্তে খায় না। একখান কাম ছাড়া গেরস্ত ঘরে হেরা যাইতে পারে না। দেইখা শুইনা বেবাক হাজামে বুইজা যায়, এইডাঐ সমাজের নিয়ম! মোনে দুখ লইয়া লাব নাই।

কি অইলরে, ও পরী! অয় নাই, কত্তাগ খাওন অয় নাই! কি কচ, অইছে? বাসোন ধুইতাছে মাইনষে অহন? দস্তরখানায় বহাইয়া চিনির বাসোনে খাওয়াইব! আল্লার দুনিয়ার তাইলে অহন তরি ভালা মানুষ আছে। হ থাকবনা ক্যা? ফেরেস্তার লাহান মানুষ দুনিয়ায় না থাকলে নি দুনিয়া এতদিন টিকে! কবে রোজ কিয়ামত অইয়া যাইত। বাচায় রাকুক, আল্লায় এই হগল মানুষগ বাচায় রাকুক। হাজার বচ্ছর পরমায়ু দিক! জাগাজমিন বারুক এগো, ধনরতনে ঘরবাড়ি ভইরা যাক।

ও পরী, জিগাইলি না কিয়ের মেজবানী এই বাইত। আইচ্ছা বাদে জিগাইচ। খাইয়া লই। বাসোনডা আনছচনি পরী! তাইলে খাওন দাওনের পর রাইতের

লেইগা এক বাসোন খাওন চাইয়া লইচ। এই গেরস্তে দিলদরিয়া মানুষ। চাইলে বিমুক করব না। কিরে আরো দেরি অইব নি? অউক অউক। হাজ অইয়া গেলে এই দিকেঐ কুনোহানে থাকুমনে রাইতে। তুই কুনো চিন্তা করিচ না।

কি জানি কইতাছিলাম! ও পনচাশ সনের আকালের কতা। আকালের আগের বচ্ছর মেদিনমোণ্ডলের ঐ দিকে, পদ্মায় ম্যালা ইলসা মাচ অইছিল। ইলসা মাচ যেইবার বেশি অয় হেইবার কইলাম দেশ গেরামে কলেরা লাগে। কির লেইগা লাগে হেইডা জানেন নি কত্তারা? হ জানবেন না ক্যা? ভাত না খাইয়া ইলসা মাচ খায় মাইনষে। পেড ভইরা ইলসা মাচ খায় লোবে পইরা। আর ভেদবমি কইরা মরে। আমার হৌর মরল কলেরায়। একদিনেঐ পয়লা হৌর বেডায়, তারবাদে হরি বেডি। বহুত মহব্বত আছিল হেগো দুইজনের। একজনরে ছাইরা আরেক জনে থাকতে পারত না, আল্লায় এই দেইখা মোনে অয় দুইজনরে এক লগে দুনিয়াতথন উডাইয়া লইয়া গেল। দুই পোলা আর আমি মিল্লা হেগো দুইজনরে মাডি দিয়া আইলাম। বাইত আইয়া দেহি আমার ছোড মাইয়াডারও ভেদবমি অইতাছে। আষ্ট দশ বচ্ছইরা মাইয়া। হারারাইত ভেদবমি কইরা বিয়ানে হেই মাইয়াডা মরল। তারবাদেও আল্লায় আমারে আরেকখান মাইয়া দিছিল। আরেকখান পোলা দিছিল। এই পোলাপান দুইখান অইছিল আকালের পরে। পয়লা বচ্ছর পোলাডা, দুই বচ্ছর বাদে মাইয়াডা।

তয় আকালের সন নিজেগ গেরাম ব্রানাইদ্যায় আমি গেছিলাম ক্যান, হেই বিত্তান্তডা কই হোনেন।

আমার হৌরের জাগাজমিন বেশি আছিল না, তের চৌদ্দ গণ্ডার লাহান আছিল। হেই জমিনের ফসলে টাইন্নাটুইন্না আষ্ট দশমাসের খাওন আইত ঘরে। বাকি দুই তিন মাস হাজামী কইরা, নগদ আড়াই টেকা আর আড়াই সের চাইলে সোংসার চালাইতাম। বড় পোলাডা বদর, বদরুদ্দি আর মাজারো পোলা রোস্তম, রোস্তম আলী ডাঙ্কর অইছে। হেগো দুইজনরে যন্তর ধরতে হিগাইছি। বদর হিগছে ভালাই। কাম কাইজ করতে পারে। তয় মাজারোডা ভালা হিগল না। তরবর করে। হেইডারে কইলাম মাইনষের কাম কইরা তর লাব নাই। তুই গরু পাডার কাম হিগ। হেইডা সোজা আছে। পশু তো, মুখ ফুইট্টা কতা কইতে পারব না। দুখ পাইলে আওয়াজ দিব, কতা তো কইব না। আর গরু পাডা তোলানের কামখানও সোজা। আতপাও বাইন্দা দিব মাইনষে, চাইপা ধইরা রাখব। মোনের আনন্দে তুই কাম করবি। হেই কামডা রুস্তম হিগছিল। গাওগেরামে হেই কাম কইরা বেড়াইত। দুই চাইর টেকা আয় করত। তয় আকালের সন অইল কি, তের চৌদ্দ গণ্ডা জমিনে ধান অইল না। বাপে পুতেরা

কাম পাইনা। কাম পামু কেমনে কন! মাইনষের যুদি ভাতঐ না জোডে তাইলে পোলাপানের সুন্নত করাইব কেমনে! গরু পাডা তোলাইব কেমনে! খাইয়া বাচনডা অইল ফরজ। ফরজ না অইলে সুন্নত অইব কেমনে! মোনে আছে, তিন বাপে পুতে তহন গাও গেরামে ঘুইরা বেড়াই। চরে চরে ঘুইরা বেড়াই। বিল পাথালে দূর গেরামে মেলা দেই। কাম আর পাই না। বউ পোলাপান লইয়া না খাইয়া মরণ দশা। উপায় না দেইখা থির করলাম রানাইদ্যা যামু বাজানের কাছে। কাম কাইজ বাজানে ছাইরা দিছে। তয় ম্যালা জাগা জমিন আছে হের। বহুত ধান চাইল অয়। খাইয়া দাইয়া সুখে আছে মা বাপে।

কিন্তুক রানাইদ্যা যাইতে আমার মোন টানে না। লায়েক পোলা, হৌরের জাগা জমিন পাইছি, বাড়িঘর পাইছি, দুই পোলা, আর নিজে কাম করি তাও যুদি সোংসার চালাইতে না পারি, হেইডা বড় সরমের কতা। বাজানে কইব কি! আর দুই চাইর বচ্ছরে আমি মা বাপের খবর লইনা। হেরা বাইচা আছে না মইরা গেছে, কইতে পারি না। আইজ আকালে পইড়া হেই মা বাপের কাছে গিয়া খাড়ামু, বড় সরম করে। না খাইয়া দুই দিন বাইত লইয়া থাকলাম। বইয়া দেহি পোলা দুইডা, মাইয়াডা, পোলা মাইয়ার মায় না খাইয়া মুক হুগাইয়া বইয়া রইছে। মরদের নি এইডা সইজ্য অয়! সোংসারের বেবাক মাইনষে না খাইয়া বইয়া রইছে, সোংসারের কত্তা অইয়া নি এইডা চাইয়া দেহন যায়! তিন দিনের দিন পোলা মাইয়ার মায় কয়, বাইত বইয়া বেবাক মানুষ মারবা নি তুমি? মা বাপের কাছে যাইতে পোলার আবার সরম কি! সোংসারের বেবাক মানুষ যুদি না খাইয়া মইরা যায়, হেইডা তুমার সরম অইব না। মাইনষের কাছে মুক দেহাইতে পারবা!

হুইন্না আমার মোনডা কেমুন জানি কইরা উটল। দুইফর বেলা মাজায় গামছা বাইন্দা, একখান পিরন পিন্দা বাড়িতথন বাইর অইলাম। বড় পোলা বদররে কইলাম, ঘরে তামা পিতলের ঘটি বাটি যা আছে মাওয়ার বাজারে নিয়া হেইডি বেইচ্চা আয়। বেইচ্চা দুই তিনদিন সোংসার চালা। আমি বাজানের কাছে যাইতাছি। টেকা পয়সা ধান চাইল লইয়ামু। চিনতা করিচ না।

আপনেরা তো একখান কতা জানেনঐ কত্তারা, আকালের দিনে রাইতে রাইতে এক পদের কারবারী জন্মায়। নগদ টেকার তফিল কোমরে বাইন্দা বাজারে বাজারে বইয়া থাকে। মাইনষের সোনা দানা তামা পিতল, দশ টেকারডা আষ্ট দশ আনায় কিনে হেরা। পেডের দায়ে মাইনষে তহন জিনিসপত্রের মায়া করে না। যা দাম পায় হেইডাঐ আত পাইত্তা লয়। জাগা জমিনের ব্যাপারেও এই রহম একখান কারবার চলে। কারবারীরা কোমরে

টেকার তফিল লইয়া গেরস্তের বাইত বাইত যায়। বেচবেন নি ভাই আপনের খেতখোলা, ঘরবাড়ি। ভালা দাম দিমু। নগদ টেকা। দলিল দস্তাবেজ আগেঐ বানাইয়া রাকে হেরা। খালি একখান টিপসই দেওন লাগে। তয় দামডা যে কেমুন দেয় হেইডা আর আপনেগ কি কমু। আপনেরা কত্তা ব্যক্তি বেবাকই বোজেন। দেড় আজার টেকা দামের জমিনের দাম দেয় তিনশ টেকা। হেই তিনশ টেকা পাইয়াঐ গেরস্তের তহন কি ফুর্তি। নগদ টেকা পাওয়া গেছে। ঘরভরা খাওন আইব অহন। চিনতা নাই। আগে খাইয়া বাচি তো। ডাকের কতা আছে না, খাইয়া বাচলে বাপের নাম। আগে জান বাচাই। জাগা জমিন পরে। জানে বাইচ্চা থাকলে কত জাগা জমিন পাওয়া যাইব! দিন কি আল্লায় এক রকমঐ রাকব নি!

জাগা জমিনের মাহাজনগ বিত্তান্তডা বাদে কমুনে কত্তারা! তার আগে কই আমার রানাইদ্যা যাওনের বিত্তান্ত, আকালের বিত্তান্ত।

দুইফরের পর আমি মেলা দিলাম রানাইদ্যা, আমার দুই পোলায় ঘরের বেবাক তামা পিতলের মালসামান লইয়া মেলা দিল মাওয়ার বাজার মিহি। বেইচ্চা ধান চাইল কিনব। তেল নুন কিনব।

কি কইলি, ও পরী! অইছে নি, আ? তয় আর দেরি করচ ক্যা? ল ল বইয়া পড়ি। হবিরে বইয়া পড়ি। বিয়াল শ্যাষ অইয়াইল। খিদায় আর বাচি না। পেডের মইদ্যে পনচাশ সনের আকাল। প্যাচাইল বাদে পারুমনে কত্তাগ লগে। আগে খাইয়া লই। আমার আতখান ধর। চোক্কে যাও দেখতাম, অহন খিদায় আর দেহিনা। তুই আমারে বহাইয়া দিচ।

হ বইছি। আরাম কইরাঐ বইছি। মুসাফির কতডি বইছে, ও পরী? কি কইলি, শয়ের উপরে অইব! তাইলে ভরপেট খাওন অইব তো! হ অইব না ক্যা! এরা বহুত বড় গেরস্ত। সাতখান বলে গরু মারছে। পাচমোন চাইলের বলে ভাত। লগে ডাইল আছে, মুগের ডাইল। তারবাদে আছে ফিন্নি। ও পরী, তুই কইলাম ঐ কামডা করিচ। রাইতের লেইগা জুডা আইষ্টা যা পাচ মাইষ্টা বাসোনডায় লইয়া লইচ। অহন যুদি ভরপেট খাওন না পাই তাইলে কইলাম রাইত্রে বেদম খিদা লাগব। আহা এইত্তো দিছে। কতডি কইরা ভাত দিছে দেক। বাসোন উচা কইরা দিছে। গোসত দিছে কতডি দেক পরী। তর বাসোনেও এতডি দিছে! খা খা বইন, পেড ভইরা খা। মোনের সাদ মিডাইয়া খা। বেবাক যুদি না খাইতে পারচ তাইলে আমাগ বাসোনডায় লইচ। এহে গরুর গোসতখান কি সাদ অইছেরে! আহা কতদিন এমন সাদের গোসত খাই নাই। আড্ডিগুনিও কি মুলাম অইছে দেক। আমার বুড়া দাতেও উদিস পাইনা। চোক্কু কান গেলে

কি অইব, শইলডা গেলে কি অইব, দাতগুনি অহন তরি জুয়ানমন্দ মাইনষের লাহান আছে আমার। একখানও পড়ে নাই। আমরা অইলাম সত্যযোগের মানুষ। জন্মের পর কুনো ভেজাল খাই নাই। জ্বাল দিয়া দুদ খাই নাই কুনোদিন। গাই পানানের পর লোডা ভইরা চুমুক দিয়া খাইছি। আবার গাইয়ের বাছুরের লাহান গাইয়ের বানে চুমুক দিয়াও খাইছি। আমার ছোডকালে আমাগ বাইত ম্যালা গাইগরু আছিল। দশ পোনর সের দুদ অইতো রোজ। তিন ভাই বইনে আর মায় বাজানে মিল্লা হেই দুদ খাইতাম আমরা। বাজানে দুদ কুনোদিন বাজারে নিয়া বেচতে দেয় নাই। বাইত গোয়ালরা আইয়া নিতে চাইত। দিত না। বইক্কা ঝইক্কা বিদায় করত! আমার ঘরে আকাল লাগছে নিরে, ঐ গোয়াইল্লার পো! দুদ বেইচ্চা খাওন লাগব আমার! বাইর অ আমার বাইত থন। হারাদিন ঘুইরা ফিরা দুদ খাইতাম আমরা তিন ভাই বইন! অমুন খাটি দুদ কতদিন চোক্কে দেহি না। তয় ছোডকালে ঐ রকম খাটি দুদ খাইতে পারছিলাম দেইক্কা অহন তরি বাইচ্চা রইছি। এত তুফান গেল এই জানডার উপরে দিয়া, তাও মরলাম না। শইলখান গেছে। শইল্লের চামরা অইয়া গেছে শইল্লের পুরানা তফন আর পিরনডার লাহান। ত্যানাত্যানা। কতদিন ধইরা যে এই তফনখান আর পিরনখান গায় দিয়া রাকছি, অহন আর মোনে পড়ে না। কত রইদ গেল এইডির উপর দিয়া, কত মেগ বিষ্টি গেল, শইল্লের লগে চামড়ার লাহান লাইগ্যা রইছে জিনিস দুইখান। এককালে আমার লাহান এই দুইখান জিনিসেরও রং চং আছিল। দিনে দিনে উইট্টা গেছে। এই তফন পিরন লইয়াঐ হুইয়া থাকি। কান্দের বোচকাখানের মইদ্যে একখান ছালার চট আছে, আরেকখান ছিড়া ত্যানাত্যানা গায়ের চাইদ্দর। শীতের দিনে ছালাডা মাইত্তে বিছাইয়া এই চাইদ্দরখান খায় দিয়া দাদা নাতীনে নিদ যাই। দুইজন মাইনষের শইল্লের উমে ভালাঐ নিদ যাওন যায়। আর যেদিন গেরস্ত বাইত থাকনের জাগা পাই হেদিন তো সুকের আকাল নাই। শীতের দিনে গেরস্ত বাড়ির খেড় নাড়ার উপরে ছালাডা বিছাইয়া, চাইদ্দরখান গায়ে দিয়া নিদ যাই। আইজকাইলকার মাইনষে সুকে নিদ যাওন কারে কয় জানেনা কত্তারা। খাটি দুদের সাদ কেমুন জানেনা। আমি জানি। খাওনে পেড ভরা থাকলে নাড়ার ওপরে হুইয়া নিদ যাওনের সুক, আহা হেইডার কুনো জুড়ি নাই দুনিয়ায়। খাটি দুদের সাদ, কি কমু কন! আইজকাইলকার মাইনষে খাটি দুদের সাদ ভুইল্লা গেছে। চোক্কে দেহেনা। খাওন তো দূরের কত্তা। ছোডকালে খাটি দুদ খাইতে পারলে ম্যালাদিন পরমায়ু পায় মাইনষে। আইজকাইলকার মাইনষে অল্প বয়েসে মরে ক্যান! খাটি দুদখান খাইতে পারে না দেইক্কা। এইডা অইল মিত্যার যোগ। মিত্যার যোগ।

কলিকাল। ভেজালের যোগ। ভেজাল খায় দেইক্কা দেহেন না মরদগুনির শইলও কেমনু কাকলাসের লাহান। এক কড়ার বল নাই শইল্লে। বল অইব কেমনে! খাটি দুদখান তো জীবনে খাইয়া দেহে নাই। দুদ অইল এমন একখান জিনিস হেইডার মইদ্যে দুনিয়ার বেবাক নিয়ামত দিয়া দিছে আল্লায়। খাইলে শইল্লে বাগের লাহান বল অয়। তয় অহন জিগাইতে পারেন আমার শইলখান এমুন ভাইঙ্গা চুইরা গ্যাছে ক্যান। হেইডা জিগাইতে পারেন। আমি ফকির ফাকরা মানুষ। একওক্ত আদাপেট খাই তিনওক্ত না খাইয়া থাকি। আমার শইল এমুন অইব না অইব কেমুন! তয় বয়েসখানও দেহেন। এতডি দিন বাচব আইজকাইলকার কুনো মানুষ! আইজকার লাহান খাওন আমারে পাচদিন খাওয়াইয়া দেহেন না, এই বয়সেও দুই জুয়ানে আমারে কাবু করতে পারবো না। দেহেন, খাওয়াইয়া দেহেন। আহা জবর খাওনডা দিছেন আইজ আপনেরা। ও কত্তা, ইট্টুহানি সুরা দেন আমারে। আর চাইট্টা ভাত রইছে বাসোনে, সুরা নাই দেইক্কা গলা দিয়া নামে না। রাগ কইরেন না, দেন ইট্টু সুরা। কি কইলেন, বেবাক শ্যাষ অইয়া গেছে? আইচ্ছা, আইচ্ছা তাইলে ইট্টু ডাইলঐ দেন। অইছে, অইছে বেশি দেওন লাগব না। পেডে জাগা নাই। বেশি ডাইল খাইলে ফিন্নিডা আর খাইতে পারুম না। অপনেগ বাড়ির ফিন্নি যখন তাইলে তো মোনে অয় খাটি দুদ দিয়াঐ পাক অইছে। কি সোন্দর বাস পাইতাছি। আহা। ও পরী বেশি ডাইল খাইচ না। তাইলে আর ফিন্নি খাওনের জাগা থাকবনা পেডে। কত্তাগ বাইত খাটি দুদের ফিন্নি পাক অইছে। বাস পাইতাছোচ না? একবার খাইলে জিন্দেগীতেও এই ফিন্নির সাদ ভুলবি না। জিন্দেগীভর মোনে থাকব। খাটি দুদের ফিন্নি খাইলে আমার লাহান ম্যালা দিন বাইচ্চা থাকবি। দেন কত্তা, ফিন্নিডা দেন। রাগ কইরেন না, ফিন্নিডা ইট্টু বেশি দিয়েন। ফিন্নি খাওনের লেইগা পেডের মইদ্যে জাগা খালি রাকছি। হেইডা না ভরলে তো খাওন দাওনের পরও মোনে ইট্টু দুখ থাইকা যাইব। কি কইলেন, ফিন্নি বেশি নাই। আইচ্ছা, আইচ্ছা যা আছে তাই দেন। আমার নাতীনডারেও ইট্টু দিয়েন। পোলাপান মানুষ। জন্মের পর খাটি দুদের ফিন্নি খায় নাই। খাইবো কেমনে কন! অরা তো পয়দা অইছে ভেজালের যোগে। খাটি জিনিস অরা চোককে দেহে নাই। আর এই মাইয়াডা অওনের আগেতথনঐতো আমার সোংসারে ভাঙ্গন লাইগা গেছিল। হেই হগল ম্যালা বিত্তান্ত। হোনতে চাইলে কমু আপনেগ। আপনেরা কত্তা বেক্তি, সেরু হাজামের লাহান পতের ফকিরের বেবাক প্যাচাইল হোনবেন নি আপনেরা! কি অইল, ও পরী খাওন অইছে তর! তয় অহন পানি খা। বেশি খাইচ না কইলাম, বেশি পানি খাইলে পেড ভার অইয়া যাইব। আটতে পারবি না। কম

কম খাইচ পানি। এ্যা, পানিডা এমুন লাগে ক্যা? ও পরী! হ বুজছি চাবকলের পানি। কত্তারা বড় গেরস্ত। বাইত্তে চাবকল আছে হেগ। চাবকলের পানি আমার ভাল্লাগে না। ভেজাল মোনে অয়। কি একখান জিনিস জানি আছে চাবকালের পাইনতে। পানি মোনে অয় না। আমরা সত্য যোগের মানুষ। পান খাইছি গাঙ্গের। পদ্মার পানি না খাইলে আমাগ তিষ্ণা নিবারণ অয় না। কত্তারা ইট্টু পান তামুক খাওয়াইবেন না? খাওয়ান খাওয়ান। এত খাওন দাওনের পর পানি তামুক না খাইলে মোনে অয় পেড ভরল না। রাগ কইরেন না কাত্তারা, খাওয়ান ইট্টু পান তামুক। খাইতে খাইতে পনচাশ সনের আকালের বিত্তান্তডা কই। দুই পোলায় তামা পিতলের লোডা বাসোন লইয়া মাওয়ার বাজারে বেচতে চলল। আমি তখন আর পিরনের মাঝখানে শক্ত কইরা গামছা রাইন্দা আডা দিলাম রানাইদ্যা মিহি। তিনদিন ধইরা না খাইয়া রইছি। না খাইয়ানি আডোন যায়! মেদিনমোণ্ডল থন আষ্ট দশ মাইল পত রানাইদ্যা। পদ্মার পাড় দিয়া দিগলী অইয়া আইট্টা গেলে সুময় বেশি লাগে না। এক বিয়ালে যাওন যায়। হেদিন খিদার চোডে আর আটতে পারি না। দুই তিন মাইল আইট্টা গামছাডা বহুৎ শক্ত কইরা বানলাম পেডে। এমুন কইরা বানলাম, গলায় দড়ি দেউন্না মানুষ দেকছেন না কত্তারা, দড়িডা গলায় যেমনু কইরা বানলাম, গলায় দড়ি দেউন্না মানুষ দেকছেন না কত্তারা, দড়িডা গলায় যেমনু কইরা আইটকা যায়, আমার পেটখান গামছার ফাসে অমুন কইরা আইটকা গেল। খিদা আর উদিস পাই না। পদ্মার পাড় দিয়া আডি। তয় পাও আর চলে না। কেমুন ভাইঙ্গা চুইরা আহে। শইলডা অবশ অবশ লাগে। আতে পাওয়ে জোর বল পাই না। গলার ভিতরডা কেমুন জানি হুকনা হুকনা লাগে। কি করুম কিছু মালুম করতে পারি না। গাঙ্গে নাইম্মা আজলা ভইরা পানি খাইলাম। তারবাদে গাঙ্গ পারের কাইস্যা বোনের ছেমায় বইয়া ইট্টুহানি বল পাইলাম শইল্লে। আবার আডা দিলাম। এমুন কইরা গাঙ্গের পানি খাইয়া, জিরাইয়া আষ্ট দশ মাইল পত যাইতে রাইত অইয়া গেল। নিজেগ বাইত গিয়া যখন উটছি তহন চোককে আর কিছু দেহিনা। খালি খুয়া খুয়া দেহি। পাও আর চালাইতে পারি না। গলাখান হুগাইয়া গাঙ্গ পারের বালির লাহান খসখইসা অইয়া গেছে। আমাগ বড় ঘরের দুয়ারডা খোলা আছিল। ঘরের মইদ্যে জ্বলতাছিল একখান কুপি। ঘরের সামনে গিয়া আমি আর পাও লড়াইতে পারলাম না। মাইত্তে বইয়া পড়লাম। মায় আর বাজানে আছিল ঘরের মইদ্যে। আমারে পয়লা দেকল মায়। দেইক্কা, উডানে আন্দার আছিলো তো চিনতে পারে নাই। জিগাইল, কেডারে? আমার তহন কতা কওনেরও বল নাই। আওয়াজ দেই না।

বাজানে আমারে দেহে নাই। মার কতা হুইন্না জিগাইল, কার লগে কতা কও তুমি? মায় কইল, ঘরের ছেমায় জানি কেডা আইয়া বইল।

কৌ?

হ তুমি বাইর অইয়া দেহো দেহি।

তারবাদে বাজানে কুপি আতে লইয়া বাইরে আইল। কেডারে, কেডা বহা ওহানে? আমার গলা দিয়া আওয়াজ বাইর অয় না। বাজানে করল কি, কুপিডা আইন্না আমার মুকের সামনে ধরল। বুড়া মানুষ তো, ঠাওর করতে পারল না। কইল, কেডা তুমি? কই থিকা আইছ? আকালের দিন, মুসাফির নি?

চিন্তা করেন কত্তারা, বাপে আপন পেডের পোলারে কইল মুসাফির নি? হেই অভিশাপঐ চিরদিনের লেইগা বান্দা অইয়া গেল আমার কপালে। বহুত বচ্ছর বাদে হেই মুসাফিরঐ অইলাম আমি। আপনেগ দোরে দোরে ভিক্কা কইরা বেড়াই। তয় বাজানে কতাডা কইছিল না বুইজ্জা, না ভাইব্বা। হেই কতাঐ যে আমার কপালে লাইগা যাইব এইডা নি বাজানে বুজছিলো। নাইলে সংসার আলী হাজামের পোলা মুসাফির অইছে, বিল বাঐরে যার কানি কানি ধানী জমিন, বচ্ছরের খাওনডা ঘরে রাইক্কা হাজার হাজার টেকার ধান চাইল বেচে যেই মাইনষে, খাতনা করাইয়া যারে মাইনষে দেয় নগদ পাচখান টেকা আর পাচ সের চাইল, তার পেডের পোলা সেরু অইছে ফকির ফাকরা এইডা চোক্কে চাইয়া দেহন তো দূরের কতা, কানে হুনলে, মাইনষের মুকে হুইনলেঐ বাজানে আমার দাপড়াইয়া মইরা যাইত।

তয় বাজান যহন আমারে চিনতে পারল না, আকালের দিনের মুসাফির মোনে করল, হুইন্না দুখে আমার বুক ফাইট্টা গেল। চোক্কু ফাইট্টা পানি বাইর অইয়া গেল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় কত যে কইতে চাইলাম। আপন পেডের পোলারে চিনতে পারো না হাজাম, আকালের দিনের মুসাফির কইলা, বেবাক কইতে পারলাম না। খালি কইলাম, বাজান, আমি সেরু।

এ্যা, কেডা?

সেরু। তোমার পেডের পোলা।

হায় হায় কচ কি! কচ কি বাজান! তুই আইলি কইথিকা? এতদিন বাদে বাজানের কতা মোনে পড়ছে তর! হায়রে পাষাণ ছেইলা।

মায় এই হগল বেবাক কতা হুনছিল ঘরে বইয়া। সেরু নামডা হোননের লগে লগে ফাল দিয়া বাইরে আইয়া পড়ল। তারবাদে আমারে প্যাচাইয়া ধইরা এই কান্দোন। কি অইছে রে, ও বাজান কি অইছে তর? এতকাল বাদে বুড়া মা

বাপের কতা মোনে পড়ছে তর? মা বাপে তর বাইচ্চা আছে না মইরা গেছে একবারও খবর লইলি না রে পাষাণ। আমি তরে পেডে লইছিলাম না? হৌর হরি পাইয়া মা বাপরে ভুইলা গেলি! বউ পোলাপান পাইয়া মা বাপরে ভুইল্যা গেলি, এ্যাঁ!

বাজানে কইল ঘরের ছেমায় আইয়া বইছচ ক্যা বাজান? শইল খারাপ নি তর? ল ঘরে ল।

তারবাদে মায় আর বাজানে প্যাচাইয়া ধইরা আমারে ঘরের মইদ্যে লইয়া গেলো। মায় তহন ফোপাইয়া কানতাছে, বাজানে ফোপাইয়া কানতাছে। দেইক্কা আমিও দুই চোক্কের পানি রাকতে পারি না।

তয় একখান কতা কই আপনেগ। হাচা কতা কত্তারা। একিন কইরেন। তিনদিন ধইরা না খাইয়া রইছি আমি। খিদা পেডে শক্ত কইরা গামছা বাইন্দা, পন্নার পানি খাইয়া আষ্ট দশ মাইল আইট্টা আইছি। খিদার চোডে ঘরের ছেমায় বইয়া পড়ছি। লড়তে চড়তে পারি নাই। কতা কইতে পারি নাই। কি কমু আপনেগ কত্তা, মা বাপরে অমুন করতে দেইক্কা তিনদিনের খিদা ভুইল্যা গেলাম আমি। শইল্লে আবার বল ফিরা পাইলাম। এইডার কারণ কি কত্তারা? আপনেরা গন্যিমান্যি বেক্তি। আপনেরা বেবাকঐ বোজেন। আমি মুক্কু সুক্কু মানুষ। বেবাক জিনিস ভালা বুজি না। তয় মা বাপের আদর সোয়াগ দেইক্কা তিনদিনের খিদা ভুলছিলাম, আষ্ট দশ মাইল পত আডোনের কষ্ট ভুলছিলাম কিয়ের লেইগা হেইডা কইলাম বুজি। পেডের খিদার থিকা মোনের খিদাও কইলাম কম না। বহুতদিন মা বাপরে দেহি নাই। হেগ দেহনের লেইগা আমার মোনের ভিতরে যেই খিদাডা আছিল হেইডা দুইতিন বচ্ছরের খিদা। আর পেডের মইদ্যে যেই খিদাডা আছিল হেইডা অইল তিনদিনের খিদা। তিন বচ্ছরের খিদাডা মা বাপরে দেইক্কা মিট্টা গেছিল দেইক্কা পেডের খিদাডা বুজতে পারি নাই। তয় অহন জিগাইতে পারেন এতকিছু আমি বুজি কেমনে। বয়েস, বেবাক অইল বয়েস কত্তারা। বয়েস মাইনষেরে বহুত কিছু হিগায়। বহুত গেন দেয়। দুনিয়ার গাছ গাছালি হাওয়া বাতাস রইদ মেগ মাডি বেবাকঐ দিনে দিনে মাইনষেরে হিগায়, গেন দেয়। ইট্টু বুদ্ধি বিবেচনা থাকলে হেইডি বুজা যায়।

হ, যা কইতাছিলাম। মায় বাপে ধইরা তো আমারে ঘরের মইদ্যে লইয়া গেল। কান্দোন কাডোন চলতাছে, বাজানে চোক্কু পোচতে পোচতে মারে কইল, পোলায় আইছে এতকাল বাদে, অরে খাওনদাওন দেও। ভাত চড়াও।

ঘোপায় কই মাছ জিয়াইন্না আছে, দুইখান কই মাছ কুইট্টা, বেশি কইরা তেল দিয়া ভাইজ্জা রান্দো। সেরু না কই মাছ খুব পছন্দ করে!

মায় কুপি আতে লইয়া রান্দোন ঘরে গেল। দেইক্কা কইলাম পেডের মইদ্যে তিনদিনের খিদাডা আমার লইড়া চইড়া উটল। তয় আগের লাহান না। রান্দোন অওনতরি সওন যাইব।

বাজানে জিগাইল, বউ পোলাপানরা কেমুন আছে তর, ও সেরু?

কইলাম, মিছা কতা কইলাম, ভালঐ! কি কমু কন! মা বাপের খবর লই না আমি। এতকাল বাদে অভাবে পইড়া হেগো কাছে আইছি। আহনের লগে লগে নি কওন যায়, না আমার পোলাপান না খাইয়া রইছে। আমি তিনদিন না খাইয়া, টিকতে না পাইরা, পেডে গামছা বাইন্দা আষ্ট দশ মাইল আইট্টা তুমার কাছে আইছি বাজান। আমারে কিছু টেকাপয়সা দেও, কিছু চাইল ডাইল দেও। কমু। তয় অহন না! দুই চাইরদিন থাইক্কা লই। খাইয়া দাইয়া শইলডা ভালা কইরা লই। এত হবিরে কওনের কাম কি! পোলাপানের তো আর দুই চাইর দিনের মইদ্যে খাওন দাওনের কষ্ট অইব না। ঘরের কাশা পিতল বেবাক বাজারে লইয়া গেছে হেরা। বেইচ্চা আষ্ট দশদিনের খাওন জোগাড় করতে পারব। তাইলে!

বাজানে তারবাদে জিগাইল, তর হৌর হরি কেমন আছে রে সেরু?

আমি কইলাম, হেরা দুইজনেঐ এন্তেকাল করছেন বাজান।

হুইন্না আইতকা উটল বাজানে। কচ কি, কবে, কবে এন্তেকাল করল, ও সেরু?

গেল সন।

আ হা হা হা, কি অইছিল রে?

কলেরা।

হ, হুনছিলাম যেমুন গেল সন তর হৌরের দেশে কলেরা লাগছিল।

হ, হেই কলেরায়ঐ মরল হেরা দুইজন। আমার ছুড মাইয়াডাও।

আ, কচ কি?

হ।

আহা রে, তাইলে তো তর মোনে বড় দুখ বাজান। দুই চাইরদিন তাইলে ইবার মা বাপের কাছে থাইক্কা যা। মোনে শান্তি পাবি।

আমি মুক দিয়া কুনো কতা কই না। মোনে মোনে কই, থাকুম। থাকনের লেইগাঐ আইছি। তারবাদে যাওনের সুময় টেকা পয়সাও লইয়া যামু তুমার কাছথন। চাইল ডাইল লইয়া যামু। আকালে পইরা পোলাপান লইয়া আমি বড় কষ্টের মইধ্যে আছি।

তিনদিন বাদে হেই রাইত্রে পেড ভইরা ভাত খাইলাম, বুজলেন নি কত্তারা! সোনাদিগা চাইলের ঢেকিছাটা চাইলের ভাত আর পুরানো এ্যাতো বড় বড় দুইখান কইমাছ। পিয়াইজ আর কাচা মরিচ রানছিল মায়। পনচাশ সনের কতা, অহনতরি হেই সাদখান মুখের মইদ্যে রইছে। খাইলাম। জবর খাওন খাইলাম। তিনদিনের না খাওয়া মানুষ। একসের চাইলের লাহান ভাত খাইলাম। আর এ্যাত বড় দুইখান কইমাছ। কি কমু আপনেগ কত্তা, আইজকাইলকার মাইনষে তো আর খাইতে পারে না। পেড ছুড অইয়া গেছে বেবাক মাইনষের । একসের চাইলের ভাত তো দূরের কতা, অমুন দুইখান কইমাছও একলা একজন মাইনষে খাইতে পারব না আইজকাইল। দুনিয়াভরা অইল আকাল আইজকাইল। কম খাইতে খাইতে মাইনষের অব্বাস অইয়া গেছে। ঘরে খাওন থাকলেও বেশি খাইতে পারে না কেঐ।

হ, উক্কাডা এই দিকে দিয়েন কত্তারা। খাওন দাওনের পর ইট্টু তামুক না খাইলে মোনে অয় পেড ভরে নাই।

খাইয়া দাইয়া বোজলেন কি কত্তারা, বাজানে মায় আর আমি বইলাম তামুক খাইতে। নিশি রাইত তামুক তমুক খাইলাম তিনজোনে। আর সুক দুখের কতা কইলাম। মায় বাজানে দুইজোনেঐ আমারে কইল, ও সেরু, তোর হৌর হরি তো এন্তেকাল করছে, অহন আর কিয়ের মায়ায় তুই আন গেরামে পইরা থাকবি? আমাগ তো আর পোলাপান নাই। আমরা বুইড়া বুড়ি মইরা গেলে বেবাক জাগা সম্পত্তি অইব তর। তয় আমরা বাইচ্চা থাকতে থাকতে তুই বউ পোলাপান লইয়া এই বাইত আইয়া পড়। পোলাপান লইয়া তুই সুখে দিন কাডাচ, সেইক্কা যদি মরতে পারি তাইলে মোনো কুনো দুখ থাকব না।

আমি কইলাম, দেহি। বাইত যাইয়া লই।

হুইন্না মায় কাইন্দা দিল, আহারে পাষাণ, দেহনের কি অইল। বুড়া বয়েসে আমাগ ইট্টু সাদ আল্লাদ অয়না নাতীনাতকুরগ লগে থাকতে, বউ পোলার লগে থাকতে!

বাজানে কইল, হরে বাজান, বড় সাদ অয় মোনে। তুই আইয়া পর। হৌরের জাগা জমিন বাড়ি ঘর বেইচ্চা আইয়া পর। বুড়া বয়েসে নাতীনাতকুরগ লইয়া ইট্টু সাদ আল্লাদ কইরা মরি।

আমি কইলাম, আইচ্ছা। আইয়া পরুম বাজান। তয় তোমাগ বউ তো সহাজে রাজী অইব না বাপের জাগা জমিন বাড়িঘর বেচতে। পোলাপানগ দিয়া হেরে রাজী করামু। হেরে রাজী করাইতে অহন যেই কয়দিন লাগে। একবারেঐ

বেবাক সাইরা তাইরা আমু। বন্দবস্ত করতে অহন যেই কয়দিন লাগে। তুমরা চিন্তা কইর না। তুমগ ছাইরা দূরে আছি, আমার মোনেও বড় দুখ। সুক নাই। সোংসারডা বড়ো অইয়া গেছে। জাগা জমিনে ফসল ভালা অয় না। কাম কাইজ নাই। যা দুই একখান কাম করাই, হেতে পোশায় না। বউ পোলাপান লইয়া বড় কষ্টে আছি।

হুইন্না বাজানে বেবাকঐ বোজল। পরবিন মানুষ। মুকে বেক কতা কওন লাগে না। ফিরত আহনের দিন নগদ টেকা পয়সা দিল আমারে। চাইল ডাইল দিল। কোছরে টেকা পয়সা বাইন্দা, মাতায় চাইলের বস্তা লইয়া আমি মেদিনমোণ্ডল ফিরা গেলাম। পাঁচদিন আছিলাম নিজেগ বাইতে। হেই পাঁচদিনের মইদ্যেঐ আকালের দুইখান নমুনা দেকছিলাম। দেইক্কা বুজছিলাম না খাইয়া তো মাইনষে মরেঐ আবার খাইয়াও মরে। ভরপেট খাইয়া, বেশি কইরা খাইয়া। ঐ যে মুসাফিরখান আইছিল আমাগ বাইত, আমাগ তিনজোনের খাওন একলা খাইয়া লড়তে চড়তে পারে নাই, হেউচরাইয়া হেউচরাইয়া গোয়াল ঘরের ছেমায় গিয়া হুইল মানুষটা। কইল হাজের সুময় যাইব গা। আমরা তিনজোন মানুষ দুইফরে না খাইয়া রইলাম। বেডায় গোয়ালঘরের ছেমায় হুইয়া নিদ যায়। রাইতে আমরা খাইতে বইছি, বেডায় তহনও ওডে না। নিদ যায় দেইক্কা বাজানে কইলো, থাউক ডাক দিচ না বেডারে। নিদ যাউক। বিয়ানে উইট্টা যাইবো গা নে।

বিয়ানে উইট্টা দেহি কি বেডায় তহনও নিদ যাইতাছে। এক কাইতে হুইয়া রইছিলো, এক কাইতেঐ হুইয়া রইছে। রইদ আইয়া পড়ছে মুকের ওপরে তাও নিদ ভাঙ্গে না বেডার। দেইক্কা বাজানে কইল, ও সেরু ডাক দে বেডারে। আর কত নিদ যাইব।

আমি গিয়া ডাক দিলাম। ও মিয়া ওডো। কত নিদ যাও?

বেডায় আওয়াজ দেয় না। লড়েচড়েও না। দেইক্কা আমি আবার ডাক দিলাম। কি অইল? ও মিয়া!

না বেডায় আওয়াজ দেয় না। লড়েও না।

বাজানে কইল, ধাক্কা দে সেরু। বেডায় মোনে অয় বহুতদিন ঘুমায় নাই।

আমি তারবাদে বেডারে শুইত্তে আত দিলাম। ধাক্কা দিয়া কইলাম, ও মিয়া কত ঘুমাও! ওডো, ওডো। তয় বেডার শুইলডা বহুত ঠাণ্ডা ঠেকল। আর কেমুন শক্ত শক্ত। চইমকা ওটলাম। বাজানরে কইলাম, তুমি এট্টু এদিকে আহ তো বাজান। বেডার শুইলডা দিহি কেমুন ঠাণ্ডা, কেমুন শক্ত।

বাজানে আইয়া বেডার শইল্লে আত দিলো। ধাক্কা দিলো। তারবাদে বুকে আত দিয়া দেকল, নাকে আত দিয়া দেকল। তারবাদে নিয়াস ছাইরা কইল, সেরুরে সক্কনাস অইয়া গেছে। বেডায় তো নাই। এন্তেকাল করছে।

হুইন্না আমার মায় রান্দন ঘর থন দৌড়াইয়া আইল। আমার মুক দিয়া কুনো কতা বাইর অয় না। বাজানের মুকের মিহি চাইয়া থাকি। দেহি কি বাজানের শাদা মুখটা দাড়িমোচের ফাক দিয়াও দেহা যায় কালা ছাই বন্ন অইয়া গেছে। হেয় কুনো কতা কয় না। মায় কইল, হায় হায় এইডা কি অইল! আমার সক্কনাস অইব। মুসাফির আইয়া গেরস্তবাইত মরলে হেই গেরস্তর কিছু থাকে না। বেবাক গাঙ্গে যায়। হায়, হায়।

বাজানে কইল, তিনজোন মাইনষের খাওন একলা খাওয়ান ঠিক অয় নাই বেডারে। আষ্ট দশদিন ধইরা না খাইয়া আছিল বেডায়, তারবাদে এতডি খাওন হের সইজ্জ অয় নাই। হায় আল্লাহ্ কি করলাম! আষ্ট দশদিন ধইরা না খাইয়া রইছে, হেই মানইষেরে নিজেগ আহার নষ্ট কইরা খাওয়াইলাম, খাওয়াইয়া মাইরা হালাইলাম! ধম্মের কাম করতে গিয়া অধম্ম করলাম। আল্লাহ্ বুড়া বয়েসে আমারে দিয়ে এইডা তুমি কি করাইলা!

তারবাদে একমিহি বাজানে বিলাপ করে, আরেক মিহি মায়। মাঝখানে আমি ভোদাইয়ের লাহান খাড়াইয়া রইলাম।

তয় মার কতাডা কইলাম হাচা অইছিল কত্তারা। ঐ যে মায় কইছিল মুসাফির আইয়া গেরস্ত বাইত মরলে হেই গেরস্তের বেবাক গাঙ্গে যায়। আমাগও বেবাক গাঙ্গে গেছিল। জাগা জমিন বাড়িঘর, বেবাক। তয় বহুতদিন বাদে। কমুনে, হেই বিত্তান্তও কমুনে। তার আগে আকালের বিত্তান্তডা কইয়া লই।

কি অইল, ও পরী! এই অবেলায় নিদ যাচ ক্যা? হাজ অইয়াইল। এমুন সুময় নি মাইনষে নিদ যায়! উট উট। উইট্টা বয়। হ কত্তারা, পোলাপাইন মানুষ তো, ভরপেট খাওন পাইলে যেহেনে জাগা পায় হেহেনে হুইয়াঐ নিদ যায় নাতীনডা। কি করবো কন, হারাদিন আমার লগে আছে। এই গেরামে যায়, ঐ গেরামে যায়। হ হ, কইতাছি। কইতাছি। তামুকখান বড় ভালা খাওয়াইলেন কত্তারা। এমুন সাদ তামুকের। এই তামুক খাইলে খালি খালি প্যাচাইল পারতে মোন চায়। হোনেন বিত্তান্ত।

বিয়ালে গিয়া বাজানে আর আমি গোরস্তানে মাডি দিয়াইলাম মুসাফিরের লাশখান। রাইতে ঘরে বইয়া তামুক খাইতাছি তিনজোনে, বাজানে কইল, তুই কাইলঐ হৌরের দেশে যা সেরু। গিয়া যত হবিরে পারচ বেবাক বন্দবস্ত কইরা

বউ পোলাপাইন লইয়া আইয়া পড়। আমার মোনডা জানি কেমুন লাগে। মায় কইল, হ, কালঐ যা বাজান। বেবাকতেরে লইয়া আয়। আমার সোংসারে বালামুছিবত লাইগা গেল আইজথন। মোনডা কেমুন লাগে।

বোজলেন নি কত্তারা! হেরা আছিল সত্যযোগের মানুষ। সোংসারে বালা মুছিবত আইলে হেইডা আগেতথনঐ বুকতো।

পরদিন বিয়ানে আমি একবস্তা চাইল ডাইল মাতায় লইয়া, কোছরে, বাজানে ম্যালা টেকা পয়সা দিছিল হেইডি লইয়া গাঙ্গপার দিয়া আডা দিলাম। চাইর পাচদিন ভালভালাই খাইয়া শইলডা ফিরছে আমার। মাতায় অতবড় একখান বস্তা লইয়া আষ্ট দশ মাইল পত আইট্টা আইলাম, উদিস পাইলাম না। দুইফরের সুময় গেরামের সামনে আইছি, দেহি পাও আর চলে না। ঘামে শইল ভিজ্জা গেছে। বস্তাডা একটা গাচতলায় হালাইয়া হেইডার উপরে বইছি জিরাইতে। তহন দেহি কি সামনের পুকঐরে দুইখান মাইনষের লাশ ভাসতাছে। একটা বেডি আর একটা ছাও। দেইক্কা মোনডা কেমনু কইরা উটল। হায় হায়, দেশের বেবাক মানুষ তো না খাইয়া মইরা যাইতাছে। খিদা সইজ্জ করতে না পাইরা পেডের ছাও লইয়া পুকঐরে ঝাপ দিছে বেডি। নাইলে মাইনষের চোক্কের সামনে পাইনতে পইরা পেডের ছাও লইয়া মরতে পারেনি!

একখান কতা মোনে অইয়া আমার বুকখান কাইপ্পা উটল। আষ্ট দশ মাইল পত আইট্টা আইলাম মানুষজন তো চোককে পড়ল না। তাইলে কি দেশের বেবাক মানুষ না খাইয়া মইরা গেছে। হায়, হায়। আমার পোলাপান, বউ বাইচ্চা রইছে তো! ঘরের কাশা পিতল বেইচ্চা কয় টেকা পাইছিল! কয়দিন চলছে হেগ! পাঁচদিন বাইচ্চা থাকতে পারছে তো হেরা! নাকি.....।

চাইলের বস্তাডা মাতায় লইয়া বাড়ি মিহি দৌড় দিলাম। বাড়ির সামনে আইয়া খাড়াইছি, দেহি আমার সোংসারের বেবাক মানুষ উডানে আত পাও মেইল্লা বইয়া রইছে। আর পুরা গেরামডা ঝিম মাইরা রইছে। কুনো জনমনিষ্যির আওয়াজ নাই। কাউয়া চিলও ডাক দেয় না। হায় হায় এমুন অইল কেন দেশের। না খাইয়া বেবাক মানুষ মইরা গেছে নি! গেলে যাউকগা, আমার সোংসারের মানুষটি বাইচ্চা থাকলেঐ অয়।

এই ফাকে একখান কতা কই কত্তারা। আকালের দিনে মাইনষে কইলাম নিজেগডা ছাড়া অন্যকিছু বোজে না। দেশের বেবাক মাইনষে মইরা গেলে কি, নিজেরা যেন বাইচ্চা থাকে, খালি হেই চেষ্টাডা করে। আর যহন সেহে নিজেঐ বাচে না তখন বউ পোলাপানের মিহিও চায় না। নিজের জান বাচানের লেইগা,

পেড বাচানের লেইগা যেই মিহি পারে মেলা দেয়। আমার হৌরের দেশের মাইনষেও হেই কামডা করছে। গরীবগুরবা মাইনষে যে যেই মিহি পারছে চইলা গেছে। গেরামে আছে খালি পয়সাআলা মাইনষে, যাগ ঘরে বচ্ছরের খাওনডা আছে, টেকা পয়সা আছে। আর আকালের ভাও বুইজ্জা হেরা, পয়সাআলা মাইনষে গরীবগুরবাগ ঘরবাড়ি জাগা জমিন পানির দামে বেবাক কিন্না রাকতাছে। এক রকমের ফইরা বাইর অইছে, তফিলে টেকা পয়সা লইয়া, কান্দে একখান বেগ আছে, বেগের মইদ্যে দলিল দস্তাবেজ লইয়া মাইনষের বাইত্তে বাইত্তে ঘুইরা বেড়ায়। জাগা জমিন ঘরবাড়ি কিনোন যায়নি হেই ধান্দায় থাকে। বাড়ির উডানে উইট্টা দেহি কি আমার হৌর বাইতও অমুন একজন ফইরা বইয়া রইছে। পোলাগ লগে কি কতা কয়, বউরলগে কি কতা কয়।

আমাদের দেইক্কা বউ পোলাপানে ফাল দিয়া উটল। পোলারা আমার মাতার বস্তাডা টাইন্না নামাইল। আমার মাইয়ায় আর হের মায় চাইল ডাইল বাইর কইরা রান্দোন ঘরে গিয়া হানল। বদর আর রোস্তমরে আমি জিগাইলাম, কিরে বাজানরা ঘরের কাশা পিতল বেইচ্চা এই কয়দিন চলে নাই?

পোলারা কইল, না বাজান। এতডি কাশা পিতল বেইচ্চা তিনদিনের চাইল ডাইল আইছিল। পশুগুথন না খাইয়া রইছি আমরা।

যাউকগা আইজথন আর চিন্তা নাই। বাজানে ম্যালা চাইল দিয়া দিছে। টেকা পয়সাও দিয়া দিছে। কয়দিন পেড ভইরা খাইয়া ল। তগ লগে কতা আছে। তর মার লগে কতা আছে। তারবাদে ফইরার মিহি চাইয়া কইলাম, এইডা কেডা?

রোস্তম কইল, ফইরা। মাইনষের ঘরবাড়ি কিনে, জাগা জমিন কিনে। আমাগ ঘর বাড়ি কিনতে চায়। তোমার লেইগা আর দুইদিন দেকতাম আমরা। মায় কইছিল তারবাদে বেবাক জাগা জমিন পয়লা বেচব। তারবাদে ঘরবাড়ি। জাগা জমিন থাকতে না খাইয়া মরুমনি?

ফইরা বেডাডা বুড়া মানুষ। মুকে পাকা দাড়ি। পরনে পিরন তফন। মাতায় টুপি। কতায় কতায় আসে বেডায়। রোস্তমের কথা হুইন্না আমারে কইল, হ আপনের লেইগা হেরা দেরি করতাছিল হাজাম। আপনে আইয়া ভালা করছেন। কন জাগা জমিন বেচবেন নি? ভালা দাম পাইবেন।

আমি কইলঅম, দেহি ভাবনা কইরা দেহি। এইডা তো আমার হৌরের সম্পত্তি। পোলার মার লগে বুইজ্জা লই। আপনে চাইরদিন বাদে আইয়েন।

ফইরায় কইল, আইচ্ছা। তারবাদে অন্যমিহি চইলা গেল।

হেদিন খাইতে খাইতে বিয়াল অইয়া গেল আমাগ। ভাত আর ডাইল। হেই খাইয়াঐ বেবাকতে কি খুশি। ভাত খাইয়া বদর আমারে তামুক দিল। তামুক খাইতে খাইতে পোলাপানের মারে আমি কইলাম, হোনো, বাজানে এই এই কইছে। যাইবানি আমাগ দেশে বেবাক জায়গা জমিন বেইচ্চা, বাড়িঘর বেইচ্চা।

পোলাপানের মায় মোক খোলা না। পোলারা কয়, লও যাইগা মা। হেইডা আমাগ বাড়ি। দাদায় দাদী আছে। সুকে থাকুম।

মাইয়ায় কইল, এহেনে থাইক্কা না খাইয়া মরুমনি। লও মা যাইগা।

তারবাদেও হেয় কুনো কতা কয় না। কইব কেমনে কন! মা বাপের ভিডা ছাইরা সহজে কেঐ যাইতে চায়নি! যত আকালেই পরুক মাইনষে, নিজের মা বাপের ভিডায় থাকতে তো চায়ঐ।

হেদিন হেয় কুনো কতা কইল না। বদর রোস্তমরে আমি কইলাম, তর মারে তরা বুজা। ল যাইগা। আমাগ এত জাগা জমিন ধান চাইল টেকা পয়সা, বাজানে আর মায় মইরা গেলে বেবাক কিছুর মালিক অবি তরা। বউ পোলাপান লইয়া তরা সুকে আছচ দেইককা না মরতে পারলে মোনে শান্তি পামুনা আমি। তর মারে বুজা।

রোস্তম কইল, তুই কুনো চিন্তা কইর না বাজান। মারে আমরা বুজাইয়া হালামুনে।

হ হেরা বুজাইতে পারছিল। চাইরদিন বাদে ফইরা আবার আইলো। পোলাপানের মায়ঐ হের লগে কতা কইলো। দাম দস্তুর করল। চৌদ্দগণ্ডা জমিন। চাইর গণ্ডা বাড়ি। তিনখান ছোড টিনের ঘর। বেবাক মিল্লা তিনশ টেকার লাহান দাম উটলো। পোলাপানের মায় আর আমি বুইরা লোংয়ের টিপ দিয়া টেকা লইলাম। তার পরদিন দুই পোলা আর আমার মাতায় গাট্টি বোচকা, পোলাপানের মার কাকে বোচকা, মাইয়ার কাকে বোচকা আমরা পাচজন মাইনষে বিয়ানবেলা রানাইদ্যা মেলা দিলাম। পোলাপানের মায় চোক্কু পোছে আর আডে। কানব না ক্যান কন, মা বাপের ভিডা চিরকালের লাহান ছাইড়া যায়, বুক ফাইট্টা যাইব না! খালি হের একলা ক্যান আমার পোলা মাইয়ার মোনেও দুখ অইছিল। আমার মোনেও দুখ অইছিল। তয় হেই দুখ আমাগ থাকে নাই। রানাইদ্যা গিয়া বেবাগ ভুইল্যা গেছিলাম। মা বাপের আদরে সোয়াগে সব দুখ গেছিল গা। হোনেন কই হেই বিত্তান্ত।

বিয়ানে মেলা দিয়া রানাইদ্যা যাইতে যাইতে আমাগ বিয়াল অইয়া গেল। আষ্ট দশ মাইল পত যাইতে পেরায় হারাদিন লাইগ্যা গেল। লগে গাট্টি বোচকা

আছিল, মাইয়া ছেইলা আছিল দেইক্কা এতহানি সুময় লাগছিল। মাইয়া ছেইলারা নি মরদগ লাহান আটতে পারে! ধীরে সুস্থে হেইলা দুইলা আডে হেরা। কাকে আবার বোচকা আছে। দশ বিশ কদম আইট্টা ইট্টু জিরায়। গাঙ্গপারে কাইশ্যাবোন। হেই কাইশ্যাবোনের ছেমায় বইয়া জিরায়। দেইক্কা আমার দুই পোলার মোন মেজাজ বিগড়াইয়া যাইতাছিল। আমি লগে আছি দেইক্কা মুক ফুইট্টা মা বইনরে গাইল দিতে পারে না হেরা। মাজারো পোলা রোস্তমের আবার রাগ বেশি। দুই তিনবার কুইদ্দা উটল, আটতাছো না ক্যা?

বদর কুনো কতা কয় না। আমি কইলাম, থাউক বাজান। বকিচ না। আডুক, আস্তেসুস্তে আডুক। মাইয়া ছেইলারা এমনেঐ আডে। আর আমাগ তো হবিরে দৌড়ানের কাম নাই। নিজেগ বাইত যাইতাছি। রাইত্রের মইদ্যে গিয়া উটলেও তো কুনো ক্ষেতি নাই।

হুইন্না রোস্তম মুক ঝাইমটা উডে। হ এডু পত যাইতে হারাদিন লাগামু না!

বদর কইলো, থাউক রোস্তম। প্যাচাইল পারিচ না।

পোলাপানের মায় গেল ক্ষেইপ্পা। চিল্লাইয়া কইল, ঐ শুয়ারের পো, তর ভালা না লাগলে তুই আগে যাগা। বেশি প্যাচাইল পারলে মুইরা পিছা দিয়া মুকের মইদ্যে দিমু। ডাকের কতা আছে না, মাইজলা শয়তান। তুই অইলি মাইজলা শয়তান।

এই কতা হুইন্না রোস্তম আর রাও করে না। চেইত্তা গেলে হের মায় যে পিছাদা বাইড়াইতে পারে রোস্তম তো হেইডা জানেঐ। ডরে আর রাও করে না। ধীরে সুস্তে বেবাকতের লগে পাও মিলাইয়া আডে।

দুইফরের সুময় দিগলী বরাবইর আইছি আমরা। মাইয়াডায় কইল, ওমা আর তো আটতে পারি না। লও বইয়া ইট্টু জিরাইয়া লই। ভাতপানি খাইয়া লই। আমারে কইলো, ও বাজান, রানাইদ্যা আর কতদূর?

আর আড়াই তিন মাইল অইব।

তাইলে তো আইয়াঐ পড়ছি। লও ভাত পানি খাইয়া, জিরাইয়া জুরাইয়া লই। তারবাদে ধীরে সুস্তে যামুনে।

মাইয়াডারে আমি বড় মহব্বত করতাম। কতা হুইন্না বুজলাম, খিদা লাগছে মা জনুনির। পোলাগ কইলাম, ও বদর ও রোস্তম কাইস্যাবোনের ছেমায় ব। ভাতপানি খাইয়া লই।

মাতাতখন গাড়ি বোচকা নামাইল পোলারা। আমি নামাইলাম। পোলাপানের মায় নামাইল কাকের বোচকা। মাইয়ায় নামাইল, তয় মাইয়ার

কাকে যেই বোচকাখান আছিল হেইডা অইল খাওন দাওনের। বিয়ানে উইট্টা মায়ঝিয়ে মিল্লা ভাতপানি রানছিল। মুসরী ডাইলের ভত্তা বানাইছিল। হেই ভাত বিয়ানে খাইয়া বাইর অইছি আমরা আর দুইফরে খাওনের লেইগা লইয়া লইছি। কাইস্যাবোনের ছেমায় বইয়া পাচজোন মাইনষে ভাত খাইলাম। তারবাদে গাঙ্গেতখন পানি খাইয়া, জিরাইয়া আবার মেলা দিলাম। তয় ভাতপানি খাওনের পর ঠ্যাংয়ের জোর যেন আরো কইম্মা গেল। পাও আর লড়তে চায় না। মাইয়াডার মুক হুগাইয়া গেছে। দুইফরে খাওনের পর নিদ যাওনের অব্বাস মাইয়াডার। আইজ নিদ যাওন তো দূরের কতা, বোচকা কাকে লইয়া আটতাছে। মাইয়াডার মুকের মিহি চাইয়া বুকটা ফাইট্টা যায় আমার। কি কমু আপনেগ কত্তা, এক দুইফর মাইয়াডায় আমার লগে আটছিল হেই দেইক্কা বুক ফাইট্টা গেছিল আমার। আর পরী যে অহন আমার লগে রোজ দশ পোনর মাইল আডে হেইডা আমি সইয়া যাই কোন পরানে! পরীরে লইয়াও দুখ অয় আমার, তয় কেঐরে কইতে পারি না। নিশি রাইত্রে গুম ভাইঙ্গা কান্দি। পরীরেও বোজতে দেই না। পোলাপাইন মানুষ, আমার কান্দোন দেকলে মোনে দুখ পাইবো মাইয়াডায়। আর কত দুখ দিমু অরে। নাইলে অর বয়েসের মাইয়ারা হারাদিন শালিক পাখির লাহান ফালাইয়া বেড়ায়, অর কপালে হেইডা নাই। ও বাইর অয় আমার লগে ভিক্কা করতে। দশ পোনর মাইল আটতে। খাওনের ঠিক নাই, থাকনের ঠিক নাই। আহা রে মাইনষের জীবন!

তয় আরেকখান কতা কই আপনেগ কত্তারা। ম্যালা দুখের পর ইট্টুহানি সুকও কইলাম বহুত বড় মোনে অয় মাইনষের কাছে। যেমুন আষ্ট দশ মাইল পত আইট্টা, হারাদিন বাদে রানাইদ্যা গিয়া আমাগ পাচজোন মাইনষের অইছিল। খুইল্লা কইতাছি হেই কতা। তার আগে আমার বিয়াসাদি করনের বিত্তান্তডা কইয়া লই।

মায় বাজানে আমার বউরে কুনোদিন দেহে নাই। পোলাপানগ কুনোদিন দেহে নাই। ক্যান দেহে নাই, হোনেন হেই কতা।

আমি বিয়া করছিলাম বাজানরে না জানাইয়া, মারে না জানাইয়া। এত প্যাচাইল পারলাম এই কতাডা কইলাম আপনেগ কই নাই। বয়্যের কালে আমি এক দোস্তের লগে মেদিনমোণ্ডল গেছিলাম বেড়াইতে। গিয়া কাসুরে পয়লা দেহি। কাসু কেডা চিনলেন নি! হ হ, আমার পোলাপানের মা। পরীর দাদী। হেরে দেইক্কা আমার মোনে ধরছিল। জাতে পদে বনে। হাজামের ঘরের মাইয়া। হাজামের মাইয়া পোলার তো হাজামের ঘর ছাড়া বিয়াসাদী অয় না।

আমার মোন বুইজ্জা দোস্তে কইল, কিরে বিয়া করবি নি সেরু? তগ জাতের মাইয়াঐতো! এক বাপের এক মাইয়া। অবস্থা ভালা। বিয়া করলে সুকে থাকবি। হৌর হরি মইরা যাওনের পর জাগা সম্পত্তির মালিক অবি তুই। বাড়ি ঘরের মালিক অবি।

হুইন্না কতাডা আমার মোনো ধরল। কাসু তহন খুব সোন্দর আছিল। আমাগ পরীর লাহান তখন বয়েস। দেখতে সোন্দর। হাজামের ঘরে অমুন মাইয়া দেহা যায় না। কাসুরে তো আমার মোনে ধরছেঐ। দোস্তের কতাডাও মোনে ধরল। হাজাম বংশের তো নিয়মঐ আছে পোলা ডাঙ্গর অইয়া বিয়াসাদি কইরা আন গেরামে গিয়া ঘর বান্দে। চাইর পাচ গেরামে খাতনার কাম করে। এই গেরামে বিয়া করলে কাম কাইজের আমার সুবিদা অইব। হৌরে বুড়া অইয়া গেছে। হের কামডি আমিঐ করুম। জাগা জমিনও পামু। সুকে দিন যাইবো। তহন কম বয়েস তো, একখান কতা কইলাম বুঝি নাই। আমার বাজানেও বুড়া অইছে। হের কামকাইজডিও আমি করুম। আমার বাজানেরও ম্যালা জাগা সম্পত্তি আছে। হেইডির মালিকও অমু আমি। তয় কতা অইল, আমার হৌরে হের মাইয়ারে দূরে বিয়া দিব না। এমুন একখান ছেইলা তালাস করতাছে যার কাছে মাইয়া বিয়া দিয়া ঘর জামাই করব। দোস্তের মুকে বেবাক কতা হুইন্না আমি রাজী অইয়া গেলাম। দোস্তে কইল, তয় তগ গেরামে যা। গিয়া মা বাপেরে রাজী কইরা আয়। আমি কইলাম, না হেইডা করন ঠিক অইব না। আমার বাজানে রাজী অইব না। মায় রাজী অইব না। আগে বিয়াডা কইরা হালাই তারবাদে গিয়া মা বাপরে কইয়ামু। আমি একলাঐ বিয়ার কামডা হারতে চাই। তুমি কতা কইয়া দেহো কাসুর মা বাপে রাজী অয়নি!

কাসুর মা বাপে কইলাম রাজী অইছিল। দুইদিন বাদে এক রাইত্রে আমাগ বিয়াসাদী অইয়া গেল। আমার লগে আছিলো আমার দোস্তে। কাসুগ লগে আছিল হেগ দুই চাইরজন আত্মীয়স্বজন।

বিয়া কইরা দশদিন কাসুগ বাইত থাকলাম আমি। তারবাদে হৌর হরির কাছথন বিদায় লইয়া, কাসুর কাছথন বিদায় লইয়া রানাইদ্যা মেলা দিলাম মা বাপরে জানাইতে।

বেবাক হুইন্না বাজানে থম ধইরা থাকল। মায় ইট্টু কান্দাকাডি করল। গালিগালাজ করল আমারে। তর লাহান পোলা আমি পেডে লইছিলাম! বিয়া করবি আমাগ জানাইয়া করতি। আমরা যাইয়া তর বউ দেকতাম। তরে বাদা দিতাম না। মা বাপের মোনে এত বড় দুখটা তুই দিতে পারলি। মা বাপরে দুখ দিয়া দুনিয়ায় কুনো মাইনষে সুকে থাকে না রে! তুই বিয়াসাদী করছচ,

পোলাপান অইলে তুইও বুজবি এই হগলের দুখ মা বাপের মোনে কেমুন লাগে! তয় আমরা তরে অভিশাপ দেই না। পেডের পোলারে মা বাপে অভিশাপ দিতে পারে না। যত অন্যায়ঐ করচ আল্লায় যেন তরে সুকে রাকে। দোয়া করি বউ পোলাপান লইয়া তুই সুকে সোংসার কর।

পরদিন বিয়ানে রানাইদ্যা থন আইয়া পরুম, বাজানে কইলো, সেরু, আমাগ বংশের মাইনষের একখান দোষ আছে। রাগ অইলে মুকে কেঐরে কয় না। তুই রাগ অইছচ আমি তর মুক দেইক্কা বুজি। তর হৌর হরির মোনের আশা পূরণ করিচ। হৌর হরি মা বাপের লাহান। তাগ মোনে দুখ দিচ না। তারা যুদি তরে ঘরজামাই না করতে চাইতো তাইলে আমি তরে কইতাম, বউ লইয়া আয়। হেইডা আমি অহন কইতে পারি না। তুই তর ইচ্ছা মতন বিয়া করছচ আমি হেইডা মাইন্না লইলাম। তুই মোনে কুনো দুখ রাকিচ না। মোনে দুখ পাইলে কেমুন লাগে হেইডা আমি বুজি। হেই দুখ তরে আমি দিতে চাই না। তুই যা। তয় কুনোদিন যুদি মা বাপের কতা মোনে অয়, আহিচ। আইয়া মা বাপেরে দেইক্কা যাইচ। কইয়া বাজানে চোক্কু পোছে। দেইক্কা আমারও কান্দন আইয়া পড়ে। চোক্কু পোছতে পোছতে পতে নামলাম।

তয় বাইত গিয়া কইলাম হৌর হরিরে, কাসুরে এই হগল কতা কইলাম না। হেরা বারবার জিগাইল, কি কইলো মা বাপে? রাগারাগি করে নাইতো?

আমি কইলাম, না। আমার মা বাপে বহুত ভালা মানুষ। হুইন্না রাগ করব ক্যান। খুশিই অইলো। বুড়া মানুষ না অইলে আপনেগ লগে দেহা করতে আইতো। এই কতাডা কইলাম পেড বানাইয়া। তারবাদে কইলাম, কাসুরে লইয়া যাইতে কইছে। যাইয়া বেড়াইয়া আইতে কইছে।

হুইন্না বেবাকতে খুব খুশি অইলো। তারবাদে বোজলেন নি কত্তারা, কাসু আমারে ম্যালা দিন কইছে লও তুমাগ গেরামে যাই। বেড়াইয়া আহি গা। বিয়া অইলো, বাইচ্চা থাকতেও হৌর হরিরে দেকলাম না। কাসুরে আমি খালি ভারাইয়া রাকতাম। হ, লইয়া যামু তরে। এই বাইয়্যায় একখান কেরায়া নাও কইরা তরে লইয়া রানাইদ্যা যামু। হেই বাইয়্যাকালডা কইলাম আর আহে নাই কুনোদিন। কাসুরে লইয়া রানাইদ্যা যাওয়া অয় নাই কুনোদিন।

দুই চাইর বচ্ছরে আমি এক আদবার যাইতাম রানাইদ্যা। মা বাপেরে দেইক্কা আইতাম। কাসুরে কইয়াঐ যাইতাম। কাসু কিছু মোনে করতো না। হেয় মোনে করতো মা বাপের লগে আমার সম্পক্ক বহুত ভালা। সম্পক্কের মইদ্যে যে একখান কাডা বিনদা রইছে হেইডা আমি ছাড়া দুনিয়ায় কেঐ জানতো না। আর হের লেইগাঐ আমি তিনদিন না খাইয়া থাইক্কাও টেকা

পয়সার লেইগা, চাইল ডাইলের লেইগা বাজানের কাছে যাইতে চাই নাই। কাসুরে হেইডা কেমনে কই!

তয় আকালে পইরা, হৌরের জাগা সম্পত্তি বেইচ্চা, ঘরবাড়ি বেইচ্চা যেদিন পুরা সোংসার লইয়া রানাইদ্যা মেলা দিলাম, হের আগের দিন রাইতে কাসু কানতে কানতে আমারে কইছিলো, হারা জীবোন তুমারে কইলাম আমারে রানাইদ্যা লইয়া যাও, হৌর হরিরে চিন্না আহি, তুমি খালি ভারাইয়া রাকলা। কুনোদিন নিলা না। আইজ আকালে পইরা, পতের ফকিরের লাহান হেগ কাছে গিয়া খারামু, সরম করে না!

আমি কাসুরে বুজাইলাম, আমার মা বাপে বহুত ভালা মানুষরে কাসু। হেরা এই হগল ভাবব না। আর আমি তো নিজের ইচ্ছায় এই হগল করলাম না। বাজানে কইয়া দিছিলো দেইক্কা করলাম। তবে, তর পোলাপানরে বাচানের লেইগা করলাম। তুই কান্দিচ না। আমার মা বাপে আর কয়দিন! বুড়া অইয়া গেছে। যহন তহন মইরা যাইব। আমরা সামনে না থাকলে হের জাগা সম্পত্তি কাউয়া চিলে খাইব। বাজানের বেবাক জাগা সম্পত্তি অইলো আমার। বদর রোস্তমের । নিজেরা না খাইয়া মরুম আর আমাগ জাগা সম্পত্তি খাইব আন মাইনষে, এর লেইগাঐ বাজানে আমাগ যাইতে কইছে।

হেরবাদে কাসু আর কুনো কতা কয় নাই। তয় বিয়ালে আমরা পাচজোন মাইনষে যহন রানাইদ্যা, আমাগ বাইত গিয়া উটলাম, হায় হায়রে কি কমু আপনেগ কত্তারা, আমাগ দেইক্কা আমার বুড়া মা বাপে ফাল দিয়া ঘরেতথন বাইর অইলো। চিইক্কার বাইক্কার পাইরা নাস্তানাবুদ কইরা হালাইলো। বাজানে কইলো, এই তো আইয়া পড়ছে আমার বংশের মানুষজন। অহন আমার লগে আর খাড়ায় কেডা। ও সেরু, তর পোলাগ কার কি নাম, মাইয়াডার নাম কি? আমার পোলার বউর নাম কি?

আমি বেবাকতের নাম কইলাম। কাসুরে তহন আমার মায় প্যাচাইয়া ধরছে। ধইরা কান্দোন আরম্ভ করছে। মাগো, এই বাড়ির বউ অইয়া, আমার একখান মাত্র পোলার বউ অইয়া তুমি এতকাল বাদে আমার বাইত আইলা! হৌর হরিরে তুমার কুনোদিন দেহনের সাদ অয় নাই? আমাগ তো বহুত সাদ আছিলো তুমারে দেহনের!

আমাগ বাইতে উডোনের আগেঐ কাসু নিজের কাকের বোচকাডা রোস্তমের মাতায় দিয়া দিছিলো। রোস্তমের বোচকার লগে। কেঐরে কিছু বোজতে দেয় নাই। নিজে খালি আতে, মাতায় গুমটা দিয়া নতুন বউর লাহান আমাগ বাইতে,

আমাগ পিছে পিছে গিয়া উঠছিলো। পয়লা পথথম আমি কিছু বুজি নাই। মায় কাসুরে প্যাচাইয়া ধরনের লগে লগে কাসু হেরে পায়ে ধইরা সেলাম করলো। তারবাদে করলো বাজানরে। দেইক্কা আমার মোনডার মইদ্যে কেমুন একখান আহ্লাদ অইলো। বিয়ার পর এতডি দিন গেছে একলগে রইলাম, কাসুরে কুনোদিন এমন চেহারায় দেহি নাই। একলোম নতুন লাগলো কাসুরে। যেন আইজঐ বিয়া কইরা বাইত আনলাম। লগে যে আমাগ ডাঙ্গর ডোঙ্গর পোলাপান আছে হেইডা মোনেঐ অইলো না। এইডা অইলো মাইয়া মাইনষের সবাব কত্তারা। বুড়া অইয়া গেলেও হৌর হরির সামনে আইয়া বেবাক মাইয়া মানুষঐ বউ অইয়া যায়। খেল কইরা দেইখেন আপনেরা।

তয় আমাগ বেবাকতেরে পাইয়া মায় আর বাজানে যে কি খুশি অইছিলো, হায় হায়রে হেইডা মুকের কতায় আপনেগ বুজান যাইব না। হেইদিন রাইতথনঐ বিরাট ধুমধাম আরম্ভ অইয়া গেলো আমাগ বাইত। খাওন দাওন আরম্ভ অইয়া গেলো। দেশে যে আকাল চলতাছে, হৌরের জাগা জমিন বেইচ্চা খাইয়া না খাইয়া যে আমরা এই গেরামে আইয়া উটছি, ভুইল্লা গেলাম। বদর রোস্তম ফাকে পাইয়া আমারে কইলো, বাজান তুমি করছ কি! নিজেগ এমুন দেশ থাকতে, আপন আত্মীয় স্বজন থাকতে এতদিন আমাগ আন দেশে হালাইয়া রাকছো! মাইয়াডা হামি, হামিদা কইলো কুনোদিন এই দেশ ছাইরা, মানুষজন ছাইরা আমরা আর যামু না বাজান। রাইত্রে কাসু কইলো, তুমি একখান মাইনষের জাতঐ না।

আমি তহন তামুক খাইতাছি। কইলাম, রঙ্গ কইরা কইলাম, ক্যা? কেন জানি বিয়ালবেলা কাসুরে নতুন বউর লাহান দেইক্কা আমার মোনের মইদ্যে একখান আমুদ আহ্লাদের ভাব লাইগা গেছিলো। হেই ভাবটা তামুক খাইতে খাইতে বাইর অইয়া গেলো।

কাসু কইলো, তুমি মানুষ অইলে ম্যালাদিন আগেঐ আমারে এই বাইত আনতা। এই কতার আমি কুনো জব দিতে পারি নাই। তয় হেদিনথন আমাগ আবার সুকের দিন আরম্ভ অইলো। বচ্ছর ঘুরতে না ঘুরতে আমার ছোড পোলাডা, বাঘা অইলো। তার দুই বচ্ছর বাদে শ্যাষ মাইয়াডা, ময়না। এই দুইখান পোলামাইয়ার নাম রাকছিলো বাজানে। ছোড পোলাডা জম্মের পরথনঐ বাঘের লাহান আওয়াজ দিতো। হেই দেইক্কা বাজানে অর নাম রাকছিলো বাঘা। আর মাইয়াডার গলার আওয়াজ আছিলো ময়না পাখির লাহান মিডা। হের লেইগা বাজানে নাম রাকছিলো ময়না।

যাউগগা হেই হগল কতা। রানাইদ্যা আহনের পরদিন থন বদর রোস্তম খেতখোলা দেহনের কামে লাইগ্যা গেলো। কাসু আর হামি লাইগ্যা গেলো সোংসারের কামে। বদর রোস্তম বাজানরে কইলো, আইজথন তুমার আর কুনো চিন্তা নাই দাদা। তোমার বেবাক কাম আমরা দুই ভাইয়ে দেহুম। বাজানে দেখব।

হুইন্না বাজানে খুব খুশি। কইলো, হ দাদারা তুমরা যন আইয়া পড়ছো অহন আর আমার চিন্তা কি? বেবাক জাগা সম্পত্তিঐ তুমগ। তুমগডা তুমরাঐ দেকভাল করবা।

আমারে ডাইক্কা কইলো, ও সেরু পোলাগ ধম্মের কাম হিগাচ নাই?

কইলাম, হ হিগাইছি। বদর ভালা কাম করে। তয় রোস্তম মাইনষের কাম ভালা পারে না। মোডা আত। হের লেইগা অরে আমি গরু পাডার কাম হিগাইছি।

ভালা করছচ। হাজামের ঘরে পোলাপান তরা। একখান কতা কইলাম মোনে রাকবি। ধম্মের কাম ছাড়বি না। ধম্মের কামের ডাক পড়লে দুনিয়ার জন্য বেবাক কাম হালাইয়া করতে যাবি। নাইলে কইলাম আল্লায় নারাজ অইব। বংশ মিচমার অইয়া যাইব। আমি বুড়া অইয়া গেছি। চোক্কে ভালা দেহি না দেইক্কা আইজকাইল যনতর ধরি না। আমার কামডি অহন থিকা করবি তুই। দরকার অইলে বদরও করব। ধম্মের কামে থাকলে আল্লায় তগ সুকে রাকব। আমি আইজ আছি কাইল নাই। কতাডা মোনে রাকিচ। আর একখান কতা তরে কইয়া থুই, ধম্মের কাম কইরা মুক ফুইট্টা কুনোদিন টেকা পয়সা চাইচ না, চাইল ডাইল চাইচ না। যে যা দেয় হেইডাঐ লইচ। না দিলে মোনে দুখ লইচ না। তাইলে আল্লায় বেজার অইব। তয় মাইনষে তগ কুনোদিন ঠকাইব না। এই হগল কামে টেকা পয়সা চাইল ডাইল তামা পিতলের থাল বাসোন লোডা বাডি দুই একখান পাবিঐ, মাইনষে দিবোঐ। দেওনের নিয়মডা মাইনষে জানে। আমারে তো কুনো কুনো বড় গেরস্তে পাচখান টেকা পাচসের চাইলও দিছে। আবার কেঐ খালি পাচসের চাইল দিছে। কেঐ চার আনা পয়সা দিছে। কেঐ আদাসের চাইল দিছে, নাইলে একখান কাসার বাডি দিছে। না পারলে গাছের ফল পাকঐরডা দিছে। কতাডি মোনে রাকিচ। হাজামী কইরা আমি এত জাগা সম্পত্তি করছি। হেই কাম পড়ে ছাইরা দিলেও না খাইয়া মরতাম না আমি, তয় ছাড়ি নাই। ধম্মের কাম ছাইড়া দিলে ধম্মে তরে ছাড়ব না। শোদ লইব। সোংসার মিচমার কইরা দিব। আলায় বালায় পোলাপান মরব। জাগা সম্পত্তি গাঙ্গে ভাইঙ্গা নিব। কুল কিনারা পাবি না।

হায়, হায়রে কি মুইল্যাবান কতা কইছিলো বাজানে। আইজ টের পাইতাছি আমি। ধম্মের কাম করতে গিয়া মোনের মইদ্যে লোব অইছিল আমার। হেই লোবের লেইগা আমি আইজ পতের ফকির। আপনেগ দোরে দোরে ঘুরি কত্তারা। কমু, বেবাক বিত্তান্তঐ আপনেগ কমু। হাজ অইয়াইলো। পরি গুমাইতাছে অরে ডাক দিয়া লই। তারবাদে আবার কমুনে।

পরী, ও পরীবানু ওডো বইন। ওডো। হাজ অইয়া গেছে। এমুন সুময় হুইয়া থাকেনি মাইনষে! এমুন সুময় হুইলে বালা মুছিবত আহে। অসুক বিসুক অয়। ওডো, ওডো, আইজ তো আমাগ কুনো চিন্তা নাই বইন। আইজ আর থাকনের জাগা বিচরান লাগব না আমাগ। কত্তাগ এই বাংলাঘরডার ছেমায় হুইয়া থাকুমনে। রাইত্রে খাওনের চিন্তাও করন লাগব না। জুডা আইন্টা কত্তারা ইট্টু দিবঐ! এই গেরস্ত দিলখোলা মানুষ। মুসাফিরগ না খাওয়াইয়া রাকব না। এত বড় মেজবানী দিছিলো। খাওন দাওন নি কিছু না আছে ওডো তুমি। আর একখান কতা কত্তাগ তুমি পোচ কর নাই, মেজবানীডা কিয়ের আছিলো। জিগাইছো? কি, কি কইলি? ও পরী, ধোয়ানীর মেজবানী! এ্যা? আহা কতদিন পর ধোয়ানীর মেজবানী খাইলাম। শ্যাষ কবে খাইছিলাম মোনেও নাই। তয় হাজামগ কপালডা কইলাম সব সুময়ঐ মুসাফিরগ লাহান। ধম্মের বহুত বড় একখান কাম করে হাজামরা। করলে কি অইব, গেরস্তসমাজে হাজামগ কুনো মুইল্য নাই। ধোয়ানীর মেজবানীও হেগ খাইতে অয় শ্যাষ বাঐলে। ফকির ফাকরাগ লগে। গেরস্ত সমাজের ঐ একখানা মেজবানীতেঐ দাওয়াত পায় হাজামরা। কামডা হেগ দিয়া করা অয় দেইক্কা গেরস্তে দয়া কইরা হেগ ধোয়ানীর মেজবানীতে দাওয়াত দেয়। নাইলে আল্লায় বেজার অইব, পোলার অমঙ্গল অইব। অন্য মেজবানীতে কইলাম হেগ জিগায়ও না। হাজামরা গেরস্ত সমাজে অইলো চামার মুচিগ লাহান। দরকার ছাড়া হেগ কেঐ জিগায় না।

ও কত্তরা, পোলারে হাজাম দিয়া মুসলমানী করাইছেন আপনেরা? কি কইলেন? হাজাম দিয়া করান নাই? ডাক্তোর দিয়া করাইছেন। হ আইজকাইল আর হাজামগ কদর নাই। হাজাম দিয়া কেঐ আর পোলাগ খাতনার কাম করায় না। করায় ডাক্তোর দিয়া। আপনেগ দোষ কি কত্তারা, হাজামগ পেডে তো গবরমেন্টেঐ লাত্তি মারছে। তিন চাইর গেরামের মাঝখানে গবরমেন্টে একখানা কইরা সরকারী ডাক্তোরখানা বানাইয়া দিছে। হেই ডাক্তোরখানায় টাউনের ডাক্তোররা আইয়া থাকে, ডাক্তোরনীরা আইয়া থাকে। টেকা পয়সা ছাড়া, মাগনা মাইনষের তিকিসসা করে হেরা। জরজারি, পেড বেদনার বড়ি দেয়। আত পাওয়য়ের আঙ্গিড ভাইঙ্গা গেলে বাইন্দা বুইন্দা জোরা লাগাইয়া দেয়। কাইট্টা

ছিড়া গেলে বলে কাতা সিলানের মত কইরা সিলাইয়া দেয়। মাইনষের কুনো দুখ নাই আইজকাইল আর। মাগনা তিকিসসা পায়। পোলাগ খাতনার কামও এর লেইগা মাইনষে আইজকাইল সরকারী ডাক্তোরখানায় থিকা কইরা আনে। খাতনা করানোর কায়দা বলে ডাক্তোরগ অন্যরকম। খাতনা করানোর আগে বলে দুইখান সুই দেয় পোলাগ। হেই সুইয়ে জাগাডা বলে অবস অইয়া যায়। বেথা বেদনা থাকে না। তারবাদে কাম করে। কইরা সিলাইয়া দেয়। আমাগ লাহান কাম করানোর পর নতুন কাপোর পোড়া ছাই দিয়া বাইন্দা দেয় না। ঘাও হুগাইলে সিলিডা আবার ডাক্তোর দিয়া কাইট্টা আনতে অয়। মেইয়া ছেইলা ডাক্তোররাও বলে খাতনার কাম করায়। হায়, হায় এমুন কতা বাপের জন্মে হোনছেনি মাইনষে! মেইয়া ছেইলায় করায় খাতনার কাম! দুনিয়া উইল্টা গেছে কত্তারা। কলিকাল, এইডা অইলো কলিকাল। কলিকালে দুনিয়ার বেবাক কিছু উইল্টা যায়। মেইয়া ছেইলায় করায় খাতনার কাম। মরদে বলে আবার মেইয়া ছেইলাগ পোলাপান অওনের সুময় ধরনীর লাহান সামনে থাকে। ধরনীর কামডা বলে মরদারাও করে আইজকাল। কারবারডা বোজেননি কত্তারা! বেবাক উল্টা না! মেইয়া ছেইলার কাম করে মরদে আর মরদের কাম করে মেইয়া ছেইলায়। দুনিয়া আর বেশিদিন থাকবো না কত্তারা। রোজ কিয়ামত অইয়া যাইব। দুনিয়ার বেবাক কিছু উইল্টা গেছে দেইককা আমাগ লাহান হাজামগ আইজকাইল কুনো দাম নাই। হাজামরা দেশগেরাম ছাইরা টাউনে বন্দরে চইলা গেছে। গিয়া ইস্টিশনের কুলি অইছে। রিকশাআলা, ফেরিআলা অইছে। মেইল কারখানার ছরমিক অইছে। আর যারা দেশ গেরামে আছে হেরা অইছে কামলা। মাইনষের খেতখোলায় কাম করে। আবার কেঐ অইছে গাওয়াল। গেরামে গেরামে ফেরি কইরা বেড়ায়। জাউল্লা অইছে দুই চাইরজনে। খালে বিলে মাছ ধরে। গাঙ্গে মাছ ধরে। তারবাদে হেই মাছ লইয়া বাজারে যায়। জাউল্লাগ লাহান বইয়া বইয়া মাছ বেচে। দুই চাইরজন চোর ডাকাইতও অইছে। গুণ্ডা বদমাইস অইছে। মাইনষের মাতায় বাড়ি দিয়া পেডের আহার জোগায়। কি করব কন কত্তারা। পেডের আহার তো জোগান লাগব।

উটছচ নি, ও পরী? হাজ অইয়া গেছে দেহচ না! উইট্টা যা কত্তাগ পুকইরথন মুক ধুইয়া আয়। আইজ আর কুনো চিন্তা নাই। রাইত বিরাইতে আর পতে নামতে অইব না। হোঅনের জাগা বিচরান লাগব না। তরে লইয়া চিন্তা করন লাগব না আমার। খুব সুকে নিদ যাইতে পারুম আইজকা। তুই একখান কাম কর, ও পরী আমার বোচকা থিকা ছালার চটখান বাইর কইরা কত্তাগ বাংলাঘরের ছেমায় বিছাইয়া হালা। তারবাদে ল ওহেনে গিয়া বহি। নিদ আইলে

তুই হুইয়া নিদ যাইচ। রাইতে কত্তারা যুদি দয়াধম্ম কইরা দুইডা খাওন দেয় তাইলে তরে আমি ডাক দিমুনে। ল, ল হবিরে ল। কি কচ, আতমুক ধুবি না! আবার নিদ যাবি? আইচ্ছা, আইচ্ছা।

কত্তারা, বুজলেন নি, ম্যালা দিন বাদে ভালা খাওন পাইছে নাতীনডা আমার। হেই সুকে খালি নিদ যাইবার চায়। দেকলেন না আমি আপনেগ লগে প্যাচাইল পারতাছি আর পরী কেমুন নিদ গ্যালো। অহন আবার আপনেগ বাংলাঘরের ছেমায় গিয়া ছালার চটখান বিছাইয়া, আমি চোক্কে ভালা দেহিনা, তয় আপনেগ বাইত বহুত কুপিবাত্তি আঙ্গাইছেন আইজ, হের লেইগা ইট্টু ইট্টু বুজা যায়, পরী হুইয়া পড়ছে। হাচা না? তয় একখান দোষ আছে পরীর। নিদ একবার চোক্কে আইয়া পড়লে আর উস গেন থাকে না। ডাক দিলে এক কাইতথন আরেক কাইত গিয়া ঘুমায়। দেকলেন না, আমি কইলাম ছালার চটখান বিছাইয়া আমারেও বাংলাঘরের ছেমায় লইয়া যাইচ, হেই কতা নি পরীর মোনে আছে! আমার গাট্টিডা লইয়া গেলো। ছালার চটখান বাইর কইরা, বিছাইয়া নিজে আবার হুইয়া পড়লো। বুড়া দাদায় যে বইয়া রইলো, একবারও খেল করলো না। পোলাপান মানুষ তো। আর হারাদিন যেই আডোন আডে আমার লগে। পাওয়ে পইর পড়ে না। আমার আতের লাডিখান কই গেলো আ? হ, পাইছি। লাডিখান পরী সব সুময়ঐ আমার আতের কাছে রাকে। লাডি ছাড়া আমি আটতে পারি না। হ বহুতক্ষণ বাদে উইট্টা খাড়াইলাম। মাজা ধইয়া গ্যাচে। টনটনায়। বয়েস, বেবাক অইলো বয়েস। নাইলে একদিন কি মানুষ আছিলাম আমি। কি শইল, কি লাম্বা! অহন দেকতে আমারে পরীর থিকাও খাডো মোনে অয়। শইল্লের ওপরে বয়েসখান তিন মুইন্না বোজার লাহান চাইপ্পা গ্যাছে। হের লেইগাঐ দিনে দিনে গুজা অইয়া গেছি। লাডি ভর না দিলে আটতে পারি না। দেহেন, চাইয়া দেহেন কত্তারা, আডোনের সুময় পোলাপাইনের লাহান ছুডো দেহা যায় আমারে। বয়েস, বেবাক অইলো বয়েস। অহন আমারে দেকলে কে কইব আমি সেরু হাজাম। সাং রানাইদ্যা। সংসার আলী হাজামের পোলা।

পরী, ও পরী ইট্টু চাইপ্পা হো। বইতে দে আমারে। আহা লড়চ চড়চ না ক্যা, আ! হ, হ অইছে অইছে। যা তুই ইবার নিদ যা বইন। আমার মোনে অয় আইজ রাইতে আর নিদ আইব না। বেবাক কতা আইজ মোনে পড়তাছে। আর কত্তারা অইলো বহুত ভালা মানুষ, আমার কতা হেরা হুনতাছে। বইয়া বইয়া হুনতাছে।

কি কইলেন কত্তারা, হারা রাইত কইলেও হুনবেন! কত ঘটনা, কত কতা যে আইটকা রইছে বুকের মইদ্যে। কইতে পারি নাই, কেঐরে কইতে পারি

নাই। আইজ আপনেরা হোনতে চাইতাছেন, আপনেগ কমুনা, কন কি! মনের কতা মাইনষের কাছে কইলেও দুখ কমে মাইনষের। বুকখান পাতলা অয়। আইজ হারারাইত জাইগ্যা আপনেগ যুদি বেবাক কতা কইতে পারি তাইলে আমার বুকের ভারডাও কমব। পাতলা অইব। বড় আরাম পামু আমি, বড় সুক পামু। তয় একখান কতা কই কত্তারা, রাগ কইরেন না। কতাবাত্তা কইলে, প্যাচাইল পারলে ইট্টু তামুক খাইতে অয় আমার। দয়া ধম্ম কইরা তামুকডা খাওয়াইয়েন। ভাত পানি রাইত্রে আর না খাইলেও চইলা যাইব। ম্যালা খাওন দিছেন দুইফরে। পরীরে লইয়া ভাবনা আছিলো, পরী তো অহন বেঘোরে নিদ যাইতাছে। হারারাইতে আর জাগব বইলা মোনে অয় না। আমার ভাবনাডা গেছে। তয় তামুকডা কইলাম খাওয়াইয়েন কত্তারা। তামুক খাওনের অব্বাসডা আমার ছোডকালথন। বিয়ার আগে রাইত জাইগা বাজান আমি আর মায় তামুক খাইতাম আর প্যাচাইল পারতাম। আমার বইন দুইডার তো ছোডকালেঐ বিয়া অইয়া গেছিলো, হেগ কতা আমার মোনে নাই। মায় বাজানেও হেগ প্যাচাইল বেশি পারতো না। হাজাম বংশের মাইয়াগ কইলাম পোড়া কপাল কত্তারা। বিয়াসাদী অইয়া গেলে বাপে ভাইয়ে হেগ সমবাদ বেশি লয় না। আমরাও লইতাম না। জানতাম সুকে শানতিতেঐ আছে হেরা। দুখে থাকলে তো হেরাঐ খবরবাত্তা দিতো, দেয় নাই।

কি কইলেন কত্তারা, খালি হাজাম বংশের মাইয়াগঐ পোড়া কপাল না দেশ গেরামের বেবাক গেরস্ত ঘরের মাইয়াগঐ পোড়া কপাল! বিয়াসাদি অইয়া গেলে, জামাই বাড়িতে গেলেগা হেরা পর অইয়া যায়। সুকে থাকলে সমবাত পাওয়া যায় না, দুখে থাকলে পাওয়া যায়। হ এইডা আসল কথা। আপনেরা গন্যিমান্যি বেক্তি, গেন বুদ্ধি বেশি আপনেগ, আপনেরা নি ভুল কইবেন! হাচাঐ কইছেন। দেশ গেরামের বেবাক মাইয়াগঐ এমুন কপাল। আমার চিন পরিচয়ের মইদ্যে খালি কাসুরই দেখছিলাম ভালা কপাল। বিয়াসাদির পরও মা বাপের কাছে রইছে হারাজীবোন। যতকাল মায় বাপে বাইচ্চা আছিলো, হ।

তামুক আনছেন নি? তয় দেন কত্তারা, দেন। না না আপনেরা আগে খাইয়া লন। তারবাদে আমারে দিয়েন। আমরা মুসাফির মানুষ, জাতে আবার হাজাম, সব জিনিসঐ কত্তাবেক্তিগ খাওন দাওনের বাদে আমরা পাই। এইডাঐ নিয়ম। না, মোনে কষ্ট লমু ক্যান! ছোডকালথন এই নিয়ম দেইক্কা আইতাছি। আমাগ অব্বাস অইয়া গেছে। তয় নিজেরা যহন, মাইনি নিজেগ জাতের মাইনষেরা যহন আমরা একলগে তামুক খাইতে বহি তহন এই হগল নিয়ম কইলাম নাই। ময়মুরব্বীগ লগে বইয়া তামুক খাই আমরা। যার আতে আগে উক্কা আহে

হেয়ঐ আগে খায়। পয়লা খাইতাম নিজের মা বাপের লগে, পরে খাইছি হৌর হরির লগে। আমাগ জীবোনের একখানা ভালা সুময় অইলো আইজকার লাহান রাইত। এমুন রাইতে বাড়ির উডানে বইয়া আমরা তামুক খাইতাম আর প্যাচাইল পারতাম। নিজেগ সুক দুখের প্যাচাইল। দুখের প্যাচাইল পারতেও আমুদ লাগতো কত্তারা, বুজলেন নি!

কি কইলেন, আ? ভাত পানি খাইতে যাইবেন! হ হ যান, আরেক বাঐল ভাত পানি খাওনের সুময় তো অইছেঐ। রাইত অইছে। যান কত্তারা, খাইয়া দাইয়া আহেন। আমি বইয়া বইয়া তামুক খাই। আপনেরা খাইয়া দাইয়া আহনের পর বেবাক বিত্তান্ত কমুনে। হারা রাইতঐ তো পইরা রইছে। না, না আমার খিদা নাই কত্তারা। আইজ রাইত্রে আর খাওন লাগব না। লাগলেও খামু না। ক্যান, জিগাইলেন! নাতীনডার লেইগা। পরীরে থুইয়া আমি কুনোদিন কিছু খাই না। আইজ তেরো চৌদ্দ বচ্ছর। পরী খাইলে আমি খাই, পরী না খাইলে আমি খাই না। আইজ রাইতে পরীর মোনে অয় আর খিদা নাই। দেহেন না কেমুন নিদ যাইতাছে! পেডে খিদা থাকলে এমুন সুকে নিদ যাইতে পারে না মাই-নষে। না না অরে ডাক দেওনের কাম নাই। খিদা নাই, খিদা নাই। থাউক নিদ যাউক। কাইল বিয়ানের আগে পরীর নিদ ভাঙ্গব না। তয় বিয়ানে আমরা যহন যামুগা কত্তারা, তহন ইট্টু নাসতা পানি খাওয়াইয়েন। তাইলে হারাদিন আর না খাইলেও চলব। বিয়ানবেলা মুকে কিছু না দিলে, বুজলেন কত্তারা, আটতে আটতে জানডা বাইর অইয়া যায়। আমাগ কপাল তো কুনোহানে বান্দা নাই। কে কুনসুম দুইডা খাওন দিব, আইজ খাওন পামু না কাইল পামু হেইডা তো আর আমরা জানি না! আল্লায় জানে। যান আপনেরা, খাইয়া দাইয়া আহেন কত্তারা।

বাঘা আর ময়না বড় অইয়া উটতে উটতে বুজলেন নি কত্তারা, আমাগ সোংসারের চেহারাডাও কইলাম ঘুইরা গ্যালো। বদর আর রোস্তম খেতখোলায় কাম করে। বিয়ানে, মোরগের বাগের লগে লগে উইট্টা বিলে যায়। খেতখোলায় যে সুময়ে যেই কাম, কাতি আগোন মাস লাগে ধান কাডোন, মানুষজন লইয়া হারাদিন ধান কাইট্টা আইন্না বাড়ির উডানে হালায়, রাইত দুইফরথন হেই ধান

পাড়ায়, পাড়াইয়া মাইনষেরডা মাইনষেরে ভাগযোগ কইরা দেয়। ধান ভাগার বিষয়ডাতো আপনেরা জানেনঐ কত্তারা। দুই ভাইয়ে তো আর এতডি খেতের বেবাক ধান একলা কাইট্টা হারতে পারে না। তয় ধান কাডোনের সুময় আমিও খেতখোলায় যাইতাম। আমার লগে ছোডপোলা বাঘাও যাইতো। বড়ো টরটইরা পোলা আছিলো বাঘা। ছোড মানুষ অইলে অইব কি, কাচি আতে লইয়া বাঘাও আমগ লগে খেতে নামতো ধান কাটতে। পারে না পারে, ধান হেয় কাটবঐ। না করনের জো নাই। বাঘার সবাবখান অইছিলো গোয়ার গোবিন্দ মাইনষের লাহান। যেই কামে হেরে না করছে মাইনষে, বাঘা হেইডাঐ করব। হের লেইগা বাঘারে হের দাদা দাদী কুনো কামে বাদা দিতো না। আমি আর কাসুও দিতাম না। ভাইবইনরা তো দিতোঐ না।

তয় একবার পোলাপান বয়েসে আমাগ লগে বাঘাও গেছে ধান কাটতে। আতে একখান কাচি লইয়া বাঘাও আমার লগে খেতে নামছে। তিন পোচ ধান কাইট্টা, চাইরন পোচের সুময় নিজের বাও আতের কাইয়ালোংডারে ধান গাচ মোনে কইরা দিলো একখান পোচ লাগাইয়া। তারবাদে বাবাগো কইরা চিইক্‌কইর। লগে লগে কাচি হালাইয়া আমি বদর রোস্তম আর খেতের বেবাক ধান কাডুইন্না মাইনষে দৌড়াইয়া গেছি বাঘার কাছে। গিয়া দেহি পোলার আত রক্তে ভাইস্যা যাইতাছে। বাও আতের কাইয়ালোংডারে ডাইন আত দিয়া ধইরা ঞো ঞো কইরা কানতাছে। আমি গিয়া প্যাচাইয়া ধরছি বাঘারে। দেহি কতাহানি কাটলো! তরে তো আগেই কইছিলাম, ধান কাডোনের তর কাম নাই। তুই তো আর মাইনষের কতা হুনবি না। কাইয়ালোংডার মিহি চাইছি আমি। চাইয়া দেহি চামড়া কাইট্টা লোংয়ের আড্ডিতে গিয়া পোচ লাগছে। মাজার গামছা খুইল্লা, একফালা ছিড়া বাঘার লোং বাইন্দা, ধানকাডোন হালাইয়া থুইয়া বাঘারে লইয়া বাইত আইয়া পড়লাম। আমার বাজানে তহন ম্যালা বুড়া অইছে। মায় তহন ম্যালা বুড়া অইছে। ভালা মতন চালাফিরা করতে পারে না। হারাদিন ঘরে বইয়া থাকে। নাইলে উডানে। বাজানের তো কুনো কামঐ নাই সোংসারে। হের কাম তো বেবাক করি আমরা তিন বাপে পুতে। মার সোংসারের বেবাক কাম করে কাসু আর হামি।

হেদিন বাঘারে লইয়া আমারে ফিরতে দেইক্‌কা সোংসারের বেবাক মানুষ দৌড়াইয়া আইছে। মায় আর বাজানে আছিলো ঘরের মইদ্যে। বইয়া বইয়া তামুক খাইতাছিলো। আমাগ উডান ভরা ধানের পালা, খেড়। বড় একখান জামগাছ আছিলো বাইত। হেইডার নিচে, খোলা জাগায় দুইমুইক্‌কা একখানা চুলা। হেই চুলায় ধান সিদ্দ করতাছিলো কাসু আর হামি। চুলারপাড় বইয়া

রইছিলো ছোড মাইয়া ময়না। কটকট কইরা কতা কয় মাইয়াডা। তয় খুব বলদা। দিনে দিনে বড়ো অইতাছে। কুন্ কতার পর কুন্ কতা কওন লাগে বোজে না। এই একখান কথা কইলো, তারবাদে এমুন একখান কইলো যেইডার কুনো আগামাতা নাই। হুইন্না বেবাকতে আইস্যা উটলো। এই সবাবটা হারাজীবোনঐ আছিলো ময়নার। ষোল্ল সতরো বচ্ছর তমুক। তারবাদে, কমুনে ময়নার বিত্তান্ত পড়ে কমুনে কত্তারা। বাঘার ছোডকালের কতাডা কইয়া লই। আত কাডোনের কতাডা কইয়া লই।

বাঘারে লইয়া বাইত আহনের লগে লগে বেবাকতে কাম হালাইয়া দৌড়াইয়া আইছে। হায়, হায় আত কাটলো কেমনে!

কইলাম। মায় বাজানে আছিলো ঘরের মধ্যে। উক্‌কা থুইয়া বাজানে কইলো, কি অইছেরে, ও সেরু, বাঘার কি অইছে?

কইলাম, বাও আতের কাইয়ালোং কাইট্টা হালাইছে।

কেমনে?

ধান কাটতে গেছিলো।

আন দিহি, ঘরে আন! দেহি কতাহানি কাটছে।

বাঘারে লইয়া গিয়া আমি বাজানের সামনে খাড়াইলাম। বাজানে তহন চোক্‌কে ভালা দেহে না। তাও লাইড়া চাইড়া বাঘার লোংডা দেকলো। তারবাদে কইলো, ভালা কইরা বাইন্দা দে। ঘাও হুগাইয়া যাইব। তয় দাগখান হারা জীবোন থাকব। চামড়া ঘুচাইয়া থাকব। লোংডা পুরা সোজা অইব না। হাচাঐ কইছিলো বাজানে। লোংডা আর কুনোদিন সোজা অয় নাই বাঘার।

বাঘার লোংডা যহন আমি বাইন্দা দিতাছি বাজানে কইলো, ও সেরু আইজ একখান কতা কইয়া রাখি তরে। বাঘারে কইলাম খাতনার কাম হিগাইচ না তুই। অর চোক্‌কে জানি কি এক খান বদ জিনিস আছে। ও কইলাম মানুষজন মাইরা হালাইব।

হাচাঐ, হাচাঐ কইছিলো বাজানে। বেবাক কতাঐ ফইল্লা গোছিলো হের। হ, সত্যযোগের মানুষ আছিলো হেরা। মাইনষের চোক্‌কু দেইক্‌কা যেই কতা কইতো হেইডডাঐ ফলতো। বাঘার কতাডাও ফলছিলো।

উক্‌কাডা ইট্টু দিয়েন কত্তারা। আপনেরা খাইয়া লইয়া নিয়েন। দুই একটান খাইলেঐ আবার গলা খোলব। আইচ্ছা কত্তারা, একখান কতা জিগাই আপনেগ। আসমানডা অমুন ফস্‌সা দেহাইতাছে ক্যান আইজকা? আপনেগ বাড়ির বেবাক মানুষজনঐ তো মোনে অয় হুইয়া পড়ছে। খালি আপনেরা তিন চাইরজনে বইয়া

রইছেন। ম্যালা কুপিবাত্তি আঙ্গছিলো আপনেগ বাইত। হেইডি মোনে অয় নিব্বা গেছে। তাইলে অমুন ফস্‌সা লাগে ক্যান চাইরদিক, আসমানডা? কি কইলেন, চান উটছে নি? হ, হ হের লেইগাঐ এমুন লাগে। পুন্নিমা গ্যালো কবে? আ? দুইদিন অইছে। হ হের লেইগাঐ। কুত্তা খেউক্‌কায় কই কত্তারা? আপনেগ বাইত্তেঐ নি? হ, মেজবানী অইছে, রাইতবিরাইতে কুত্তা তো খেউক্‌কাইবঐ। দিন দুইফরে মাইনষের লেইগা সামনে আইতে পারে নাই। রাইতে নিটাল দেইক্‌কা গেরামের বেবাক কুত্তা অহন একলগে আইছে। আড্‌ডি বিচরাইতাছে। একটুকরা আড্‌ডি পাইলে বেবাকতে মিল্লা হেইডা লইয়া খাবলা খাবলি করব, মারামারি করব, খেউক্‌কাইব। মেজবানীর কুত্তা দেখলে আমার পনচাশ সনের আকালডার কথা মোনে অয়। আকালের সময় আডে বাজারে এমুন অইতো। দোকানদারগ চাইল লুট অইতো। একবস্তা চাইল পাইলে শয়ের উপরে মাইনষে কুত্তার লাহান খাবলা খাবলি লাগাইতো। রানাইদ্যার নফর আলী এমুন একখান খাবলা খাবলীর মইদ্যে পইরা, মাইনষের পাড়ায় মরছিলো। আপনেগ বাইত অহন কুত্তাডির খেউক্‌কানী হুইন্না হেই কতাডা মোনে অইলো। আমার মোনে অয় কত্তারা, অহন তরি পনচাশ সনের আকালডা পুরা কমে নাই। আডে বাজারে দেকবেন আমার লাহান ম্যালা ফকির ফাকরা মুসাফির, পাগলা আদা পাগলা মানুষ বইয়া থাকে। জুডা আইষ্টা এককণা আওন পাইলে পাচ দশ জোনে মিল্লা হেইডা লইয়া খাবলা খাবলি লাগায়। আহা রে, মাইনষের আর কুত্তার জীবোনের মইদ্যে কুনো ফারাক নাই।

হ, কইতাছিলাম ধান ভাগা দেওনের কতাডা। আমাগ খেতখোলায় কাতি আগোন মাসে বদর রোস্তমের লগে ধান কাটতো গেরামের গরীব ঘরের পোনর কুড়িজোন মাইনষে। হারাদিন ধান কাইট্টা, বিয়ালে আইন্না যার যারডা হেয় আলাদা ভুর দিয়া রাকতো আমগ উডানে। তারবাদে বিয়ান রাইতে আইয়া পাড়াইয়া দিতো। বেইল উডোনের আগেঐ ধান পাড়ান শ্যাষ করতো মাইনষে। তারবাদে বদর আর রোস্তম আগঐল ভইরা হেই ধান মাপতো। দুইডা ভাগ অইতো ধানের। একভাগে পড়তো সাত আগঐল আরেকভাগে এক আগঐল। ঐ এক আগঐল পাইতো কাডউন্না মাইনষে। হেই পাইয়াঐ আদা বচ্ছরের খাওন ঘরে নিতো বেডারা। আর আমাগ কতা কি কমু আপনেগ। হারা বচ্ছরের খাওন ঘরে রাইক্‌কা, বীজধান ঘরে রাইক্‌কা বাকিডি দিগলীর আডে নিয়া বেচতো বদর আর রোস্তমে। নগদ টেকায় পিরন তফন কিনতো, মা বইনের লেইগা, দাদীর লেইগা বাবুর আডের কাপোড় কিনতো। আহা সুকের দিন কারে কয়!

কত্তারা আপনেরা তো বড় গেরস্ত! দেশ গেরামে অহনও কি ভাগায় ধান কাডান আপনেরা? কি কইলেন? কাডান না? তাইলে কেমনে কাডান? ও বুজছি! রোজ দরে কামলা রাইক্‌কা কাডান! আহা রে, কি দিন কি অইয়া গেছে। কত নিয়ম কানুন আছিলো দেশগেরামে। বেবাক উইল্টা গেছে। কলিকালে এমুনঐ অয়। ধান কাইট্টা মাইনষে অহন পায় নগদ টেকা। যেদিন পায় হেদিনঐ হেই টেকা সোংসারের চাইল ডাইল কিন্না বেয় করে। মাসেকখানি ধান কাডোনের সুময়। খালি হেই সুময়ডা রোজ খাওন পায় দেশ গেরামের কামলারা। বাকি সুময়ডা কি করে? খায় কি? মাইনষের খেতখোলায় তো আর হারা বচ্ছরঐ কাম থাকে না! তাইলে তো কামলাগ অবস্থা ফকির ফাকরাগ থিকাও খারাপ। মুসাফিরগ থিকাও খারাপ।

থাউক এই হগল প্যাচাইল পাইড়া আমার লাব নাই। পতের ফকিরের নি আর মাইনষের কথা চিনতা করনের কাম? হোনলে গেরস্তে আসাআসি করব। ই. রঙ্গ কত হাজামের পোর! নিজে খাওন পায় না চিনতা করে আন মাইনষের লেইগা!

নিজেগ কতাঐ কইতাছি কত্তারা। বাদ দিলাম অন্য হগল কতা।

ধান কাডোন শ্যাষ অইলে তারবাদে পোনর কুড়িদিন আজাইর থাকতো বদর আর রোস্তমে। গোলায় ধান উডাইয়া হারা বচ্ছরের খাওনেরডা, বীজেরডা রাইক্‌কা বাকিডা তো বেচ্চাঐ হালাইতো। হেই বেচনডা আছিলো আরেক ঝামেলার কাম। গাঙপাড় একখান ডিঙ্গি বান্দা থাকতো। আডের দিন বিয়াইন্না রাইতথন বস্তা ভইরা ধান দুই ভাইয়ে, মাইনে আমার দুই পোলায়, বদর আর রোস্তমে নিয়া ডিঙ্গিতে উডাইতো। বাইতথন গাঙপাড় তহন আদামাইল তিনপা মাইল দূরে। ডিঙ্গি ভরতে ভরতে বেইল উইট্টা যাইতো। আমিও কইলাম অগ লগে থাকতাম। মাতায় পোলারা আমারে বস্তা লইতে দিতো না। আমারে বহাইয়া থুইতো নাওয়ে। আডে গিয়াও আমি নাওয়ে বইয়া থাকতাম। দুই পোলায় আডে নাইম্মা পয়লা গিয়া বেপারীগ লগে কতা কইতো। দাম দস্তর ঠিক অইলে দুই ভাইয়ে মিল্লা ধানের বস্তা মাতায় কইরা আডে, বেপারীগ আড়তে উডাইয়া দিয়াইতো। তারবাদে সোংসারে জিনিসপত্র কিন্না, তফিলে ধান বেচা টেকা আইন্না নাওয়ে বহা আমারে বুজাইয়া দিতো। হেই দেইক্‌কা সুকে আমার বুক ভইরা যাইতো। আহা পোলা দুইখান মাশাল্লা আমার। বাজানেও হেগ উপরে ম্যালা খুশি।

ধানের কাম কাইজ শ্যাষ কইরা দুই পোলায় কয়দিন বাড়িত বইয়া জিরাইত। তহন খেতখোলায় কাম কাইজ থাকে না। কাম কাইজ শুরু অইব পোনর কুড়িদিন পর।

খেতে লাঙ্গল দেওনের কাম, বীজ বোননের কাম। তয় ঐ পোনর কুড়িডা দিন আমাগ কাটতো খুব সুকে। ভাল ভালাই রান্দোন অইতো বাইত। কাসু আর হামি মিল্লা পিডা বানাইতো। উরুম ভাজতো। খোলাত থন খালি নামাইছে, এমুন উরুম কুনোদিন খাইয়া দেখছেন নি কত্তারা! না খাইয়া দেকলে জীবোনে একবার অইলেও দেকবেন। উরুমের যে অমুন সাদ হইতে পারে খোলাত থন নামানোর লগে লগে, টাটকা গরম গরম একমুট না খাইলে বুজবেন না। আইজকাইল তো দেশ গেরাম থন উরুমের চলঐ উইট্টা গ্যাছে। আগে মাইনষের বাইত মুসাফির গ্যালে, পানি চাইলে খালি পানি দিতো না। লগে একথাল উরুম দিতো। দুই একখান খাজুইরা মিডায়ের চাক্কা দিতো। আইজকাইল মাইনষে দিব কইথন। নিজেগ পেড বাচানঐ দায়। ঐ যে কইলাম পনচাশ সনের আকাল অহনতরি দেশগেরাম থন যায় নাই। আগে আমাগ লাহান ছোড গেরস্ত, জাতে আবার হাজাম হেগ বাইত যেইডি উরুম ভাজা অইতো, আইজকাল মোনে অয় পাচ দশখান বড় গেরস্তবাড়িত মিল্লাও হেডি উরুমভাজা অয় না। পিডা চিরার কথা কইয়া আর করুম কি কত্তারা! হেইডি হুনলে আপনেরা মোনে করবেন কিচ্ছা। সেরু হাজাম হাচা কতা কইতাছে না। হেই হগল প্যাচাইল বাদ দিলাম। তয় আমাগ বংশের যা আসল কাম বোজলেন নি কত্তারা, হাজামী, খাতনা মুসলমানীর কাম, দেশ গেরামে হেইডা কইলাম অইতো ঐ সুময়ডায়। যহন আমার দুই পোলায় ধান গোলায় উডাইয়া, বেইচ্চা কিন্না বাইতে বইতো জিরাইতে। তহন কাসু আর হামি হারাদিন ধান সিদ্ধ করে, রইদ দ্যায়, হুগায় আর ঢেকিতে বাড়া বানে। বিয়ালে বহে পিডা চিরা বানাইতে। আমার বুড়া মায়ও তহন গিয়া বহে চুলার পাড়ে। অমুকটা হিগাইয়া দেয় তমুকটা দেহাইয়া দেয় পোলার বউরে, নাতীনরে। ময়না বইয়া থাকে হের লগে। পটর পটর কইরা দাদীর লগে প্যাচাইল পারে। কতার কুনো আগামাতা নাই। তাও ময়নার বেবাক কতা আমার মায় হোনে। লগে লগে হয়হয় করে। বাঘা দৌড়াদৌড়ি করে উডানে। আর আমরা চাইরজন, বাজানে আমি আর আমার দুই পোলা, বদর রোস্তম, আমরা বইয়া বইয়া তামুক খাই। খেতখোলা লইয়া কতাবাত্তা কই। এমুন সুময় দেশ গেরামে খাতনা মুসলমানীর কাম কাইজ অয়। দুই একদিন পর পরঐ এই গেরামথন ঐ গেরামথন গেরস্তরা আহে আমাগ

বাইত। আইজকা অমুক গেরস্তের দুই পোলা, কাইল তমুক গেরস্তের এক পোলা নাইলে ভাইর বেডা বইনপো নাইলে নাতীর কাম। আমার বাজানে তহন লড়তে চড়তে পারে না। আমি আর বদর গিয়া কাম কইরা আহি। হেই হগলদিনে এমুনও বচ্ছর গ্যাছে, বোজলেননি কত্তারা, দোয়ানীর মেজবানী খাইয়া পুরা শীতের দিনডা নিজেগ বাইত দুইফরের ভাত খাইতে পারি নাই আমি আর বদর। তহন তো দেশ গেরামে আর সরকারী ডাক্তোরখানা অয় নাই, পোলাপানের কামে হাজাম ছাড়া গতিক আছিলো না।

কি কইলেন, শীতের দিনে খাতনার কামডা বেশি অয় ক্যান! এইডা বোজলেন না কত্তারা! দেশ গেরামের বেবাক মানুষ অইলো গেরস্ত। খেতের ধান যহন বাইত ওডে হেইডা অইলো হেগ সুকের দিন। বচ্ছরের খাওনেরডা গোলায় রাইক্কা বাকিডি বেইচ্চা পোলা মাইয়ার বিয়া গায় গেরস্তে। খাতনা করায়। আর বিয়াসাদি খাতনা এইডি শীতের দিনেঐ ভালা। শীতের দিনে মেগ বিষ্টি অয় না। বিয়া গাইতে ঝামেলা কম। খাতনা করাইতে ঝামেলা কম। তয় খাতনার কামডা শীতের দিনে করাইতে আমরাও কই গেরস্তেরে। কির লেইগা হেইডা ভাইঙ্গাঐ কই আপনেগ। শীতের দিনে পোলাপানে পানি ছুইতে চায় না। পাইনতে ভিজলে ঘাও সহজে হুগায় না। সাতদিন বাদে যেদিন নাওয়ান অয় পোলাপানেরে হেইডারে কুনো কুনো দেশে কয় মাতায় পানি কুনো কুনো দেশে কয় দোয়ানী। ঐ সাতদিনে কইলাম ঘাও হুগাইয়া যায়। তহন ভিজলেও কুনো অসুবিধা নাই। আর শীতের দিনে মাইনষের চামড়াডা টানে তাড়াতাড়ি। কাডা ঘাও হুগায় তাড়াতাড়ি। তারবাদে আরেকখান কতা আছে। ঐ সুময়ডা গেরস্তে থাকে আজাইরা। আতে টেকা পয়সা থাকে। পোলার খাতনায় ধোয়ানীতে তো আত্মীয় স্বজনরা আইব। মেজবানী দিতে অইব, হাজামরে টেকা দিতে অইব, পোলারে নতুন কাপোড় চোপড় দিতে অইব। ম্যালা খরচা না! আর যেই আত্মীয় স্বজনরা মেজবানী খাইতে আইব হেরাও তো খালি আতে আইব না। নগদ টেকা পয়সা দিব ছেলামী। নাইলে জিনিসপত্র দিব।

ছেলামীর কতাডা মোনে অইলো বুইলা আরেকখান কথাও মোনে অইলো। কমুনি কত্তারা? কি কইলেন, বেবাক কতাঐ কমু! দরকার অইলে হারা রাইত বইয়া হোনবেন! বা বা। আপনেরা বহুত আমুইন্দা মানুষ। কিচ্ছা হোননের বহুত সক দেহি আপনেগ! কিচ্ছা হোনবেন না করবেন কি! এই সময়ডা তো বেবাক গেরস্তে আজাইরা থাকে। খেত খোলার কাম থাকে না বেশি। আর আপনেরা অইলেন বড়গেরস্ত। পয়সাআলা মানুষ আপনেরা তো আর নিজেরা কাম কাইজ

করবেন না। আপনেগ গোমস্তা আছে, হেরাঐতো বেবাক কাম কাইজ করে। আপনেরা ইচ্ছা অইলে খেতখোলায় দুই একবার গেলেন নাইলে না গেলেন। তয় আমার কতাডি কইলাম একটাও বানাইন্না কিচ্ছা না কত্তারা। বেবাকঐ হাচা কতা। একজনের জীবোন মরণের গটনা আরেকজনে যহন হোনে তহন তার কাছে কিচ্ছাঐ মোনে অয়। হুইন্না ইট্টু আমদ পায়, আসে, নাইলে মোন খারাপ করে। দুখের নিয়াস ছাড়ে।

কি জানি কইতাছিলাম? হ, ছেলামীর কতা। নাওয়াইয়া ধোয়াইয়া নতুন কাপোড় চোপড় পরাইয়া, উডানে একখানা নতুন পাডি বিছাইয়া পোলারে হেইডার উপরে বহায় গেরস্তে। পোলার সামনে থাকে পিতলের বড় একখানা পানদান। হেই পানদানে সাজাইন্না থাকে পান সুবারি। আত্মীয় স্বজনরা মেজবানী খাইয়া পোলাডার সামনে আহে। পানদা থন একখান পান তুইল্লা মুকে দেয় আর পানদানে থোয় টেকা পয়সা, নাইলে সোনার আনটি। এইডা অইলো ছেলামী। তয় ছেলামী লইয়া আত্মীয় স্বজনরা, যার লগে যার রেসারেসি আছে হেরা একখান কারবার করে। ধরেন আপনের দুই আত্মীয়রঐ সমান খাতির। তয় হেগ দুইজনের মইদ্যে আছে রেষারেষি। কেঐ কেঐর লগে কতা কয় না। হেরা দুইজন করব কি, পানদানের সামনে আইয়া বইয়া থাকব। কেঐ সহজে মুকে পান দিব না। ছেলামীও দিব না। কি কারণ? কারণ অইলো একজনে আরেকজনের থিকা বেশি দিব এর লেইগা বইয়া থাকে। বইয়া দেহে কেডা আগে দেয় আর হেয় কত দিলো। একজোনে যুদি পাচ টেকা দেয় তাইলে আরেকজোনে দিব ছয় টেকা। এর লেইগা কেঐ আগে দিতে চায় না। বইয়া থাকে। বইয়া থাকতে থাকতে রাইত কইরা হালাইতেও দেকছি আমি। আইজকাইল এমুন অয়নি কত্তারা? অয় না? আইচ্ছা। কেমনে অইব কন কত্তারা! মাইনষের মোনে কি আগের লাহান সুক শানতি আছে নিহি? আত্মীয় স্বজনের মইদ্যে রেসারেসি থাকলেও হেইডি লইয়া কেঐ বেশি চিনতা ভাবনা করে না।

আইচ্ছা আরেকখান কতা জিগাই আপনেগ। পোলাপানের খাতনা অইলে আইজ কাইল যেই আত্মীয় স্বজনেরা দেকতে আহে, হেরা কি লইয়াহে? বেশীর ভাগঐ আহেনা কইলেন? আইচ্ছা। দুই একজনে আইলে কি লইয়াহে? বিচকুট নাইলে মিসটি! খুব কম আনে? আইচ্ছা। এই হগল আনব না আনব কি কন! আকাল তো! মাইনষের মোনে তো সুক নাই, আতে টেকা পয়সা নাই। খেতখোলায় ধানপান অয় না আগের লাহান। আনব কেমনে! তয় আগের দিনের কতা তো আপনেগ মোনে আছে কত্তারা! আপনেগ যহন খাতনা অইছে

তহনকার কথা। হ মোনে থাকনের তো কতা। মাইনষের কইলাম দুইডা কথা হারাজীবোন মোনে থাকে। বেডা মাইনষের অইলো খাতনা আর বিয়ার রাইতের কতা। মাইয়া মাইনষের অইলো, যাউকগা হেইডা আর না কইলাম। আপনেরা বুদ্ধিমান মানুষ। বেবাক কতা আপনেগ কওন লাগে না। বুইজ্জা লইয়েন।

আপনেগ খাতনার সুময় কি দেকছেন কত্তারা? খাতনা অওনের পর তফন পিন্দা ঘরে বইয়া থাকতেন। আত্মীয় সজনরা দেকতে আইতো আপনেগ। কি লইয়াইতো দেকতে? মোনে আছে না? হ, মোনে থাকনের কতা। কি কইলেন? হ হ, মোয়া লাড্ডু লইয়াইতো। আত্মীয়ের পোলার খাতনা অইছে হোনলেঐ বাড়ির মেইয়া ছেইলাগ একখান কাম বাইরা যাইতো। লাড্ডু মোয়া বানানের কাম। দিন রাইত নাই, লাড্ডু মোয়া বানাইতে বইয়া যাইতো হেরা। কত পদের লাড্ডু মোয়া যে বানাইতো! মুড়ি দিয়া চিরা দিয়া কাঐন দিয়া নাইরকল দিয়া। তিলের মোয়া বানাইতো তিল বাইট্টা চাউলের গুরির লগে মিশাইয়া, গরম ঝোলা মিডাইতে পাক দিয়া। তারবাদে চাঙ্গারি ভইরা হেই লাড্ডু মোয়া লইয়া যাইতো আত্মীয় পোলারে দেকতে। আহা রে আইজকাইলকার পোলাপানে হেই লাড্ডু মোয়া চোক্কেও দেহে না। সাদ কেমুন জানে না। পোড়া কপাল লইয়া জনমাইছে আইজকাইলকার বেবাক পোলাপান। সুকের দিনডা অরা চোক্কে দেকলো না। দাদা নানার মুকে হেই হগল দিনের কতা হোনলে টাসকা লাইগ্গা থাকে। বিশ্বাস করে না। মোনে করে এই হগল অইলো কিচ্ছা। পোলাপান ভুলানের লেইগা কয় মাইনষে। মিছা কতা। কাইল রাইতে পরীরে কত কইলাম। পরী হু হা করলো। বিশ্বাস করলো বুইলা মোনো অইলো না।

পরী ও পরী নিদ ভাঙছে নি তর? আ?

না ভাঙে নাই। আইজ রাইতে আর ভাঙব না। দেন কত্তারা, তামুক খান, ইবার আমিঐ হাজাই। পারুম। দেন। কি, গোমস্তায় হাজাইয়া দিয়া যাইব। হেয়ও অহনতরি জাগনানি? আ, দূরে বইয়া আমার কিচ্ছা হোনতাছে! হুনুক হুনুক, তয় তামুকখান আরেকবার হাজাইয়া আনেন গোমস্তাবাই। কত্তাগ খাওয়ান, আমারেও খাওয়ান। আর পারলে আমারে ইট্টু পানিও খাওয়াইয়েন। বড় তিসনা লাগছে। প্যাচাইল পারতে পারতে গলাডা হুগাইয়া গ্যাছে। হুগাইব না ক্যান। যেই গোস্ত খাইছি আইজ। গোস্ত খাইলে ঘন ঘন তিসনা লাগে। হোনছেন না সুইন্দর বনের বাঘ সব সুময় পানির সামনে থাকে। গোস্ত খায়তো, হের লেইগা ঘন ঘন তিসনা লাগে বাঘের। ঘন ঘন পানি খাওন লাগে। হের লেইগাঐ খালপাড়ের জঙ্গলের মইদ্যে থাকে হেরা। বাঘে ঘন ঘন পানি খাইব লেইককাঐ বলে আল্লায় সুইন্দর বনের ভিতরে এত খাল দিছে।

আহা পানি খাইয়া জানডা জুড়াইয়া গেলো। তয় চাবকলের পানিডা আমার সাদ লাগে না। আমরা তো হারাজীবোন খাইছি গাঙ্গের পানি। অব্বাসখান রইয়া গেছে। যাউক পানি খাইছি তো! অহন তামুকখান খাইলেঐ আবার প্যাচাইল পারন যাইব। হারারাইত পারন যাইব। আপনেগ ধইজ্জ থাকব তো কত্তারা? না না, কি কন আমার আবার কষ্ট কি! বেবাক কতা আপনেগ কইতে পারলে বুকটা পাতলা অইব। কাইল যদি মইরাও যাই তাও আরামে মরতে পারুম। মোনের কতা না কইয়া মরণেও সুক নাই। তয় আমার মোনে অয় হবিরে মরণ নাই। আরো বহুত দুখ আছে কপালে। আরো বহুত কিছু দেইক্কা মরণ লাগব আমার। কপালে বাইন্দা দিছে আললায়। নাইলে তো কবেঐ মইরা যাইতাম। এত কিছু দেহন লাগতো না। দেকতে দেকতে চোক্কু কানা অইয়া যাইতো না। দুখের কতা হোনতে হোনতে কান দুইডা বয়রা অইয়া যাইতো না। হোনেন বেবাক বিত্তান্ত। দুখের বিত্তান্ত।

এক বাইয্যায় আমার মায় এন্তেকাল করলো। হেইবার বাইয্যাখানও অইছিলো। দুই চাইর বচ্ছরে এমুন বাইয্যা অয় নাই। বাড়ির উডানে পানি আইয়া পড়ে, এমুন। চকে লগ্নি ঠাই পায় না এমুন পানি অইছে। ঘোলাপানি। গাঙ্গে কাডাল লাইগা গ্যাছে। আর দিন রাইত টিবির টিবির কইরা বিষ্টি পড়ে। বদর রোস্তম আছিলো চিন্তায়। বউন্না না অইয়া যায় ইবার। তাইলে জমিনের বেবাক ধান পাইনতে যাইব। আবার আকাল লাইগা যাইব সোংসারে। হেগ চিনতার কারণ বুইজ্জা আমারও চিনতা অয়। আবার নি পোলাপান লইয়া না খাইয়া থাকন লাগে! অহন তো আবার সোংসার বড়। বুড়া মা বাপ আছে। আরো দুইখান পোলাপান বাড়ছে সোংসারে। বাঘা আর ময়না। বউন্নার চিন্তাডা, আকালের চিন্তাডা সোংসারের বেবাক মাইনষের মোনেঐ উদয় অইছিলো। মায় বাজানে, বদর রোস্তম আমি কাসু হামি পেত্যেকের মোনে আকালের চিন্তা। পানির জোর দেইক্কা, টিবির টিবির বিষ্টি দেকক্কা মুকখান মেগলা আসমানের লাহান অইয়া রইছে বেবাকতের। খালি বাঘা আর ময়নার মোনে কুনো ভাবনা চিন্তা নাই। বাঘা ডাঙ্গর ডোঙ্গর অইয়া উটতাছে। তাগরা তোগরা অইয়া উটছে। তয় টরটইরামিডা কমে নাই। যহন ইচ্ছা বিষ্টির মইদ্যে খালি গায় ঘরথন বাইর অইয়া যায়। তফন কাছা মাইরা বিষ্টিতে ভিজে। বাড়ির লগে, ভাঙ্গনমিহি আছিলো পুরানা একখান বউন্নাগাচ। দিনে দিনে কাইত অইয়া পড়ছে গাচখান। তয় বাইয্যাকালে রাজাআসের আন্ডার লাহান গোটা অইতো। লুঙ্গি কাছা মাইরা বিষ্টির মইদ্যে বাঘা গিয়া হেই গাছে উটতো। তারবাদে বউন্না

গোটা ছিড়া পাইনতে ফিক্কা ফিক্কা হালাইতো। আবার যহন মোন চাইতো নিজেও হেই বউন্না গাচের উপর থিকা ফাল দিয়া পড়তো পাইনতে। তারবাদে পানির মইদ্যে ডুবাডুবি। হাতঐরা চকে জাইতোগা। কেডা না করব অরে! কার কতা হোনব অয়! তয় সোংসারের বেবাক মাইনষে কইলাম বাঘারে লইয়া চিনতায় থাকত। জরজারি না অয় পোলাডার। এই যে ফালদা পড়ে পাইনতে, পানির নিচে যুদি গাছের খাড়া ডাইল মাইল থাকে, বাশ কনচি থাকে, পেড দিয়া হাইন্দা মরব না! খালি চিনতাইকরণ যায় বাঘারে লইয়া, কতওন যায় না। কইলে হেইডা আরো বেশি কইরা করব। আর ময়না আছে ঘরের মইদ্যে। খালি পটর পটর কতা কয়। কি থুইয়া কি কইব কুনো আগামাতা নাই। ময়নার কতা হোনতে হোনতে কান বয়রা অওনের জোগাড় বেবাকতের। কি করুম, হোনন তো লাগবঐ। এই রকম মেগবিষ্টিতে বাইরে যাওনের জো নাই। আর বাইরে যাইয়াঐ কি করব মাইনষে। কামকাইজ তো নাই। মার জর অইছিলো হেই বচ্ছর। বিষ্টিডার মতন কেমুন জানি টিবাইন্না একখান জর। ইট্টু ইট্টু জ্বর থাকে হারাদিন। আর খুকুর খুকুর একখান কাশ। ভাত পানি খাইতে পারে না।

একদিন বিয়ালথন মার জরডা বাইরা গ্যালো। জরে পুইরা যায় মার শইলখান। আমরা বেবাকতে হেদিন মার ঘরে। চকিতে হুইয়া রইছে মায়। বাজানে বইয়া রইছে ঘরের মইদ্যে একখান ফিরিতে। বইয়া বইয়া তামুক খাইতাছে। বিষ্টিডাও বহুত বাড়ছে হেদিন। নিজুম অইয়া নামছে। বিয়ালবেলাঐ আন্দার অইয়া গ্যাছে চাইরদিক। এই ঘরথনে ঐঘর দেহা যায় না এমুন বিষ্টি। বিষ্টির মিহি চুপচাপ চাইয়া রইছে বাজানে। চাইয়া চাইয়া তামুক টানে। কেঐর লগে কতা কয় না। কাসু আর হামি বইয়া রইছে বাজানে। চাইয়া চাইয়া তামুক টানে। কেঐর লগে কতা কয় না। কাসু আর হামি বইয়া রইছে মার মাতার সামনে। আমি বদর আর রোস্তম বইয়া রইছি। বাঘা বিষ্টির মইদ্যে উডানে ঘুরতাছে। ময়না পটর পটর কইরা কইতাছে, ও দাদী কি অইছে তুমার? আমরা আইজ খল্লামাচ দিয়া ভাত খাইছি। বাঘায় খালি বউন্নাগাচ থন ফাল দেয়। হামিবুর বিয়া অইব না! দাদায় কতা কয় না ক্যা? ও বাজান, তুমার নাম সেরু হাজাম?

মরয়নার কতা কেঐ খেল করে না।

হাজেরবেলা মায় হটাস কইরা চিল্লানি দিলো। ও বউ, বউ ঘরে কুপি আঙ্গাও না! এমুন আন্দার লাগতাছে ক্যা?

হুইন্না আমরা বেবাকতে চইমকা উটলাম। ঘরের মইদ্যে কুনসুম দিহি কুপি আঙ্গাইছে কাসু! তাইলে কি কয় মায়!

বাজানের মিহি চাইছি আমি। দেহি হেয় বাইরে বিষ্টির মিহি চাইয়া রইছে। দুই চোক্কু দিয়া পানি পড়তাছে হের। দেইক্কা কেঐ কিছু বুঝলো না, আমি বুইজ্জা গেলাম, মায় আমার চললো।

হেইভাঐ শ্যাষ কতা আছিলো মার। আর কুনো কতা কইতে পারে নাই। চোক্কু বড় বড় কইরা বেবাকতের মিহি চাইলো। তারবাদে যে চোক্কু বোজলো হেই চোক্কু আর খোললো না।

তয় একখান বড় কেরামতি কারবার অইছিলো মার মরণের লগে লগে। বিষ্টিডা থাইম্মা গেছিলো। এক্কেরে থাইম্মা গেছিলো। আমাগ তো তহন হেই খেল নাই। চিইক্কর পাইরা কানতাছে বেবাকতে। কাসু হামি বদর রোস্তম আমি। বাজানেও কান্দে। তয় কুনো আওয়াজ অয় না। চোক্কু দিয়া খালি পানি পড়ে হের। বাঘায় আছিলো উডানে। আমাগ কান্দোন কাডোন হুইন্না আইলো। তারবাদে চকির উপরে মার মিহি একবার চাইয়া থোম ধইরা থাকলো, কতাবার্তা কয় না, কান্দে না। একদিষ্টে মার মুকের মিহি চাইয়া রইলো।

রাইত দুইফরে বাজানে কইলো, তগ আপদ বিপদ বেবাক কাইট্টা গেল রে সেরু। বিষ্টি থাইম্মা গেলো। বাইষ্যার পানিও কাইলথন কইম্মা যাইব। ধানপানের কুনো ক্ষতি অইব না। আকালে পড়বি না তরা। দেকবি কাইলথন রইদও উঠব। এইডা আছিলো অলইক্কা বিষ্টি। এইরকম বিষ্টি অইলে কেঐ না কেঐ মরবঐ। না মরণতমুক বিষ্টি থামব না। রইদ উটব না।

হাচাঐ, হাচাঐ কইছিলো বাজানে। পরদিন বিয়ানে যহন মারে নাওয়ে উডাইছি আমরা, গোরস্তানে লইয়া যামু, দেহি কি সোন্দর রইদ উঠছে। চকে ঘোলাপানি নাই। কালাপানি আইয়া পড়ছে। বাইষ্যার পানিও আইজথন কইম্মা যাইব। মায় মইরা নি আকালের আতথন আমাগ বেবাকতেরে বাচাইয়া দিয়া গেলো!

মায় মইরা যাওনের পরথন বাজানের বেবাক দেহাসুনার কাম লইলো আমার বড় মাইয়া হামি। হামিরে কেঐ কইয়া দেয় নাই, ও হামি তর দাদার বেবাক কাম অহন থিকা তুই করবি। হামি নিজেতথনেঐ করতে আরম্ভ করলো। বাজানের তামুক হাজাইয়া দেয়, নাওনের কতা মোনে করাইয়া দেয়। খাওন দাওন দেয়। বাজানে হুইয়া থাকলে হের মাথায় তেল দিয়া দেয়। আতপাও টিপ্পা দেয়। তয় বাজানে কইলাম কেঐর লগে বেশি কতা কয় না। হামি হারাদিন

আছে হের লগে। দুই একখান কথা যা কয় বাজানে হামির লগেঐ কয়। সুকের কতা, দুখের কতা।

তয় হামির কতাডা আপনেরা বোজলেন নি কত্তারা! এইডা অইলো মাইয়া ছেইলার সবাব। সোংসারের যেই মানুষটারে মাইয়া ছেইলারা মোনে করে বড় একলা অইয়া পড়ছে, হেরে কইলাম কেঐ না কইয়া দিলেও কুনো না কুনো মাইয়া ছেইলাই ভিন নজরে দেকব। সেবাযত্ন করব। মায় মরণের পর মার কামডি বাজানের লেইগা করছে আমার আরেক মায়। হামি।

হেই বচ্ছর ধানপান উইট্টা যাওনের পর বাজানে আমারে কইলো, সেরু মাইয়ার বিয়া ঠিক কর। আমিও মোনে অয় আর বেশিদিন নাই। নাতীন জামাইডা দেইক্কা যাই।

বাজানের কতা হুইন্না পোলার তাল্লাসে লাইগ্যা গেলাম। ঘটকারে খবর দিয়া কইলাম আমার মাইয়ার লেইগা পোলা দেহো। এই শীতেঐ বিয়া দিমু। বাজানে নাতনি জামাই দেইক্কা মরব।

সাতদিন বাদে ঘটকায় খবর আনলো, কামাড় গাওয়ের একখান পোলা আছে। তিন ভাই হেরা! বড় দুই ভাই বিয়াসাদি কইরা টাউনে বন্দরে চইলা গ্যাছে। মা লইয়া পোলায় একলা। জাগাজমিন নাই। বাইত একখান ঘর আছে। শীতের দিনে হাজামী করে। অন্যদিনে করে মাইনষের খেতখোলায় কাম। তয় সুকেঐ থাকব তুমার মাইয়ায়। পোলার মায় মইরা যাইব হবিরেঐ, থুরথুইরা বুড়া। হেয় মরলে সোংসারে আর ঝামেলা কি! দুইজন মাইনষের সংসার চইলা যাইব।

বাজানে হুইন্না কইলো, ভালো কইরা কতাবাত্তা কও। বদর গিয়া পোলা দেইক্কাহুক। হৌরবাড়ি অইলো মাইয়া মাইনষের কপালের জাগা। মাইয়ার কপাল ভালা অইলে জামাইর উন্নতি অইবঐ। গরীব থাকব না। তয় হামির মোনে অয় কপালডা ভালাঐ অইব, সুকেই থাকব মাইয়াডা। তুমি ভালা কইরা কথা কও। এই মাসেঐ বিয়া দিমু হামির।

হ, হেই মাসেঐ বিয়া অইছিলো হামির। কামাড় গাওর পোলা ওফাজদ্দি হাজামের লগে হামি অহন জামাই লইয়া গলাচিপা না কুন জাগায় জানি থাকে। হুনছি চাইর পাঁচখান পোলাপান অইছে হামির। জামাই হাজামী ছাইরা দিছে ম্যালাদিন আগে। হামির হরি মরণের লগে লগে। তারবাদে বউ লইয়া দেশ গেরাম ছাইরা গলাচিপা গ্যাছে গা। গলাচিপা অইলো বরিশাল দিসটিকে। হেহেনে গিয়া মাছের বেপারী অইছে জামাই। অহন বলে ম্যালা টেকা পয়সার

মালিক। আইজ কুড়ি পচিশ বছর হামির লগে আমার দেহা অয় না। দেহা অইলেও মোনে অয় হামি হের বাজানরে আর চিনতে পারব না। বুজলেন কত্তারা, কাল অইলো বহুত বজ্জাত একখান জিনিস। মাইনষের বেবাক কিছু ভুলাইয়া দেয়, সম্পর্ক নষ্ট কইরা দেয়। বাপেরে মাইয়ায় ভুইল্লা যায়। চিনতে পারে না। সমবাদ লয় না। বাপেও ভুইললা যায় মাইয়ারে। যেমুন হামি যে অহনতরি বাইচ্চা রইছে, আমার মাইয়া, হেই কতাখান আইজকাইল আমার আর মোনেও পড়ে না। আইজ আপনেগ কাছে নিজের বেবাক কতা কইতাছি দেইক্কা হামির কতাও মোনে পড়লো। বহুত দিনি বাদে। নাইলে ভুইল্ল্যাঐ গেছিলাম যে আমার একখান মাইয়া অহনতরি বাইচ্চা রইছে, জামাই পোলাপান লইয়া সুকে আছে। থাউক আল্লায় অরে সুকে রাখুক। বাজানে মুসাফির অইছে, মাইনষের দোরে দোরে ঘুইরা ভিক্কা কইরা খায়, ঘরবাড়ি জাগা জমিন বেবাক গেছে গাঙ্গে। ভাই বেরাদররা কেঐ মরছে, কেঐ বেবাগী অইছে, কেঐ গ্যাছে জেলে, কিছুঐ জানে না হামি। জানোনের দরকারও মোনে করে না। মাইয়া জন্ম দেওনের দোষঐ অইলো এইডা কত্তারা। জামাই সোংসার অইলে মাইয়ারা মা বাপের কথা মোনে রাকে না। ভুইল্লা যায়। এর লেইগা সোংসারে মাইয়া জন্মাইলে দেকবেন গেরস্তে বহুত বেজার অয়। আহা রে মাইয়া! এই হামি বিয়ার পর দুইবার না তিনবার নাঐর আইছিলো আমাগ বাইত। পয়লাবার আইলো বাজানের এন্তেকালের খাবর পাইয়া। চিইক্কর পারতে পারতে আইলো, দাদাগো, আমার দাদা, আমাগ থুইয়া কই গ্যালা গা গো!

তারবাদে দুই বচ্ছরে আরো দুইবার আইছিলো। শ্যাষবার আইলো দেশ গেরাম ছাইরা চইলা যাওনের আগে। ঘরখান, বাড়িডা তহন জামাইয়ে বেইচ্চা হালাইছে। হামি কইলো, কি করুম বাজান। চইলা যাওনঐ ভালা। এহেনে কামলা দিয়া হাজামী কইরা হেয় সোংসার চালাইতে পারে না। ঐ দেশে হের এক আত্মীয় আছে। মাছের কারবার করে। হেয় কইছে ঘরবাড়ি বেইচ্চা কিছু টেকা পয়সা লইয়া আয়। কারবার হিগাইয়া দিমুনে।

মোনে অয় কারবারডা হেয় ভালঐ হিগাইছিলো হামির জামাইরে। ম্যালা টেকা পয়সা অইছে জামাইয়ের। হের লেইগাঐ কুনোদিন আর দেশ গেরামে আইলো না। মা বাপের সমবাত লইলো না। ভাই বেরাদরের সমবাত লইলো না।

তয় বিয়ার আগে আমাগ লেইগা ম্যালা টান আছিলো হামির। বাজানের লেইগা বহু মহব্বত আছিলো হামির। মায় মরণের পর থিকা বাজানের দেহাসুনা

তো হামিঐ করতো। বিয়ার পর বাজানের গলা প্যাচাইয়া ধইরা চিইক্কর পাইরা কানছিলো। হেই কান্দোনডা আমি কুনোদিন ভুলতে পারুম না। মা বাপের গলা প্যাচাইয়া ধইরাও এত কান্দোন কান্দে না লায়েক মাইয়ারা। হামি আমারে আর কাসুরে প্যাচাইয়া ধইরাও বিয়ারদিন এত কান্দে নাই। বাজানেও কানছিলো। চিইক্কর পাইরা কানছিলো। মায় মইরা যাওনের দিনও এত কান্দে নাই বাজানে। হামিরে প্যাচাইয়া ধইরা কানতে কানতে বাজানে কইছিলো, তর দাদী গ্যালো গা, আইজ তুইও যাইতাছচ গা! আমি কি লইয়া থাকুম রে, ও হামি!

জামাইর লগে আইছিলো চাইর পাচজোন মানুষ। একখান কেরাই নাও লইয়াইছিলো। বিয়াইন্না রাইত্রে কামাড়গাওয়ের গাঙ্গের পারথন নাও লইয়া মেলা দিচ্ছিলো, রানাইদ্যা আইতে আইতে বিয়াল অইয়া গেছিলো। রাইত্রে বিয়া অইলো হামির। হারারাইত হেজাগ জ্বললো আমাগ বাইত। মানুষজন বেবাকতে জাইগ্যা রইলো। বিয়ানবেলা রইদ উডোনের আগে কাইন্দা কাইট্টা হামি গিয়া জামাইর লগে নাওয়ে উটলো। আমি আমার তিন পোলায় আর ময়না গাঙ্গপার গিয়া হামিরে নাওয়ে উডাইয়া দিলাম। নাও ছাইরা দেওনের লগে লগে আমার খালি একখান কতাঐ মোনে অইছিলো কত্তারা, আইজথন হামি আমার পর অইয়া গ্যালো। হাচাঐ। হেরবাদে যেই দুইবার তিনবার হামি আমাগ বাইত আইছিলো, হামির মুকের মিহি চাইয়া আমার কইলাম ক্যান জানি খালি ঐ কতাডাঐ মোনে অইছে। হামি আর আমাগ কেঐ না। বাজানে এন্তেকাল করছে হুইন্না চিইক্কর পাড়তে পাড়তে আইলো হামি। বাইত্তে আইয়া উডানে গইড়াইয়া কানলো। দেইক্কা আমার মোনে অইলো এইডা আসল কান্দোন না। পরে বুজছিলাম, হ হাচাঐ। কান্দোন কাডন শ্যাষ কইরা হামি আমারে জিগাইছিলো, ও বাজান দাদায় আমারে কিছু দিয়া যায় নাই? টেকা পয়সা, জাগা জমিন। হুইন্না আমার দোম বন্দ অইয়া আহে। কি কমু, বাজানে তো কেঐরেঐ কিছু দিয়া যায় নাই এইডা মাইয়ারে কই কেমনে! মোনে দুখ পাইব না!

কইলাম, মিছা কতা কইলাম। হ, একশোডা টেকা দিয়া গ্যাছে তরে। যাওনের সুময় আমার কাছ থন লইয়া যাইচ। তয় এই বাড়ির কেঐ য্যান না হোনে।

হাজামী কইরা চুপ্পে আমি শখানি টেকা জমাইছিলাম। যাওনের সময় হেইডা দিয়া দিলাম হামিরে। মাইয়া মানুষ কারে কয় বোজেন কত্তারা। বিয়া অওনের পর মাইয়ারা খালি চায় কেমনে বাপের বাড়িথন এইডা নেওন যায়,

ঐডা নেওন যায়। মা বাপে দুখে আছে না কি, হেইডার খবর লয় না। ভাইবাও দেহে না।

হামির বিয়ার ছয় সাত মাস বাদেঐ বাজানে মরলো। হেইডাও বাইষ্যাকাল। তয় পুরা বাইষ্যা না। গেরামে খালি জোয়াইরা পানি আইছে, এমুন সুময়। ইট্টু ইট্টু মেগ বিষ্টি অয়। মাইনষে বাইষ্যা কালের লেইগা নাওদোন উডাইয়া ঠিকঠাক করতাছে। আর জোয়াইরা পানির মাছ মারে। আইজকাল তো আর হেমুন জোয়ারও আহে না গেরামে মাছও ওডে না। গাঙ্গগুনি গ্যাছে হুগাইয়া। বেবাকহানে চর পইড়া গ্যাছে। আগের খরালীকালে গাঙ্গে যেই পানি থাকত আইজকাইল বাইষ্যাকালে হেই পানি থাকে না। গাঙ্গে যুদি বেশি পানি না থাকে তাইলে খালি মেগ বিষ্টিতে আর কতাহানি পানি বাড়ব! আইজকাইল দেহেন না বাইষ্যাকালে চকে ঠাই পাওয়া যায়। আগের দিনে মাইনষের ঠাই পাওন তো দূরের কতা, দশ বারো আইত্তা লগ্নিও ঠাই পাইতো না চকে! জষ্টি মাসের শ্যাষ নাইলে আষাঢ়ের পয়লা পথথম, দিন রাইত মেগ বিষ্টি অইতো। হেই মেগের আবার গুরগুরানি একখানা ডাক আছিলো। হেই ডাকে গাঙ্গের পানি গাবিন গাইয়ের পেডের লাহান ফুইল্লা উটতো। খাল দিয়া গাঙ্গের পানি বেবাক আইয়া হানতো গেরামে। লগে তো মেগখান আছেঐ। দুই চাইরদিনের মইদ্যে খাল ভইরা পানি উইট্টা যাইতো চকে, মাইনষের খেতখোলায়। মেঘখানরে কইতো জোয়াইরা মেগ, পানিখানরে কইতো জোয়াইরা পানি। জোয়াইরা পানি গেরামে আহনের লগে লগে কাম কাইজ বাইড়া যাইতো গেরস্তের। যারা পাট বুনতো হেগ লাগতো পাট কাডনের ধুম। পাটের আডি বাইন্দা হেই পাট জাগ দেওনের ধুম। তিল কাঐন কাডোনের সুময় অইলো জষ্টি আষাঢ় মাস। জোয়াইরা মাস। আর যেই গেরস্তরা আউস ধান বোনতো, জোয়াইরা মাসে আউস ধানও পাকে, আউস ধান কাডোনের ধুম পইড়া যাইতো। খরালীকালে গেরস্তের ডিঙ্গিনাও কোষানাওগুনি পুকঐরে ডুবাইন্না থাকে। জোয়ার আহনের লগে লগে হেই নাও উডাইয়া আলকাতরা মাইট্টা তেল দিয়া ঠিকঠাক করন লাগে। বাইষ্যাকালে নাওদোন ছাড়া গেরস্তে চলব কেমনে! আরেকখান কাম আছিলো ঐ দিনে। হেইডা অইলো নেশার কাম। জোয়াইরা পানির লাগে মাছ উঠতো ম্যালা। হেই মাছ মারনের কাম। দিন ভইরা খেতখোলার কাম কইরা রাইত ভইরা একআতে হারিকেন আর ডুলা, আরেক আতে টেডা লইয়া মাছ মারতে বাইর অইতো গেরস্তরা। আইজকাইল জোয়ারখান আহে ঠিকঐ তয় মাছ কইলাম অমুন আহে না। আইব কেমনে কন কত্তারা, গিরামের বিলবাঐরে জমিনের পোম বাড়ানের

লেইগা মাইনষে আইজকাল ফাস দেয়। বোজলেন, অসুঐদ, বিষাক্ত অসুঐদ। হেই অসুঐদের গোন্দে মাছ আর ওডে না বিলাবাঐরে। দিন পাইল্টা গ্যাছে। সুকে থাকনের লেইগা, পেড ভইরা খাওনের লেইগা আমাগ দেশের মাইনষেরা কত আকাম কুকাম যে করছে! কইরা নিজেগ পাইন মাইরা দিছে। সুকে তো থাকতে পারেঐ না, পেড ভইরা খাওনও পায় না। অহন যেই আকালডা চলতাছে হেইডা পনচাশ সনের আকালের থিকাও বড়। পনচাশ সনের আকালডা চোক্কে দেখছিলো মাইনষে। না খাইয়া বেসুমার মানুষ মরছে। তয় আকাল লাগনের আগে আর আকাল শ্যাষ অওনের পর মাইনষে তো সুকেঐ কাডাইছে। আইজকাইলকার লাহান পেডের খিদা চাইপ্পা চুইপ্পা রাইখা, চুপচাপ মইরা যায় নাই। কলিকালে মানুষজন যায় চতুর অইয়া। না খাইয়া থাকলেও সরমের চোডে মাইনষেরে কইতে চায় না।

যাউকগা, কইতাছিলাম বাজানের ইন্তেকাল করনের কতা, না? হ। আষাঢ় মাসের তিন চাইরদিন গ্যাছে, এমুন সুময় বাজানে এন্তেকাল করলো। বিয়াইন্না রাইত্রে। আমরা বেবাকতে টের পাইলাম যহন বেইল উইট্টা গ্যাছে। বদর আর রোস্তম তহন বাইত নাই। জোয়াইরা পানির মাছ মারতে আতে হারিকেন টেডা আর ডুলা লইয়া, আগের রাইতে ভাত পানি খাইয়া বাইর অইছে বদর। রোস্তম গ্যাছে হারিকেন আর একখান পল্যে লইয়া পিরের বোয়াল মারতে। মাজায় প্যাচাইয়া লইয়া গ্যাছে শক্ত একখান রশি। বোয়াল মাইরা রশিতে বাইন্দা বাইত আনব।

পিরের বোয়াল বোজেন নি আপনেরা কত্তা! গেরামে জোয়ার আহনের লগে লগে গাঙ্গথনে বিল বাঐরথনে ম্যালা বোয়ালমাছ আহে। মাইগ্যা বোয়ালডির পেডভরা থাকে আন্ডায়। জোয়াইরা পানি পাইলে পেডে কামড়ানি অয় মাইগ্যা বোয়ালের। আর শইলথন বাইর অয় একখান বাস। তহন চকের কম পাইনতে আইয়া পেডখান আসমানের দিকে দিয়া পইরা থাকে মাইগ্যা বোয়ালডি। আর হেগ শইল্লের বাসে বেবাক মন্দা বোয়াল আহে হেগ কাছে। আইয়া পেড কামরাইয়া দেয়। দুইতিন খান, চাইর পাচখান বোয়াল একলগে দলা পাকাইয়া যায় তহন। পাইনতে খলবল আওয়াজ করে, কোত্ কোত্ আওয়াজ করে। হেই আওয়াজ হুইন্না মাইনষে গিয়া পলো দিয়া চাব দিয়া ধরে। তয় পলো দিয়া চাব দেওনের লগে লগে কইলাম পলোর ভিতরে আত দেওন যায় না। লগে লগে আত দিলে মন্দা বোয়ালেরা আত কামড়াইয়া খাইয়া হালাইবো। আত দেওন লাগে ঘন্টাহানি পরে। তহন মাছগুনি কাহিল অইয়া যায়। আর টেডা দিয়া জুতি

দিয়া পিরের বোয়াল মারে না ক্যান মাইনষে, হেইডা জানেন নি কত্তারা! হে হে, এইডা অইলো একখান চালাকি। জুতি টেডা দিয়া কোব দিলে একখানের বেশি বোয়াল গাথন যায় না হের লেইগা।

বদর আর রোস্তম জোয়াইরা পানি আহনের লগে লগে রোজ রাইত্রে বাইর অইয়া যায় মাছ মারতে। বাঘা যায় না। বেশি আড়াআড়ি করতে চায় না। বাঘা তহন ডাঙ্গর অইয়া গ্যাছে। অইলে অইব কি! বহুত আইলসা মানুষ বাঘা। শইলখান অইছে বিরাট। মোডাগাডা। বিয়ানথন দুইফর তমুক ইয়ার দোস্তগ লগে দিগলী বাজারে গিয়া বইয়া থাকে। তামুক খায় না। খায় বিড়ি। দুইফরসুম আইয়া তিনথাল ভাত খাইয়া বাজানের ঘরে গিয়া হুইয়া হাজতমুক নিদ যায়। তারবাদে উইট্টা আবার যায় দিগলীর বাজারে। রাইত দুইফরে ঢক দিয়া চিল্লাইয়া চিল্লাইয়া গান গাইতে গাইতে বাইত আহে। বাজানের কতায় হাজামীডা অরে আমি হিগাই নাই। বাজানে কইছিলো অর চোক্কে একখান বদ জিনিস আছে। ও মানুষজন মাইরা হালাইব।

তয় বাঘারে লইয়া আমি তহন বহুত চিন্তায় আছি। পোলাডা ডাঙ্গর অইছে। কামকাইজ হিগলো না, গেরস্তিও করতে চায় না। খেতখোলায় যায় না। বড় দুই ভাই খাইট্টা মরে, চাইয়া দেহে না। অরাদিন যাইব কেমনে! বিয়াসাদি করলে বউ পোলাপানরে খাওয়াইবো কি! বদর রোস্তমরে লইয়া চিন্তা নাই। হেরা গেরস্ত অইছে। আবার ধম্মের কাম কইরাও আয় বরকত করে। এইবার ধান উটলে বদররে বিয়া করামু। মাইয়া দেইখা রাকছি কুসুমপুর। তারবাদে করামু রোস্তমরে। তারবাদে দিমু ময়নারে বিয়া। মাইয়াডা বলদা অইছে। ডাঙ্গর অইছে, তাও বোঝে না ডাঙ্গর অইলে মাইয়া মাইনষের কি করন লাগে। কই যাওন যায়, কই যাওন যায় না। ময়নার যেহেনে মর্জি হেহেনে যায় গা। যে ডাক দেয় হের লগেঐ যায়গা। কাসু অরে চোক্কে চোক্কে রাকে। এইডা অইছে আরেক জ্বালা। এত জ্বালা সমু কেমনে। বাঘা আর ময়না, এই দুইডা পোলাপানের চিন্তায় আমার নিদ আহে না। পাগল পাগল লাগে। যার কাছথন বুদ্ধি পরামশ্য লমু, জোয়াইরা পানি আহনের লগে লগে হেয়ও মইরা গ্যালো। বোজলেন নি কত্তারা! আমার বাজানে। না কুনো অসুক বিসুক আছিলো না। বাজানের বয়েস অইছিলো পাচকুড়ির লাহান। চলা ফিরা করতে পারতো না। হের ঘরে একখান চকি আছিলো। হেই চকির উপরে হারাদিন বইয়া থাকত। নামাজ কালাম পড়তো। বাইরে যাওনের দরকার অইলে আমরা যে সামনে থাকতাম হেয়ঐ ধইরা ধইরা নিতাম। রাইত্রে বাঘায় থাকত হের ঘরে। বাঘারে

বড় মহব্বত করতো বাজানে। আমরা কেঐ কামে ডাক দিলে বাঘায় লড়তো চড়তো না। বাজানে ডাক দিলে হের কতা হোনতো। গুমথম উইট্টাও রাইতে বিরাইতে বাজানরে লইয়া বাইর অইতো। রাইত্রে বাজানরে ভাত পানি খাওয়াইয়া বাঘার খাওনডা ঢাইক্যা রাইখা আইতো কাসু। রাইত দুইফরে বাইত আইয়া হেই খাওন খাইয়া মাডিতে ওগলা বিছাইয়া হুইয়া থাকত বাঘায়।

হেদিন বিয়াইন্না রাইত্রে উইট্টা নামাজ পড়তে বইছে বাজানে। সেজদায় গিয়া আর উটতে পারে নাই হে। সেজদা দিয়াঐ এন্তেকাল করছে। লড়তে চড়তে পারে নাই। বেইল ওডোনের লগে লগে বাজানের নাস্তা পানি লইয়া কাসু গ্যাছে হের ঘরে। গিয়া দেহে বাজানে সেজদা দিয়া রইছে আর বাঘা নিচে হুইয়া গুম মাইতাছে। কাসু পয়লা মোনে করছে আইজ বাজানের উটতে দেরি অইয়া গ্যাছে দেইক্কা অহনঐ নামাজ পড়তাছে। নামাজ পড়নের সুময় ডাক দিব কেমনে। নাস্তা পানি আতে লইয়া খাড়াইয়া রইছে কাসু। অনেকক্ষুণ খাড়াইয়া থাইকা দেহে বাজানে লড়ে চড়ে না, আওয়াজও দেয় না। কাসু তহন ডাক দিছে বাজানরে। বাজানে কতা কয় না। তারবাদে আস্তে কইরা শইয়ে একখান ঠেলা দিছে। ঠেলা দেওনের লগে লগে কাইত অইয়া পড়ছে বাজানে। হেই দেইক্কা কাসু দিছে চিইক্কর। চিইক্কর হুইন্না আমি দৌড়াইয়া গ্যাছি, ময়না দৌড়াইয়া গ্যাছে। হায় হায় মায় চিইক্কর পারে ক্যা? বাজান, আইজকা দেইক্কো রোস্তম ভাইয়ে কতডি বোয়াল পায়। বাঘা অহনতরি ওডে নাই। আমি আইজ বিয়ালে চিতঐ পিডা খামু।

আহা রে কি কমু আপনেগ কত্তারা। বাজানের ঘরে গিয়া দেহি বাজানে নাই। আমরা চিইক্কর পাইড়া কান্দি। বাঘা তাও নিদ যায়। ময়না বলদি ইট্টুহানি কান্দে তারবাদে আবার উল্টাপাল্টা প্যাচাইল পারে। আবার কান্দে।

বদর আর রোস্তম আইলো বহুত পরে। বদরের ডুলাভরা মাছ। খলিসা মেনি পাবদা টাকি শিং বাইল্লা। রোস্তমের কান্দে তের চৌদ্দখান বোয়াল। কানসার ভিতরে রশি হান্দাইয়া বাইন্দা আনছে। আমাগ বাইত তহন গেরামের বেবাক মানুষ। আমাগ চিইক্কর হুইন্না আইছে। আইয়া দেহে গেরামের পরবিন মানুষ সংসার আলী হাজাম এন্তেকাল করছে। দেইখা হেরা দুঃখু করে। কান্দেকাডে। তহন মাইনষের লেইগা মাইনষের দরদ আছিলো কত্তারা। গেরামের একজন মানুষ মরলে বেবাকতে আইতো। আইয়া আপনা মাইনষের লাহান কানতো। কওন লাকত না, লাশ দাফোন করনের লেইগা বাশ কাইট্টা আনতো, খলফা জোগাড় করতো, আষ্ট দশজনে যাইতো গা গোরস্তানে কবর

খোড়তে। যেই বাইতে মানুষ মরছে তাগ কিছু করন লাগতো না। আইজকাইল তো ঘরের লগের মানুষ মইরা গ্যালেও কেঐ ফিরা চায় না। চাইব কেমনে! নিজেগ পেডের ভাত জোগাড় করতেঐ জান বাইর অইয়া যায় মাইনষের। অন্য মাইনষের মরণ বাচোন লইয়া হেরা চিন্তা করব কেমনে। আহা রে, হেই দুনিয়া আর নাই। বেবাক পাইল্টা গ্যাছে।

তয় বদর আর রোস্তম চকেতখন দেহে আমাগ বাইত ভরা মানুষ। গেরামের হগল মানুষ। গুড়িগুড়ি বিষ্টি পড়তাছে। আসমানে গুরগুর কইরা দেওয়া ডাকে। এইডাকে কইমাছের মাতায় বিগাড় উইট্টা যায়। পাইনতে থাকতে পারে না। কানসা কাইড়াইতে কাইড়াইতে হুগনায় উইট্টা যায়। গেরামের বেবাক মানুষ বাড়িতখন বাইর অইয়া যায় কইমাছ ধরতে। আইজ কেঐ বাইর অয় নাই। বেবাকতে আইছে আমাগ বাইত। কি অইছে? বদর আর রোস্তম দৌড়াইয়া আইছে। বাইত আইয়া হোনে হেগ দাদায় নাই। বেবাক হালাইয়া কানতে কানতে হেরা গিয়া হানছে বাজানের ঘরে। তহন বাঘাও উটছে। উইট্টা পয়লা পথ্থম কিছু বোঝতে পারে নাই। তারবাদে মানুষজন ঠেইল্লা বাজানের সিতানে গিয়া খাড়াইছে। তয় বাঘা কইলাম ইবারও কানলো না। বহুতক্ষুণ বাজানের মুকের মিহি একদৃষ্টে চাইয়া ঘরখন বাইর অইয়া গ্যালো। গিয়া বাড়ির নামার বউন্নাগাচতলায় বইয়া রইলো। হারাদিন বইয়া রইলো। বইয়া বইয়া বিড়ি টানলো একবারও আর উইট্টা বাড়ির মইদ্যে আইলো না। কেঐর লগে কতাবাত্তা কইলো না।

দুইফরের পর বাজানের শ্যাষ গোছল দিলো গেরামের মাইনষে। তারবাদে খাডে কইরা লইয়া গ্যালো গোরস্তানে। চকে তহন পানি উইট্টা গ্যাছে। গোরস্তানডা উচা জাগায়। হেহেনে গেরামের হুজুরে বাজানের জানাজা দিলো। টিবিরটিবির মেগের মইদ্যে খাড়াইয়া, ভিজ্যা বাজানরে কব্বরে রাইখা আইলাম। কি কমু আপনেগ কত্তারা, বাজানে মরণের পরখনেঐ সোংসার কেমুন জানি একখান অলক্কি লাইগ্যা গ্যালো আমাগ। হেই বাইষ্যায় ম্যালা পানি অইলো চকে। আর রোজ মেগবিষ্টি। মাইনষের ধানপান পাইনতে তলাইয়া গ্যালো। ঘোলা পাইনতে বেজায় কাডাল লাইগ্যা গ্যাছিলো। চকের অদ্দেক ধান কুচুড়ির লাহান ভাইস্যা গ্যালো।

কাডালে ধান ভাইস্যা যায় কেমনে হেইডা আপনেরা জানেন নি কত্তারা? পানির ধাককায় গোড়াতখন ঘোপ ধইরা আলগা অইয়া যায় ধান। তারবাদে কাডালে ভাইস্যা যায়। তয় মরে না কইলাম। পারলে মাইনষে বাশবোশ দিয়া

বেড় দিয়া বাইন্দা রাখে। যারা না পারে হেগডা ভিন গেরামে ভাইস্যা যায়। গিয়া যেই গেরস্তের সীমানায় পড়ে, ধানের মালিক অইয়া যায় হেয়।

আমাগ জমিনের অদ্দেক ধান গেছিলো তলাইয়া। বাকি অদ্দেক ভাইস্যা যায় দেইক্কা আমারে লইয়া বদর রোস্তম গিয়া হেই ধান বেড় দিছিলো। বাইতে যতো বাশবোশ আছিলো, গুনা রশি আছিলো বেবাক লইয়া গিয়া ভাসইন্না ধান বেড় দিছিলাম আমরা। রোজ বিয়ানে নাও লইয়া চকে যাই। হারাদিন মেগে ভিজ্যা ধান বেড় দেই। বাঘায় বেবাক চাইয়া চাইয়া দেহে। একবার জিগায়ও না। কাসু খালি বকা দেয়, বাঘা কান দিয়া হোনেও না। আমি মোনে মোনে ভাবি, কি একখান পোলা দিছে আল্লায় আমার সোংসারে! অরে লইয়া না জানি কুন বিপদ আছে আমার কপালে।

হেই বচ্ছর যহন ধান উটলো, আমরা তিনবাপে পোলায়ঐ কাইট্টা আনছিলাম। ধান অইছে কম, কাডুইন্না মানুষ লইলে ভাগা দিয়া পোসাইব না। যেই ধান পাইছি হারা বচ্ছরের খানাঐ অইব না। বীজ রাইখা সাত আষ্ট মাস চলব। চিন্তা কইরা আমি কুল কিনারা পাই না। কুসুমপুরের মাইয়ার বাপের লগে কতা অইছে। ইবার বদরের বিয়া করানঐ লাগব। সাত আষ্ট মাসের খাওন আছে ঘরে। তারবাদে এত বড় সোংসারডা চলব কেমনে! হেই চিন্তায় বাচি না। আবার বদরের বিয়া। চোক্কে মুকে পত না দেইক্কা দুইকানি জমিন বেইচ্চা বদরের বিয়া করাইলাম। বউখান ভালঐ বদরের। নাম অইলো ফতিমা। বাইট্টা গোলগাল বউখান। গায়ের রংখান শ্যামলা। চুপচাপ সবাবের। কতা কয় কম। হারাদিন কাসুর লগে সোংসারের কাম করে। দেইখা আমি মোনে মোনে বহুত খুশি অইলাম। যাউক বউখান ভালঐ অইছে বদরের। সুকে শান্তিতে দিন যাইব। এমুন বউ না অইলে আমার সোংসারে আয় উন্নতি অইব না। হায়, হায় কি চিন্তা করছিলাম আমি, কি অইলো তার ফল! মাইনষের মোনের ভিতরডা নি বুজা যায় কত্তারা! মাইনষের মোনে কি আছে কেমনে বুজুম আমি।

এই ফতিমার লেইগাঐ বদর আমার সোংসার ছাইরা গ্যালো। তিন চাইর বচ্ছরের মইদ্যেঐ। হোনেন হেই বিত্তান্ত। গোমস্তা ভাই, মোনে কিছু কইরেন না, আর ইট্টু তামুক খাওয়ান।

রাইত কত অইলো কত্তারা? আ, কি কইলেন? রাইত দুইফর অইয়া গ্যাছে। আইম উডেনি আপানেগ! গুমাইবেন? গুমাইলে থাউক। আরেকদিন আইয়া বেবাক বিত্তান্ত কইয়া যামুনে। না আমার গুম আহে না। গুম আইজ রাইতে আর আইবও না। আইচ্ছা, আইচ্ছা, আমার কইতে আর মুসকিল কি! আপনেরা দয়া

কইরা আমার কিচ্ছা হোনবেন, হারারাইত জাইগ্যা হোনবেন, আর আমি আপনেগ কইতে পারুম না! কন কি?

বচ্ছর যাইতে না যাইতে বদরের জমঐক্কা পোলাপান অইলো। দুইডাঐ পোলা। একরহম চেহারা সুরত। দেকলে মোন ভইরা যায়। ম্যালাদিনবাদে আমার সোংসারে নতুন মানুষ আইলো দেইক্কা সোংসারে বহুত ফুর্তি লাইগা গ্যালো। পোলা দুইখান পাইয়া আমাগ সোংসারের বেবাকতেঐ খুশি। তয় সবথিকা বেশি অইলো ময়না। হারাদিন পোলা দুইডারে লইয়া মাইতা থাকে মাইয়াডা। ময়না তহন ডাঙ্গর ডোঙ্গর অইছে। গা গতর দেকলে আসল বয়সখান যা তার থিকা ম্যালা বেশি মোনে অয়। হারাদিন পোলা দুইডারে কুলে কাকে রাকে ময়না। নাওয়ায় ধোয়ায়, তেল পানি দেয়, খাওয়ায় গুম লওয়ায়। ফতিমার থিকা ময়নাঐ বেশি আদর যত্ন করে পোলা দুইডার। আর খালি কতা কয়। হাসে। য্যান পোলা দুইডা অর পেডেরই, ফতিমার না! দেইখা কাসু আর আমি মোনে মোনে বহুত খুশি অই। যাউক পোলা দুইডা পাইয়া গেরামে গেরামে ঘুইরা বেড়ানডা কমছে ময়নার। হারাদিনঐ পোলা দুইডা লইয়া বাইত থাকে। ময় মুরব্বীরা কেঐ পোলা দুইডার নামও রাকতে পারলো না। কি নাম রাকন যায়, কেমুন নাম রাকন যায় এই হগল যহন আমরা বেবাকতে ভাবনা চিন্তা করতাছি, তহন একদিন দুইফরবেলা হুনি কি, বদরের ঘরে পোলা দুইডারে ঘুম লওয়াইতে লওয়াইতে কতা কইতাছে ময়নায়। ঔ পোলারা তগ দুইডার নাম অইলো সোনা রূপা। সোনা রূপা বহুত ভালা নাম। তগ আমি এত আদর করি ক্যান জানচ? বড় অইয়া তরা তর মারে মা কবি না। মা কবি আমারে। আমি সোনা রূপা কইয়া ডাক দিলে মা মা কইরা দৌড়াইয়া আবি। বুজছচ নি, ও সোনা রূপা! হুইনা আমার বুকখান কাইপা উটলো। কয় কি ময়নায়! অর তো এলা বিয়াসাদির বেবস্তা করতে অয়। ডাঙ্গর অইয়া গ্যাছে মাইয়ায়। মা অওনের সাদ অইছে, বিয়া না দিয়া পারা যাইব না আর। তয় আরেকখান কতা চিন্তা কইরা মোনডা দইমা যায়। বলদা মাইয়াডারে নিবো কেডা! না জাইন্যা যুদি কেঐ বিয়া কইরা নেয়, তারবাদে ময়নার আবল তাবল কতা হুইন্না, বলদামী দেইক্কা যুদি খেদাইয়া দেয়! সব্বনাশ অইয়া যাইব তাইলে। আরেকখান কতা চিন্তা কইরাও মোনডা দইমা যায়। জমিন বেইচ্চা বদররে বিয়া করাইছি। অহন ময়নার থিকা বেশি ফরজ অইলো রোস্তমের বিয়াডা। বদরের থিথকা দেড় বচ্ছরের ছোড রোস্তমে। বদর বিয়াসাদী কইরা পোলাপানের বাপ অইয়া গ্যাছে। অহন রোস্তমরে বিয়া না করাইয়া উপায় নাই। কিন্তুক করামু কেমনে! দুইসন

ধইরা জমিনে ফসল ভালা অয় না। যা অয় তাতে টাইন্নাটুইন্না বচ্ছরের খাওনডা অয়। শেষ দিকে টানাটানি পড়ে। হেইডা চইলা যায় হাজামীর কামে। নগদ টেকাডা চাইলডা পাওয়া যায়। রোস্তম আইজকাল ঘন ঘন চরে যাওয়া আসা করে। মাজায় বাইন্দা নেয় যন্তরডা। আবাল পাডা তোলাইয়া দুইচাইর টেকা রুজি করে। হেই টেকা পয়সাও লাইগ্যা যায় সোংসারে। সোংসার বড় অইছে। খাঐন্না মানুষ বাড়ছে। জমিন গ্যাছে দুইকানী কইম্মা। হেই দুইকানীতে ভালা ধান অইতো। আবার ফসলও দুইসন ধইরা ভালা অয় না। দেইক্কা আমার মোনডা জানি কেমুন করে। বদ একখানি আলামত দেহি সোংসারের চাইরদিকে। সাজাইন্না সোন্দর সোংসারডা না মিচমার অইয়া যায় আমার! নাইলে ইট্টু ইট্টু কইরা কমতাছে ক্যান সোংসারের আয় বরকত। জমিন গ্যালো পোলারে বিয়া করাইতে। যাইয়া যেই জমিন আছে হেইডিতেও ভালা ধান অয় না। আবার দিনে দিনে সোংসার বড় অইতাছে। রোস্তমরে বিয়া করান লাগব, ময়নার বিয়া দেওন লাগব। কেমনে করুম এত কাম! টেকা পয়সা পামু কই! এই হগল চিন্তা বদর রোস্তমও করে আমার লগে। আর হারাদিন জানদিয়া খেতখোলায় কামকাইজ করে। আজাইরা থাকলে আবার পাডা তোলাইতে যন্তর মাজার লগে বাইন্দা রোস্তম যায় চরে। বদর খোজ রাকে কোন্ গেরস্তের বাইতে নাবালক পোলা আছে! কইয়া বুইল্লা খাতনাডা করান যায় নি! কাসুও চিন্তা করে এই হগল! চিন্তা নাই খালি বাঘার। ইয়ার দোস্ত লইয়া দিগলী বাজারে বইয়া থাকে। বিড়ি খায়। বাইত আইয়া ভাতপানি খায় আর গুমায়। বিড়ির পয়সার দরকার অইলে বড় দুই ভাই নাইলে আমার কাছে আত পাতে। পয়সা দেও। বিড়ি খামু। নেই। রাগ করতে পারি না। বদর রোস্তমও রাগ করে না। আপনা মার পেডের ভাই। আবার না দিলে বাঘা যাইব চেইত্তা। কেঐরে কিছু কইব না। বেবাকতের চোক্কের সামনে দিয়া পিতলের একখান কলসি নাইলে কাসার একখান বদনা লইয়া আডা দিব। দিগলীর বাজারে নিয়া বেইচ্চা বিড়ি খাইব ইয়ার দোস্তগ লইয়া। এমুন পোলারে কে কি কইব। আমরা ডরে কিছু কই না। যা ইট্টু দুইট্টু কয় কাসু। মা তো, কইতে পারে। গালি বকাও দেয়। বাঘায় রাও করে না। নিজের ইচ্ছা সাদিন চইলা যায়। বাঘারে লইয়া আরেক চিন্তা, এই পোলার দিন যাইব কেমনে! এত হগল চিন্তায় রাইতে আমার ভালা গুম অয়না। উইট্টা বইয়া থাকি। তামুক খাই। দুইএকদিন কাসুও ওডে আমার লগে। কি করুম, তহন দুই বুইড়া বুড়ি নিজেগ সুক দুখের প্যাচাল পাড়ি। রাইত কাইট্টা যায়।

হেই বচ্ছর চইত বৈশাক মাসে বুজলেন কত্তারা, রোস্তম চরে গ্যাছে কামে। চাইর পাচদিন অইয়া যায়, রোস্তম আর ফিরা আহে না। বাড়ির বেবাক মাইনষে গেলাম চিন্তায় পইরা। রোস্তম কুনোদিন চরে গিয়া কইলাম থাকে না। যেদিন যায় বিয়াইন্না রাইতে উইট্টা যায়গা আর হাজে হাজে ফিরা আহে। দুই একদিন রাইত বিরাইত অইয়া যায়। তয় থাকে না, আইয়া পড়ে। থাকনের ইচ্ছা থাকলেও থাকতে পারে না। থাকব কই, কন? কার বাইত্তে থাকব? আমাগ আপনা মানুষ কেঐ চরে থাকে না। তাইলে? চিন্তায় সারা অইয়া যাই আমরা। গেল কই রোস্তম! কুনো আপদ বিপদ অইলো নি? বাড়ির বেবাক মাইনষে খাওন দাওন ছাইরা দিলো। খালি বাঘায় এই হগল চিন্তার মইদ্যে নাই, ময়না এই হগল চিন্তার মইদ্যে নাই। আপনা মার পেডের এক ভাইর যে খোজ নাই হেইডা যেমুন হেরা দুইজনে জানেঐ না। একজন যায় দিগলী বাজারে ইয়ার দোস্তগ লগে গাবাইতে, আরেকজন বড় ভাইর দুইডার নাম সোনা রূপাঐ হালাই দিছে হেয়। রোস্তমরে লইয়া ভাবনা চিন্তা খালি আমাগ তিনজোন মাইনষের। আমি কাসু আর বদর। কাসু তো কান্দন কাডোনঐ লাগাইয়া দিলো। বদর কইলো, বাজান আমি নাইলে চরে গিয়া রোস্তমরে বিচড়াইয়া আহি। হুইন্না আমি কইলাম, বিচড়াইতে যাবি কুন চরে? রোস্তম তো কেঐরে কইয়া যায় নাই কুন চরে গ্যাছে!

বদর কইলো, তয় এমনে আত পাও ভাইঙ্গা বাইত বইয়া থাকুম! ভাই নিখোজ অইছে হের খবর লমুনা!

আমি কইলাম, আর দুই একদিন দেক বাজান। এর মইদ্যে খোজ না অইলে তুই আর আমি দুইজনেঐ চরে যামুনে। রোস্তমরে বিচড়াইয়া বাইর করন লাগবঐ।

কতাখান কইলাম ঠিকঐ কত্তারা, তয় আমার মোনের মইদ্যে কেমুন জানি একটা সন্দ অইলো। চরে গিয়া বিয়াসাদী কইরা হালায় নাই তো রোস্তম! মাইজা পোলায় বাপের সবাব চরিত্তি পায়। আমি তো বেড়াইতে গিয়া বিয়া কইরা হালাইছিলাম। আষ্ট দশদিন বাইত আহি নাই। রোস্তমও আমার লাহান কাম করলো!

মোনে মোনে এই হগল চিন্তা করি। তয় কেঐরে কইনা। কাসুরে না, বদররেও না। কাসুরে কইলে কাসু খোডা দিব, কেঐরে না কইয়া আমারে বিয়া করছিলা তুমি। মা বাপের মোনে দুখ দিছিলা। হেই দুখখান আইজ তুমি পাইলা। ইবার বোজ পেডের পোলায় না কইয়া বিয়া করলে মা বাপের মোনে কেমুন লাগে!

আল্লার কি কুদরত দেহেন কত্তারা, আমি মোনে মোনে যা চিন্তা করছি দুইদিন বাদে হেউ খবরডাঐ পাইলাম। আমাগ পুব পাড়ার হবিবর চরে গেছিলো কি একখান কামে। হেয় খবর লইয়াইলো বেজাতের এক চউরা মাইয়ারে বিয়া করছে রোস্তম। অহন থিকা বলে চরেঐ থাকব। বাইত আর আইব না। হুইন্না আমাগ বাড়ির বেবাক মাইনষে টাসকা লাইগ্যা রইলো। বদর চুপচাপ বইয়া রইলো ঘরের ছেমায়। কাসু কানলো কাটলো না। আমার মুকের মিহি চাইয়া রইলো। কুনো কতা কইলো না। কাসুর মুকের মিহি একপলক চাইয়া আমি বুজলাম চোক্কু দিয়াঐ খোডাডা আমাদের দিয়া দিলো কাসু। আমি আর কাসুর মিহি চাইতে পারলাম না। মাতাখান নিচা কইরা খাড়াইয়া রইলাম। বাঘায় আছিলো বাইত। হেয়ও হুনলো। হুইন্না কুনো কতা কইলোনা। বউন্যা গাচতলায় গিয়া অনেকক্ষুণ বইয়া রইলো। তারবাদে বিড়ি টানতে চকে নাইম্যা গ্যালো। ফতিমা আমাগ সোংসারে কুনো কিছু লইয়া কতা কয় না। হেয় আছিলো রান্দনঘরে। কাম কাইজ হালাইয়া হবিবরের বেবাক কতা হেয় হুনলো। তারবাদে ফিক কইরা আইস্যা আবার কাম কাইজ আরম্ব করলো। প্যাচাইল পারলো খালি ময়না। সোনা রূপারে দুই কাকে লইয়া আটতাছিলো ময়না। আডে আর কতা কয়। ও সোনা রূপা, হোনছ নি, তর মাজারো চাচায় বলে বিয়া করছে। অহনথন চরেঐ থাকব। এই বাইত আর আইব না।

ময়নার কতা হুইন্না আমার বুকখান কেমুন জানি করে। বেজাতের মাইয়া বিয়া করছে রোস্তম। সোংসারে আওয়াল লাইগ্যা গ্যালো। এই সোংসার আর টিকব না। মিচমার অইয়া যাইব। হায়, হায় সোনার লাহান পোলা আছিলো রোস্তম। কুন বুইদ্দে এই কাম করলো! মা বাপরে না কইয়া আমি বিয়া করছিলাম। মা বাপের মোনে দুখ দিছিলাম। আইজ হেই দুখ আমার পোলায় আমারে ফিরাইয়া দিলো! আল্লা এত বড় দুখখান আমারে না দিলে তুমার কি অইতো!

কত্তারা, হবিবরের কাছে রোস্তমে কইয়া দিছিলো, এই বাইতে আর আইব না। তয় হেইডা কইলাম হাচা কয় নাই। আইছিলো। এক দেড়মাস বাদেঐ আইছিলো। আইয়া কেঐর লগে কতা কইলো না। কইলো খালি আমার লগে। বাজান বদরের বিয়ায় তুমার কুনো খরচাপাতি অয় নাই। চরে আমি ঘরদুয়ার উডামু। তুমি আমারে দুইকানী জমিন বেইচ্চা টেকা পয়সা দেও।

হুইন্না আমি একদিষ্টে রোস্তমের মুকের মিহি চাইয়া রইলাম। বদর চাইয়া রইলো। খালি কাসু ক্যাডর ক্যাডর করলো। আমার পেডে অইছিলো এমুন পোলা! অ্যা? মা বাপরে না কইয়া বিয়াসাদী করছে অহন আইছে জমিনের ভাগ লইতে! আ?

রোস্তম কুনো কতা কয় না। আমি চাইয়া চাইয়া রোস্তমরে দেহি। কেমুন জানি আন মানুষ মোনে অয় রোস্তমরে। এর আগে অরে কুনোদিন দেকছি, একিন অয় না। আমার পোলা, একিন অয় না।

আসলে একখান কতা কই আপনেগ কত্তারা। হাজামগ রক্তে জানি কি একখান জিনিস আছে। হাজাম বংশের পোলাপানের বইদলা যাইতে সুময় লাগে না। আপনা ঘর ভাঙ্গতেও সময় লাগে না তাগ। আপন মানুষ ভুইল্যা যাইতে সুময় লাগে না। এইডা বেবাক হাজামরাঐ জানে, বোজে। এর লেইগা পেডের পোলায়ও যুদি বড়ো রকমের কুনো বদমাইসি কাম কইরা হালায়, হাজামরা কইলাম খুব একখান দুখ পায় না। এই হগল তো রক্তেঐ আছে। এর লেইগা রোস্তমের বেবাক কতা শুইন্না আমার খালি একখান নিয়াস পড়ছিলো। কুনো উপায় নাই। রোস্তমরেও দুইকানী জমিন দেওন লাগব। বদরের লেইগা দুইকানী গ্যাছে, অহন রোস্তমের লেইগাও যাইব। তয় আর দুইকানী জমিন গ্যালে সোংসার আর চলবো না। মাইনষের খেতখোলায় কামলা দেওন লাগব। হাজামী কইরা আর চাইর পাচকানী জমিন যা থাকব হেই দিয়া সোংসার চালান ধুমাধুম। অইলে কি অইব, উপায় তো নাই। রোস্তম আমার পোলা অইলেও অহন আর এই সোংসারের কেঐ না। হের নিজেরঐ অহন আলাদা সোংসার অইছে। আমাগ সোংসার কেমনে চলব, মাইনষে খাইয়া থাকব, না, না খাইয়া মরব, হেইডা রোস্তমের চিন্তা না। রোস্তমের চিন্তা খালি আপনা পেড লইয়া, বউ লইয়া। মা বাপ ভাই বেরাদররা অহন আর রোস্তমের কেঐ না।

আমি নিয়াস ছাইরা রোস্তমরে কইলাম, আইচ্ছা, তুই পোনরো দিন বাদে আয় আমি বেবস্তা করতাছি। বদররে যা দিছি, তরেও তা দিমু। বদরও আমার পোলা তুইও আমার পোলা। দিমু না ক্যা? তগ দিয়া থুইয়া যা থাকে হেইডি আমি দিয়া যামু বাঘারে। ও তো কুনো কামের অইলো না। অর দিন যাইব কেমনে!

রোস্তম কুনো কতা কইলো না। আস্তে সুস্তে বাড়িতথন বাহির অইয়া গ্যালো।

ও পরী, উটলি ক্যা? রাইত বিয়ান অয় নাই তো! আ? কি কইলি? অ, পেসাব করবি। যা কত্তাগ বাড়ির নামায় যা। ম্যালা আঐল আছে, খেড়ের পালা আছে। কাম হাইরা আয়। ডরাইচ না। ডর কিয়ের, আমরা এতডি মাইনষে বইয়া রইছি উডানে।

বুজলেন নি কত্তারা, পোনর দিনবাদে রোস্তম আবার আইলো। এর মইদ্যে দুইকানী জমিন আমি বেইচ্চা হালাইছি! বেইচ্চা নগদ টেকা রাইখা দিছি

রোস্তমের লেইগা। রোস্তম আহনের লগে লগে টেকা বাইর কইরা দিলাম। রোস্তম খালি জিগাইলো, কতডি?

কইলাম। হুইন্না ঘরের ছেমায় বইয়া টেকা গুন লো রোস্তম। তারবাদে কেঐর লগে কতা না কইয়া বাড়িতথন বাইর অইয়া যায় দেইখা আমি কইলাম, আমরা তো তর লগে কুনো অন্যায় করি নাই বাজান। বিয়াসাদী করলি কেঐ তরে কিছু কয় নাই। টেকা চাইলি, জমিন বেইচ্চা দিলাম। তয় মা বাপের লগে, ভাই বেরাদরগ লগে ভালা কইরা কতাবাত্তা কচ না ক্যা? আমরা কি করছি তর লগে?

রোস্তম একখানি নিয়াস ছাইরা কইলো, না, কেঐ কিছু করে নাই! এমনেঐ। আমার কিছু ভাল্লাগে না।

হুইন্না আমার বুকখান ফাইট্টা যায়। চোক্কু দিয়া পানি আইয়া পড়ে। রোস্তম আর কুনো কতা না কইয়া গ্যালো গা। তহন আমার খালি মোনে অইলো, কি একখানি দুখজানি মোনের মইদ্যে বাসা বানছে রোস্তমের। হেই দুখখান কি, আমি মোনে অয় কুনোদিন জানতে পারুম না। রোস্তমের লগে আমার নি আর দেহা অইব!

এই কতাখান ক্যান যে মোনে অইছিলো কত্তারা, আমি আইজও বুজি না। হাচাঐ। রোস্তমের লগে আমার আর কুনোদিন দেহা অয় নাই। আলায় বালায় মরছিলো রোস্তম। কেমনে, হেই বিত্তান্তও কমুনে। তার আগে কই পুরা সোংসারডা ছাড়খাড় অইলো ক্যামনে। বদরের বিয়ায় দুইকানী জমিন গেছিলো। হেতে বড় কুনো ক্ষেতি অয় নাই। ক্ষেতিডা অইলো রোস্তম চইলা যাওয়ায়। নিজে গ্যালো তো গ্যালোঐ লগে লইয়া গ্যালো দুইকানি জমিন। আর যেই চাইর পাচকানী রইলো বদর একলা হেইডির চাষাবাষ কইরা কুলাইতে পারে না। বাঘায় তো চক মিহি যাইবঐ না। যাইতে অয় আমার। বয়েস অইছে, গেরস্তি কাম আমার ভাল ঠেকে না। বদর একলা পারেও না। আমার যাইতে অয়ঐ। বাপে পুতে খাইট্টা হেইবার ধান যা পাইলাম, মাইপ্পা জুইক্কা মাতায় আসমান ভাইঙ্গা পড়লো আমার। হায় হায় এই ধানে তো চাইর পাচ মাসও চলবো না সোংসার, এরবাদে করুম কি। বীজধান পামু কই! চাষবাষের খরচা পাতি আইব কই থিকা! বদরে আর আমি চিন্তা কইরা কূল কিনারা পাইনা! আর একখান জিনিস তহন দেশ গেরামে অইতাছিলো, হেইডা অইলো আকাল আকাল একখান ভাব। দুই তিন সন ধইরা খেতখোলায় ধানপান কম অয় গেরস্তের। খাওন দাওনে টানাটানি পইরা গ্যাছে। গেরস্তের বাড়ি পোলাপান ডাঙ্গর

অইতাছে, খাতনা করান লাগে, তয় খাতনার কাম সুদিনের আশায় হালাইয়া থুইছে গেরস্তে। মরণ অইলো আমাগ। না ধানপান অইছে খেতখেলায় না আছে হাজামী, সংসার চলে ক্যামনে! মাতায় আবার আলগা বোজা আছে দুইখান। এক জুয়ান মদ্দ পোলা বাঘা, সোংসারের কুনো সমবাত রাকে না। কই থিকা খাওন দাওন আহে, তফন পিরন আহে কিচ্ছু জানেনা। খালি খায় আর গুমায়। বিড়ির পয়সায় টান পড়লে ঘরের জিনিসপত্তর লইয়া দিগলীর বাজারে যায়গা। কেঐর লগে কতা কয় না, কেঐর কথা হোনেও না। আর একখান আছে বলদা মাইয়া ময়না। হারাদিন সোনা রূপারে লইয়া প্যাডর প্যাডর করে। খিদা লাগলে নিজের আতে ভাত সালুন বাইরা খায়। তারবাদে আবার গিয়া সোনা রূপারে লইয়া বহে। প্যাডর প্যাডর করে। এই দুইজনের চিন্তাও ধান চাইলের চিন্তার থিকা কম না। চিন্তায় চিন্তায় শইল্যে ভাডা পইরা গ্যালো আমার। আর একলা হারাদিন খেতখোলার কাম করতে করতে সারা অইয়া মেলা করলো আমার বড় পোলা বদর। বদরের এই দশা দেইককা বচ্ছর ঘোরতে না ঘোরতে ফতিমা হেরে ফুসলান আরম্ভ করলো। লও পোলাপান লইয়া চানপুর যাইগা। চানপুরে আমাগ আত্মীয় স্বজন আছে। ছাতির কাম করে হেরা, শীতের দিনে লেপ তোশকের কাম করে, রিসকা চালায়। হেগ কাছে গ্যালে কাম কাইজের বেবস্তা কইরা দিব। সুকে থাকুম আমরা। এহেনে থাকলে কয়দিন বাদে পোলা দুইডা লইয়া না খাইয়া মরণ লাগব। আর এত বড় সোংসারডা লইয়া তুমার একলা এত চিন্তা ক্যান! তুমার ডেকরা ভাইডা দিহি চইরা খায়, লও যাইগা।

পয়লা পথ্থম কতাডা কানে লয় নাই বদরে। ফতিমা রোজ কইতে কইতে হেষমেষ রাজি অইয়া গ্যালো। হাচাঐতো, আমি একলা একলা খাইট্টা মরুম ক্যা! লও যাইগা।

বুজলেননি কত্তারা, মাইয়া মাইনষের কতা কুন মরদে না হুইন্না পারে! এর লেইগাঐ ময়মুরুব্বীরা কইয়া গ্যাছে সোংসার সুকের অয় মাইয়া মাইনষের লেইগা, ভাইঙ্গাও যায় মাইয়া মাইনষের লেইগা। বেজাতের মাইয়ার লেইগা সোংসার ছাইরা গ্যাছে রোস্তম। আর অহন বউর ফুসলানিতে সোংসার ছাইরা, আপনা আলাদা সোংসার বানাইতে যাইতাছেগা বদর। কতাখান আমি হুনছিলাম তিন চাইরদিন বাদে। এমুন চান্নী রাইত আছিলো। উডানে বইয়া আমি আর বদর তামুক খাইতাছি। বদরের ঘরে ফতিমার লগে বইয়া রইছে ময়না। ময়নার কুলে সোনা রূপা। খ্যাডর খ্যাডর আসতে হিগছে পোলা দুইডায়! ইট্টু ইট্টু বোল ফুটছে মুকে। হেগ দুইডার লগে কতা কইতাছে ময়নায়। কাসু হুইয়া রইছে

ঘরে। ইট্টু ইট্টু জ্বর কাসুর। খুক্কুর খুক্কুর কইরা কাশে। বাঘা গ্যাছে দিগলীর বাজারে। কুনসুম আইব ঠিক নাই। তহন বদর আমারে কতাডা কইলো। বাজান, এমনে তো আর চলন যায় না। এত খাইট্টা পিট্টা পেডের ভাত জোগাইতে পারি না। জমি জিরাত কইম্মা গ্যাছে। আগের লাহান ধানপান অয় না। আমি একখান কাম করি। বউ পোলাপান লইয়া চানপুরে যাইগা। চানপুর বলে ফতিগ আত্মীয়স্বজন আছে। হেরা কাম কাইজ ভাও কইরা দিব। আমি গ্যালেগা সোংসারডা ইট্টু পাতলা অইব। জমি জিরাত যা আছে হেইডি লইয়া তুমরা ভালাঐ চইল্যা ফিরা খাইতে পারবা।

হুইন্না আমার মাতাডা ঘুন্না দিয়া উটলো। বহুতক্ষুণ থোম ধইরা রইলাম। তারবাদে কইলাম, কর বাজান, যা ভালা মোনে অয় কর। কইলাম ঠিকঐ, তয় বুকখান কইলাম ফাইট্টা গ্যালো আমার। একে একে সোংসারের বেবাক পোলাপান পর অইয়া যাইতাছে ক্যান? পয়লা গ্যালো হামি, তারবাদে রোস্তম অহন যাইতাছে বদর। কয়দিন পর যাইব ময়না তারবাদে যাইব বাঘা, সোংসারে থাকুম খালি আমি আর কাসু। হায়রে মাইনষের জীবোন। নিজের সুকের লেইগা মা বাপ হালাইয়া, ভাইবোন ভুইল্যা চইলা যায় মাইনষে এইডাঐ দুইন্নার নিয়ম।

বউ পোলাপান লইয়া বদর যাইতাছেগা হুইন্না কাসু কান্দন কাডন লাগাইলো। আমি রাইত জাইগা কাসুরে বুজ দেই। কান্দিচ না কাসু। নিজের সোংসার অইলে পোলাপান কুনোদিনও মা বাপের লগে থাকে না। রোস্তম চইলা গ্যাছে, বদরও যাইতাছেগা। কয়দিন বাদে বাঘাও যাইব। মোনে দুখ লইচ না। বুকে পাষাণ বান্দ। আপনা পোলাপান চইল্যা যাইব, চাইয়া চাইয়া দেহন ছাড়া আর কিচ্ছুঐ করনের নাই। মোনরে বুজ দে।

তয় ঝামেলা লাগলো কইলাম ময়নারে লইয়া। সোনা রূপারে ময়না যাইতে দিব না। বদররা যাইতাছেগা হুইন্নাঐ সোনা রূপার লগে প্যাডর প্যাডর লাগাইলো ময়নায়। পোলা দুইডা তহন আপুর পাড়ে। জিদ উটলে পায়ের গুরমু-রা দিয়া মাইত্তে দাপড়ায়। কান্দে কম। খালি খ্যাডর খ্যাডর কইরা হাসে। ময়না রাইতদিন খালি হেগ কয়, ও সোনা রূপা তর মা বাপে তো টাউনে যাইতাছেগা। তরা যাবি না। তরা আমার কাছে থাকবি। বেবাকতে গ্যালেগাও তরা আমার লগে থাকবি। পোলা দুইডা আপুর পাইড়া ময়নার কুলে কাকে ওডে। বুজলেন নি কত্তারা, যেদিন দুইপোলা দুইজোনের কুলে, বদর আর ফতিমা গ্যালো গা, আহা রে হেদিন যে ময়নায় কানলো! কি কমু আপনেগ, উডানে দাপড়াইয়া কানলো! মা বাপের কুলথন পোলা দুইডাও দাপড়ায়। থাকব না, কুলে থাকব

না। ময়নার কাছে আইয়া পড়ব। একদিকে ময়নার কান্দোন আরেকদিকে পোলা দুইডার কান্দোন। দেইক্কা আমি আর কাসুও কান্দি। বদর ফতিমা হেই কান্দোন দেহে না। পোলা দুইডা লইয়া, গাট্টি বোচকা লইয়া চক দিয়া আইট্টা যায়।

হেদিন বাঘায়ও বাইত আছিলো। বাঘার মুকের মিহি চাইয়া আমি দেকলাম, চোক্কু দুইডা নুলাম অইয়া গ্যাছে বাঘার। বদরাগী পোলা অইলে কি অইব, সোংসার খালি কইরা ভাই চইলা যায় দেইককা মোনে দুখ পাইব না!

ও পরী, কই গেলিরে! কতক্ষণ লাগে তর? আয়, আয় হুইয়া পর। রাইত আর বেশি নাই। গোমস্তাভাই, আর ইট্টু তামুক খাওয়ান। নাই, সেরু হাজামের কিচ্ছু আর বেশি নাই। গোসা কইরেন না, খাওয়ান ইট্টু তামুক। আপনেগ ইট্টু জার লাগে না কত্তারা? হ, জার তো লাগবঐ। বিয়াইন্না রাইতে সব সময়ঐ জার লাগে। আডেঘাডে থাকি তো, জানি বুজি বেবাকঐ। তয় যেইডা সবথিকা ভালা বুজি হেইডা কি জানেন কত্তারা? হেইডা অইলো মাইনষের সোংসারে যহন ভাঙ্গন লাগে, তহন ভাঙ্গনডা ভাঙ্গে বড় হবিরে। হারাজীবোন ধইরা সোংসার হাজায় মাইনষে। তারবাদে হেই সোংসার যে কেমনে দুইচাইর বচ্ছরের মইদ্যে মিচমার অইয়া যায়, হেইডা নিজের চোক্কে চাইয়া চাইয়া দেখছি নিজের সোংসারে। বদর চইলা যাওনের পর দুইতিন বচ্ছরের মইদ্যে আমার বেবাক গ্যালো। বউ পোলাপান, জাগা জমিন বেবাক। কইতাছি, হোনেন হেই বিত্তান্ত।

বদর চইলা যাওনের কয়দিন বাদে গাউদ্দার এক বিধবায় আইলো আমার কাছে। আইয়া কইলো, হাজামভাই আমি রাড়ি মানুষ। গেরস্তবাইত কাম কাইজ কইরা খাই। একখান পোলা আমার। ডাঙ্গর অইয়া যাইতাছে । অর সুন্নতখান আপনে কইরা দেন। আমি আপনেরে টেকা পয়সা দিতে পারুম না। খাইয়া না খাইয়া আড়াই সের চাইল রাকছি। হেইডা দিমু নে। কামডা আপনে কইরা দেন। হুইন্না আমার মোনডা বেজার অইয়া যায়। সোংসারে আকাল। হাজামী কইরা খালি আড়াইসের চাইল পাইলে আমার পরতা পড়ে না। নগদ দুই চাইরডা টেকা পাইলে কাম অয়। বিধবায় হেইডা দিতে পারব না। না পারলেও কামডা কইরা দেওন লাগব। বাজানে কইয়া গ্যাছে এই হগল কামে টেকা পয়সার লোব করিচ না সেরু। যে যা দেয় লইচ। কামডা কইরা দিচ। তয় আমারও তো খাইয়া বাচোন লাগব। টেকা পয়সা না পাইলে খামু কি! মোনডা খারাপ অইয়া থাকে। তাও একদিন বিয়ালে গিয়া বিধবার পোলার কামডা কইরা দিয়াহি। দিয়া আড়াইসের চাইল লইয়া বাইত আহি। সাতদিন বাদে পোলাডার

মাতায় পানি। হের আগে আমি গেছি পোলাডারে দেখতে। ঘাও হুগাইছেনি! গিয়া দেহি জ্বরে শইল পুইড়া যাইতাছে পোলাডার! ঘাও হুগায় নাই। জাগাডা ফুইল্লা গ্যাছে। দেইক্কা আমার মোনডায় কেমনু জানি একখান কামোর দেয়। হায়, হায় এমুন অইলো ক্যা? জীবোন ভইরা এত কাম করলাম কুনোদিন তো কেঐর এমনু দেহি নাই। যত্তরে কি আমার দোষ আছিলো! বিধবায় নগদ টেকা দিতে পারে নাই দেইক্কা কি আমি কামে খেল করি নাই! এই হগল চিন্তা কইরা মোনডা কেমুন জানি করে! বিধবায় তহন আমার আত প্যাচাইয়া ধইরা কয়, ও হাজামভাই, পোলাডার এমুন অইলো ক্যা আমার, আ?

আমি কুনো জব দিতে পারি নাই। বাইত আহনের সুময় কইয়াইলাম ঘাবড়াইয়ো না। পোলায় তুমার ভালা অইয়া যাইব। তয় মোনডা কইলাম আমার কুডাক দিলো কত্তারা। সাতদিনের দিন গ্যাছি পোলাডারে দেকতে। আইজ মাতায় পানি দেওনের দিন। গরীবগুরবা যাঐ অউক বাইত ইট্টু আমুদ ফুর্তি করে মাইনষে, বিধবায়ও করব! হায় হায়, বাড়ির সামনে গিয়া দেহি কি মরা মাইনষের খাড কান্দে লইয়া গেরামের মাইনষে বাইর অইতাছে বিধবার বাইতথন। হেগ পিছে পিছে চিইক্কর পাড়তে পাড়তে পাগলের লাহান দৌড়াইতাছে বিধবায়। দূরথন আমি হুনি বিধবায় কইতাছে, ও আল্লা আল্লাগো, আমার পোলাডারে তুমি লইয়া গ্যালা ক্যান? হুইন্না আমি আর হেগ সামনে যাই না। বাইত মিহি মেলা দেই। মোনডায় খালি কয়, ধম্মের কামে লোব অইছিলো আমার। বিধবার বুকের ধন কাইরা লইছি আমি, আল্লায় এইডার সাজা দিব আমারে। আমারও বেবাক কাইরা লইব। হায় হায় কি করলাম আমি! নিজের সব্বনাশ নিজে করলাম!

বাইত আইয়া কতাডা কেঐরে কইতে পারিনা। ভাতপানি খাইতে ভাল্লাগেনা আমার! গুম আহে না। কাম কাইজ করতে মোন চায় না। হারাদিন বাড়ির উডানে বইয়া থাকি। মোনডা উথলায়। কাসুর লগে ভালা কইরা কতা কইতে পারি না। বদর চইলা যাওনের পরথন ময়না জানি কেমুন অইয়া গ্যাছে। হারাজীবোন কতা কওনের সবাব মাইয়াডার। সোনা রূপা চইলা যাওনের পর বোবা অইয়া গ্যাছে মাইয়াডা। কেঐর লগে কতা কয় না। বাইতও থাকে না। হারাদিন এইবাড়ি ঐবাড়ি ঘুইরা বেড়ায়। কাসু না করলেও হোনে না। কতা কয় না। মায় গালি বকা দেয়। কানে লয়না। আগে আমিও নিষুদ করতাম ময়নারে। ওই ছেমড়ি, বাইতথন বাইর অইতে পারবি না। কুনোহানে যাইতে পারবি না। ময়নায় আমারে ইট্টু ইট্টু ডরায়। কতা কয় না। তয় আমার চোক্কের সামনে

দিয়া কুনোহানে যায়ও না। গ্যালে যায় পলাইয়া। বিধবার পোলাডার মরণের পরথন, আমার বেখেল দেইক্কা ময়নায় আমার চৌক্কের ছেমুক দিয়া এই বাড়িত যায়, ঐ বাড়িত যায়, আমি কিছু কই না। হায় হায় রে কিছু না কইয়া কি ক্ষেতিডা যে করলাম মাইয়াডার! কত্তারা, হোনলে আপনেরা আমার মুকে লাত্তি মারবেন। কইতাছি, বেবাকঐ কইতাছি আপনেগ। তামুকখান ইট্টু খাইয়া লই।

পরীর কারবারডা দেকছেন কত্তারা! কই গ্যালো গা কন তো! পেসাব করতে কতক্ষুণ লাগে মাইনষের! কি কইলেন? হ হ আইয়া তো পরবঐ। মাইয়া মানুষ তো, বেবাক কামেঐ ইট্টু সময় লাগে হেগ। আর এহেনে তো কুনো ডর নাই, হের লেইগাঐ আস্তে সুস্তে কাম হারতাছে।

তয় ময়নার কতা কই কত্তারা। বিধবার পোলাডা মইরা যাওনের পাচ ছয় মাস বাদে কাসু একদিন কানতে কানতে কইলো, হুনছোনি, সব্বনাশ অইয়া গ্যাছে। ময়না তো পেড বাজাইছে!

আ, কচ কি?

হ। আইজ তিন চাইর মাস।

কার লগে?

হেইডা তো কয় না। আমি কত পদের কতা কইয়া জিগাইলাম। কিচ্ছু কয় না। অহন এই মাইয়া লইয়া কি করবা? আল্লা কোন সব্বনাশে পাইলো আমার সোংসার।

কাসু আবার কান্দে। আমি হারারাইত থোম ধইরা বইয়া রইলাম। হায় হায় কি করছে মাইয়াডায়। ও তো জানে না হাজাম জাতের মাইয়ারে আনজাতের মাইনষে বিয়া করব না। এই গেরামে আমরা ছাড়া আর হাজামও নাই। কার লগে কি করলো ময়না! অর তো মরণ ছাড়া উপায় নাই।

পরদিন বিয়ানে ময়নারে আমি আঐলে ডাইক্যা জিগাইলাম, ক মা জনুনি, আমার কাছে ক।

ময়নায় কিছু কয় না। মাতা নিচা কইরা খাড়াইয়া থাকে। দেইক্কা আমি চেইত্তা গেলাম। ক, নাইলে তরে আমি জব কইরা হালামু। হুইন্না ময়নায় দিলো কাইন্দা। কানতে কানতে কইলো, সোনা রূপারে অরা লইয়া গ্যালো ক্যান! আমি কারে লইয়া থাকি!

আমার বুকটা উথাল পাথাল করে কত্তারা। সোনা রূপা আর ফিরা আইব না দেইক্কা আন মাইনষের পোলা পেডে লইছে ময়নায়। হায় রে মাইয়া মানুষ, হায় রে মা জনুনি!

আমি নিয়াস ছাইরা উডানে আইয়া বইয়া থাকি। কি করুম। বেবাক অইলো কপালের দোষ। আমার পাপের ফল। লোব কইরা বিধবার বুকের ধন কাইরা লইছিলাম!

বাঘায় কইলাম এই হগল কতা হোনে নাই। বদরাগী পোলা হোনলে ময়নারে পিডাইয়া মাইরা হালাইব। তয় হুনছিলো, পরদিনঐ হুনছিলো। তহন ময়নায় আর ধারে কাছে নাই। কই গ্যাছে গা কইব কেডা।

ময়নায় গেছিলো গা হেদিনঐ। যেদিন আমি জিগাইছিলাম, ক কার পোলা পেডে লইছচ। তারবাদে ময়নায় কুনসুম যে বাইতথন বাইর অইয়া গ্যাছে, আমরা কেঐ জানি না। রাইত অইয়া যায় দেইক্কা কাসু এই বাড়ি ঐ বাড়ি বিচড়াইয়া আহে ময়নারে। আমি বিচড়াইয়া আহি। ময়নারে কুনোহানে পাই না। দিগলী বাজারথন বাঘা আহনের পর, বাঘারে বেবাক কতা খুইল্যা কইলো কাসু। হুইন্না বাঘায় বহুতক্ষুণ নিঃসারে বইয়া রইলো। তারবাদে কইলো, অরে আর বিচড়াইয়া লাব নাই। অরে আর পাইবা না।

হাচাঐ কইছিলো বাঘায়, ময়নার কুনো সমবাত আর কুনোদিন পাইলাম না। বাইচা আছে না মইরা গ্যাছে জানতে পারলাম না। কই যে গ্যালো গা মাইয়াডায়! আহারে। কি কমু আপনেগ কত্তারা, নিজের মইদ্যে ডুইব্যা থাকলে অহনেও কানা চোক্কে ময়নারে দেহি আমি। দুই কুলে বদরের দুই জমইক্কা পোলা, সোনা রূপারে দেহি বাড়ির উডানে আটতাছে। বয়রাকানে হুনি ময়না হেগ লগে প্যাডর প্যাডর করতাছে।

ময়নার পর গ্যালো বাঘায়। তয় বাঘায় কইলাম মইরা যায় নাই, পলাইয়া যায় নাই। বাঘায় গ্যাছে জেলে। যাবোজ্জীবোন অইছে বাঘার। অহনতরী জেলে আছে না বাইর অইয়া গ্যাছে না মইরা গ্যাছে কিচ্ছু জানি না আমি। হামি জামাই পোলাপান লইয়া টাউনে গেছিলো আর কুনোদিন দেহা অয় নাই। বদর বউ পোলাপান লইয়া টাউনে গেছিলো, আর কুনোদিন দেহা অয় নাই। রোস্তম বিয়া কইরা চরে রইয়া গেছিলো, রোস্তমের লগেও আমার আর দেহা অয় নাই। আলায় বালায় মরছিলো রোস্তম। রোস্তমরে যে মারছিলো, খোঁজ লইয়া হেরে মাইরা জেলে গ্যালো বাঘায়। হোনেন কই হেই বিত্তান্ত।

পদ্মায় তহন ভাঙ্গন লাগছে। ইট্টু ইট্টু কইরা পাড় ভাঙ্গে। জমি জিরাত বেবাক গেছিলো আগেঐ। এককানী চাইর গণ্ডা একখান জমিন আছে আমার খালি গাঙ্গপাড়ে। রোজ ইট্টু ইট্টু কইরা ভাইঙ্গা যাইতাছে হেই জমিডা। বাইত্তে ঘর আছিলো তিনখান। পেডের জ্বালায় দুইখান ঘর বেইচ্চা হালাইছি। তহন একখান ঘরে কাসু আমি আর বাঘায় থাকি। কাসুর বুকে রোজঐ একখান বেদনা

ওডে। যহন তহন। বেদনায় অহন মরে তহন মরে কাসু। বাঘায় কইলাম তহনও কুনো কামকাইজ করে না। দিগলী বাজারে গিয়া বইয়া থাকে। বাইত আইয়া ভাত খায় আর নিদ যায়। এমুন দিনে কাসুর বুকের বেদনাডা গ্যালো বাইরা। বিয়ালে বেদনাডা উটলো। হারারাইত বেদনায় কষ্ট পাইয়া, অহনকার লাহান এমুন বিয়ান্না রাইতে মরলো কাসু। কাসুর মরণে আমি ক্যান জানি কানতে পারলাম না। বুকখান আমার পাষাণ অইয়া গেছিলো ম্যালা দিন ধইরা। খালি মরণ খালি সব্বনাশ খালি বিচ্ছেদ দেকতে দেকতে আমার মায়াদয়া কইম্মা গেছিলো। গেরামের মানুষজন লইয়া কাসুরে মাডি দিছিলাম। বাঘা কেমুন মানুষ সেহেন কত্তারা। মায় মরলো, হেরে মাডি দিতে গোরস্তানেও গ্যালো না। কাসুরে লইয়া আমরা গোরস্তানে যাই, বাঘায় যায় দিগলী বাজারে ইয়ার দোস্তগ লগে ফুর্তি করতে। আসলে সোংসারে দুই চাইরদিন পর পর একখান কইরা সব্বনাশ দেইক্কা বাঘায় গেছিলো মহা বিরক্ত অইয়া। গোয়ার গোবিন্দ পোলা তো! পরে কুনো কিছুরে আর পাত্তা দিতো না। তয় একখান কতারে ম্যালা পাত্তা দিছিলো বাঘায়! হেই পাত্তা দিয়াঐ জেলে গ্যালো।

কাসু মইরা যাওনের মাসেকখানি বাদে চরেতখন সমবাত আইলো, রোস্তমের গলা কাইট্টা পদ্মায় হালায় দিছে। কেডা, কেডা এই কাম করলো?

সমবাত লইয়াইছিলো হবিবর। হেয় কইলো রোস্তমের বউর একজন চউরা নাগর আছে। রোস্তমের ঘরে একখান মাইয়া অইছে। অইলে কি অইব, রোস্তমের বউর সবাব চরিত্র ভাল না। নাগরের লগে আকাম কুকাম করে। রোস্তম বাদা দিছিলো দেইক্কা রাইত্তে দুইতিনজোন মানুষ লইয়া হেই বেডা আইয়া রোস্তমরে গাঙ্গপাড় লইয়া গ্যাছে। তারবাদে কল্লা কাইট্টা গাঙ্গে হালাইয়া দিছে। বাঘায় আছিলো বাইত। হেয়ও হুনছিলো কতাডা। হুইন্না পিরনডা গায় দিয়া বাইতখন বাইর অইয়া গ্যালো। দেইক্কা আমি মোনে করলাম দিগলি বাজারে যায় বাঘায়। ইয়ার দোস্তগ লগে ফুর্তি করতে। আসলে যে বাঘায় চরে গেছিলো হেইডা আমি বুজি নাই। কেমনে বুজুম, বাঘায় তো কেঐরে জিগাইয়া কিছু করে না।

রোস্তমের মরণের কতা হুইন্না কান্দন আহে নাই আমার। খালি একখান নিয়াস পড়ছিলো। আমার পোলাপান, যারা আমার সোংসার ছাইরা গ্যাছে, হেরা আর ফিরা আহে নাই দেইক্কা বেবাকতেরেঐ আমার মরা মানুষ মোনে অয়। রোস্তম বাইচ্চা আছিলো, হোনলাম হেয়ও মরছে। এত পাষাণ মোনে দুখ অইব ক্যান!

হেই রাইত্রে বাঘায় বাইত আইলো না। আমি মোনে করলাম ভাইয়ের মরণের কতা হুইন্না মোনে দুখ পাইছে বাঘায়। আইজ ইয়ার দোস্তগ লগেঐ থাকব।

পরদিনও বাইত আইলো না বাঘায়। দেইক্কা আমি ইট্টু চিন্তায় পড়লাম। শ্যাষ পোলাডাও গ্যালো নি! রাইত্রে ঘুমাইতে পারলাম না। মোনডা কেমুন জানি করে। আহা রে পাষাণ পোলাপান, দোষ দিমু কারে? নিজের কপালডা থাবড়াইলাম। আবার মোনে মোনে কইলাম, গিয়া ভালই করছে বাঘায়। বেবাকতেঐ যহন গ্যাছে গা, ও আর একলা আমার লগে পইড়া থাকব ক্যান! দুইন্নাইতে তো বেবাক মানুষই একলা আহে, একলা যায়। আমি একলা আইছিলাম, একলা যামুগা। মাঝখানে কয়দিনের খেলা দেখলাম। এইডাঐ মাইনষের কপাল।

তয় বাঘায় কইলাম পরদিন ফিরত আইলো। দুইফর বেলা। কান্দে দেড় দুই বইচ্ছইরা একখান মাইয়া। হেই মাইয়াডাঐ অইলো এই পরী। পরীবানু।

আ, মোরগে বাগ দেয়নি! বিয়ান অইয়া গ্যাছে? ও কত্তারা, পরী গ্যালো কই? অহনতরি আহে না ক্যা? কি কইলেন, বিয়ান অইয়া গ্যাছে দেইক্কা আর নিদ যাইব না। ঘুইরা ঘুইরা বেড়াইতাছে, আ? হ, হেই করতাছে মোনে অয়। বুঝছে আমি আইজ কতাবাত্তা কইতাছি, অর আর কাম কি! ইট্টু আইট্টা উইট্টা দেহুক। পোলাপান মানুষ, হারাদিন থাকে বুইড়া পোড়া কপাইল্লার লগে। একলা আইট্টা বেড়ানেরও সুময় পায়না। আইজ ইট্টু আডুক।

হ, কইতাছিলাম বাঘার কতা। দেড় দুই বচ্ছইরা একখান মাইয়া কান্দে লইয়া বাইত আইয়া উটলো বাঘায়। বাইত আইয়াঐ কান্দেতখন মাইয়াডারে নামাইয়া আমার কুলে দিলো। লও বাজান, তুমার নাতীন। হুইনা আমি টাসকা খাইয়া গ্যালাম। আ, কি কচ বাঘা?

হ, তুমার নাতীন। রোস্তম ভাইর মাইয়া।

অরে তুই আনলি ক্যামনে? অর মায় তর লগে দিয়া দিলো মাইয়াডারে?

হুইন্না বাঘায় একখান নিয়াস ছাড়লো। তার বাদে আমার সামনে মাইত্তে বইয়া পড়লো। বাজান একখান কাম কইরা আইছি। বেবাক কমু তুমারে। তুমার লগে তো হারাজীবোনে বেশি কতা কই নাই। ইবার সব কতা কমু।

বাঘার মুকের মিহি চাইয়া দেহি তিনদিনে চেহারাখান জানি কেমুন অইয়া গ্যাছে বাঘার। অচিন মানুষ মোনে অয় বাঘারে আমার। এই পোলাডা কুনোদিন কেঐর কতা হোনে নাই, কেঐর লগে বেশি কতা কয় নাই। সোংসারের মিহি,

ভাই বেরাদরের মিহি চাইয়া দেহে নাই। সোংসারের মানুষজন মইরা সাফা অইয়া গ্যাছে। সোংসার খালি কইরা যার যেই মিহি ইচ্ছা গ্যাছেগা। আমার লগে আছে খালি বাঘায়। কবে জানি হেয়ও আমারে ছাইরা যায়! বাঘারে লইয়া ম্যালা চিন্তা আমার। সোংসারী অইলো না পোলাডায়। সোংসারের এত ক্ষেতি অইলো, চাইয়া দেকলো না। গোয়ার গোবিন্দ পোলা। আইজ এমুন নরম অইছে ক্যান! আমারে না কইয়া চরে গেছিলো ক্যান বাঘায়! রোস্তমের মাইয়ারে লইয়াইলো ক্যান! চরে গিয়া কি কইরা আইছে বাঘায়! জিগাইতে চাইয়াও জিগাইনা আমি। বাঘারে দেহি আসমানের মিহি চাইয়া বইয়া রইছে। বউ পোলাপান মইরা যাওয়া মাইনষের মতন দেকতে লাগে বাঘারে। এমুন তেজি পোলাডা এমুন অইয়া গ্যালো ক্যান? এই কতাডা জিগাইতেও মোন চায় না। নিজেতথন কিছু না কইলে হাজার জিগাইয়াও বাঘার কাছথন কতা বাইর করন যাইব না। এইডা বাঘার সবাব। যাউকগা, ইচ্ছা অইলে বাঘায় নিজেতথনঐ কইব নে। এই ভাইব্যা রোস্তমের মাইয়াডার মিহি চাই আমি। এতডু মাইয়া, অচিন মাইনষের কাছে আইয়া তো কান্দন কডোনের কতা। মাইয়াডা কইলাম কান্দে না। চুপচাপ আমাগ সামনে মাইত্তে বইয়া রইছে। দেইক্কা আমার বুকখান কেমুন করে। আহা রে, আমার রোস্তমের মাইয়া। আহো বইন, আমার কুলে আহো। আমি তুমার দাদা লাগি। কইয়া মাইয়াডারে আমি টাইন্না কুলে লই। মাইয়াডায় কান্দেকাডে না। চুপচাপ আমার কুলে আইয়া বইয়া থাকে। মাইয়াডায় নি হেদিন বুজছিলো এই মানুষডার লগেঐ অর হারাজীবোন থাকত অইব!

পরীরে কুলে লওনের পর বাঘায় কইলো, বাজান, আমার ভাইরে যে খুন করছিলো আমি তারে খুন কইরা আইছি। যেই বউর লেইগা আমার ভাই খুন অইছিলো, হেই বউরে আমি খুন কইরা আইছি।

হুইন্না আমার বুকটা ধক কইরা ওডে। আ, কি কচ? ও বাঘা, কি কচ তুই?

হ বাজান। রোস্তমের বউ আর হের নাগর দুইজনরে গলা কাইট্টা গাঙ্গে হালাই দিছি আমি। দিয়া মাইয়াডারে লইয়া আইয়া পড়ছি। মাইয়াডা আমার ভাইয়ের। ও তুমার কাছে থাকব। অরে তুমি হালাইয়ো না।

হায় হায়, কচ কি তুই বাজান! এইডা তুই কি কইরা আইছচ?

বাঘায় আবার একখান নিয়াস ছাড়ে। বাজান, ছোডকালথন আমি তুমার সোংসারের মিহি চাইয়া দেহি নাই। নিজের ইচ্ছা সাদীন চলছি। তুমগ কেঐর লগে বেশি কতাবাত্তা কই না। তুমরা খাইট্টা মরছো, আমি শইল্লে হাওয়া বাতাস লাগাইয়া ঘুইরা বেড়াইছি। আমি কুনোদিন তুমগ কেঐর লেইগা কিছু করি

নাই। বড়ভাই বউ পোলাপান লইয়া টাউনে গ্যালো গা, বিয়া কইরা রোস্তম গ্যালো গা চরে। আবিয়াত বইন ময়নায় পেড বাজাইয়া কই গ্যালো গা, মায় মরলো, আমি কেঐর লেইগা কিছু করতে পারি নাই। তয় যহন হুনলাম, আমার ভাইরে মাইনষে মাইরা হালাইছে, হেইডা আমি আর সইতে পারলাম না। ভাইর মরণের শোদ লইলাম চরে গিয়া। এই একখান কাম আমি করছি! অহন আর আমার মোনে কুনো দুখ নাই। মরলেও অহন আমি সুকে মরতে পারুম।

আমার তহন চৌক্কের পাইনতে বুক ভাইস্যা যায়। পরী একবার আমার মুকের মিহি চায়, একবার বাঘার মুকের মিহি চায়।

কানতে কানতে বাঘারে আমি কইলাম, এইডা তুই কি করলি বাজান! অহন তো থানার মাইনষে আইয়া তরে ধইরা লইয়া যাইব। তুই পলাইয়া যাগা বাজান।

বাঘায় কইলো, না বাজান। কেঐ না লইয়া গ্যালে তুমারে ছাইরা আমি কুনোদিনও যামু না। সোংসারের বেবাক মাইনষে তুমারে ছাইরা গ্যাছে, আমি তুমারে ছাইরা যামু না। থানার মাইনষে যদি আমারে ধইরা লইয়া যায়, যাইব।

বাজান পাগলামী করিচ না। যা, পালাইয়া যা। পলাইয়া যা।

বাঘায় আমার কতা হুনলো না। পলাইয়া গ্যালো না। বাইতথন আর বাইরও অইলো না। পরদিন থানাতথন মানুষ আইয়া বাঘারে ধইরা লইয়া গ্যালো। যাওনের সুময় বাঘা আমারে কইয়া গ্যালো, বাজান তুমি আমারে মাপ কইরা দিও। আর রোস্তম ভাইর মাইয়াডারে কুনোদিন হালাইয়ো না। আমি তুমার লিগা কুনোদিন কিছু করতে পারি নাই। তুমি আমারে মাপ কইরা দিও বাজান।

কি কমু আপনেগ কত্তা, বুক ফাইট্টা যায়। তারবাদে, বাঘায় চইলা যাওনের বাদে গাঙ্গে খাইলো আমার জাগাজমিন, বাড়িঘর। পরীরে বুকে লইয়া আমি পতের ফকির অইলাম। দিনে দিনে দিন গ্যালো। রানাইদ্যা মিহি আবার চর পড়ছে গাঙ্গে। আমার জাগাজমিনও জাইগা গ্যাছে। বেবাক জাগা অহন আন মাইনষের দখলে। হেই জাগায় পরীরে লইয়া আমি অহন ভিক্কা করতে যাই। কুনহানে আমার জমিন আছিলো, বাড়ি আছিলো চিনতে পারি না। কপাল, হায়রে কপাল।

বুজলেন নি কত্তারা, এই অইলো গিয়া সেরু হাজামের বিত্তান্ত। বেবাক বিত্তান্ত।

আইছচ নি, ও পরী? আ, কই গেছিলি? কি, কি কইলি? হ হেইডা তো আমি আগেঐ বুজছিলাম। বেক কাম হাইরা আইছচ! আমারও হারন লাগব। ল, আমারে লইয়া ল। খালপাড় মিহি যাই! বিয়ান অইয়া গ্যাছে। বেইল ওডোনের আগেঐ হাইরাহি। কত্তারা কইছে বিয়ানে নাস্তাপানি খাওয়াইব। ল ঘাডের কাম হাইরাহি। তারবাদে নাস্তাপানি খাইয়া বাইর অমুনে।

আপনেগ ম্যালা কষ্ট দিলাম কত্তারা। হারারাইত বহাইয়া বহাইয়া সেরু হাজামের কথা হুনাইলাম আপনেগ। মোনে কিছু রাইখেন না। আমি মুখ্য মানুষ। কত পদের প্যাচাইল পারছি। অন্যায় কিছু কইয়া থাকলে মাপসাপ কইরা দিয়েন।

❑